# দান-যজ্ঞ।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক।

" এতদিনে মিটল দারুণ দুখ,
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ মুখ "।

* * ○ * *

"হরি মুখ হেরইতে সব দুখ গেল "।

---

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রণীত।

---

ভবানীপুর অবৈতনিক বান্ধব নাট্য সমাজের

অভিনয়ার্থ

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভবানীপুর

নিউ টাউন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১৩০৩। ফাল্গুন।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

# উৎসর্গ পত্র।

সোদর প্রতিম

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ঘোষের

করকমলে

“ দান-যজ্ঞ ”

অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
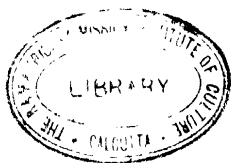
# দান-যজ্ঞ।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা, নারদ ও গন্ধর্ব্বগণ।

রাগিণী গৌরী—চৌতাল।

নিথর কারণনীর, মহাশূন্য কিবা থির, গভীর আঁধারে মগন সব।
নীরবতা নাশি’, মহাশূন্য ভেদি’ ধ্বনিল প্রণব।
রবি শশী ফুটিল, জীবনরূপী সমীর ছুটিল, চরাচর প্রকাশিল,
বিহগ গাইল বিভু-বিভব;—
সুর নর এক সাথ, অনাদি নাথ চরণ বন্দিল,
ভুবন ভরিল—উঠিল আনন্দধ্বনি জয় জয় রব।

পিত! কেন দেখি তোমা’ চিন্তাকুল আজ?
সুরপুরে সুখে বসে সুরের সমাজ,
নাহি দৈত্যভয়, বৈজয়ন্ত শান্তিময়,
কি বিষাদে বিষাদিত তোমার হৃদয়?
ধনধান্যে ভরা সসাগরা ধরা,
মাধুরী-মাখান মানব-মানসহরা,

রূপসী রমণীকুল শোভায় অতুল,
পরিমলময় নয়ননন্দন ফুল,
পশু পাখী নানা জাতি,
তরু লতা করি আদি,
গিরি, নদ নদী, বন উপবন,
বহু কষ্টে পুত্র ক'রেছি সৃজন ;
হেন সৃষ্টি লোপ পায়,
আকুল অন্তর মম সেই ভাবনায়।

নারদ। সৃষ্টি—সৃষ্টি করি পিত, মজিলা আপনি !
চিনে নাহি চিন চিন্তামণি !
পরমার্থ পরিহরি',
অসার চিন্তনে মরি—
কি লাগি কাটাও কাল ?
নাশ নাশ ভ্রমজাল, ঘুচাও জঞ্জাল !
জননী যেমন ক্রীড়াদ্রব্য দিয়া
যায় কর্ম্মান্তরে শিশু ভুলাইয়া,
হেরি' তোমা' মায়ামুগ্ধ অতি, অর্পিলা শ্রীপতি
সংসাররক্ষণ ভার উপরে তোমার।
গুণাগুণ তুমি কিছু না করি' বিচার,
মিছে মায়াজালে আপনা ভুলিয়া,
অনিত্য বিষয়ে আছ তন্ময় হইয়া।
ধন্য বিষ্ণুমায়া—মোহান্ধে মোহিতে,
আপনি বিধাতা যিনি—নারেন বুঝিতে !
কর পিতা প্রণিধান,

তুমি ব্রহ্মা, তবু তব নাহি পরিত্রাণ।
কল্পান্তে হইবে তব আয়ু অবসান।
মোহবশে হারা হ'য়ে জ্ঞান,
হরিপদ করিলে না ধ্যান,
কহ কহ প্রজাপতি, কি হ'বে তোমার গতি?
স্থাবর জঙ্গম সহ এই চরাচর,
যা' কিছু যেথায় আছে সকলি নশ্বর ;
অবিনাশী শুধু সেই পুরুষপ্রবর।
সৃষ্টি তাঁ'র ইচ্ছামতে হ'য়েছে সৃজন,
তাঁ'রি ইচ্ছামতে হয় সৃষ্টির পালন,
তাঁ'র ইচ্ছা হ'লে পুনঃ হইবে নিধন।
পিত! যদি নিজ হিত চাও,
তাঁ'র সৃষ্টি তাঁ'রে ফিরে দাও।

ব্রহ্মা। মহাভাগবৎ তুমি হরিপরায়ণ,
হরিপদ চিন্ত অনুক্ষণ,
মায়া মোহ সব ক'রেছ বর্জ্জন,
নির্লিপ্ত তোমার মত নাহি কোন জন।
পুত্র! সেই ইচ্ছাময়,—
সৃজন পালন লয়
যাঁ'র ইচ্ছামতে সব হয়,—
যাঁ'র ইচ্ছাবলে,
কোটী কোটী বিশ্বরাজ্য মুহূর্ত্তেকে চলে,
জলবিম্বপ্রায় পুনঃ নিমিষে মিশায়.—
সে চক্রীর মায়াজালে বিজড়িত আমি,

বিনা সে ব্রহ্মাণ্ডস্বামী
কা'র সাধ্য কাটে এই মায়াপাশ মোর?—
নাশে এ মোহান্ধ ঘোর?
বৎস! মম করে ন্যস্ত এবে সৃষ্টিরক্ষাভার,
সৃষ্টিরক্ষা হেতু তুমি কর প্রতিকার।

নারদ। পিত! কি হ'য়েছে—কেন প্রতিকার?
সৃষ্টিনাশ কহ কেবা করি'ছে তোমার?
লয়কারী ত্রিপুরারী হয়ে তমগুণান্বিত,
প্রলয় বিষাণ কি গো অকালে বাজান?
অথবা দ্বাদশ রবি হ'তেছে উদিত?
সবিশেষ সব কহ মোরে পিত।

ব্রহ্মা। হ'য়ে দ্বিভুজ-মুরলী-ধারী,
মরি মরি রূপ মনোহারী,
কটীবেড়া পীতধড়া, চূড়া করা কেশ,
নবীন নীরদ কায়, রাখালের বেশ,
ত্যজিয়া গোলকধাম গোকুলে শ্রীহরি,
লীলাছলে অবতরি' লীলা সাঙ্গ করি',
গিয়াছেন মধুপুরী ব্রজ পরিহরি';—
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা ঠাকুরাণী
হরি-হারা হ'য়ে ব্যাকুলিত প্রাণী,
বিচ্ছেদে বিদগ্ধকায় ভূতলে লুটায়,
"হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলি কাঁদে উভরায়;—
(আহা, সতীদুখ সহা নাহি যায়!)
শাপান্ত হ'য়েছে, তবু হয়নি ঘটন—

শ্রীরাধারমণ সহ রাধার মিলন।
লইয়া চাঁদের হাট দ্বারকাতে হরি—
আছেন আনন্দ মনে রাধারে পাসরি'।
তাই মম এত ভয়,—
কি জানি রাধার যদি হয় তমোদয়,
তা' হ'লে ব্রহ্মাণ্ড মম হইবেক লয়।
সত্ত্বরজতম ত্রিগুণধারিণী,
হরি-হর-প্রসবিনী,
পরমা প্রকৃতি রাধা আদ্যাশক্তি-স্বরূপিনী ;—
ক্রোধভরে রাধা ছাড়িলে নিশ্বাস,
কি ছার ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ!—
সব হয়ে ভস্মময়—ঘটিবে প্রলয়!
পুরুষ প্রকৃতি শীঘ্র না হ'লে মিলন,
মহা বিপর্য্যয় হ'বে সংঘটন!
পুত্র! পুরুষ প্রকৃতি তুমি করাও মিলন।

নারদ। পিত! পুণ্যপুঞ্জ কিবা ক'রেছি সঞ্চয়,
হ'বে মম হেন ভাগ্যোদয়?
পুরুষ প্রকৃতি করা'ব মিলন—
নাহি সে শকতি মম, আমি অভাজন।

ব্রহ্মা। না—না বৎস! শুন কহি সুবিধান,
ভক্তচূড়ামণি তুমি হরিগত প্রাণ,
বিমুখ নহেন ভক্তে কভু ভগবান্।
গিয়ে তুমি ব্রজধাম,
শ্রীরাধায় জানাইয়া আমার প্রণাম,

মিলিত হইতে ক'বে—
পুরুষ প্রকৃতি পুন একঠাম।
মম আশীর্ব্বাদে হ'বে তুমি সিদ্ধমনস্কাম।
কৃষ্ণে আনি' ব্রজে, কিম্বা রাধা নিয়ে দ্বারকায়,
যে প্রকারে হয়—মিলাইবে দুজনায়।

নারদ। পিত! শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব, ব্রজধাম যা'ব,
রাধাশ্যাম একত্রে মিলা'ব,—
যুগলমাধুরী হেরি' নয়ন জুড়া'ব।
হে কৃষ্ণ করুণাময়! হে ভক্তবৎসল!
ভক্তের বাসনা যেন হয় গো সফল।

---

# প্রথম অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—বনপথ।

নারদের প্রবেশ।

রাগিণী শ্রীরাগ—ঝাঁপতাল।

নারদ। রাধাকৃষ্ণ রট মন রাধাকৃষ্ণ রট।
ধন্য ধন্য বৃন্দারণ্য ধন্য বংশীবট।
ধন্য ধন্য পুণ্যধাম—যমুনা নিকট,
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যথা হইল প্রকট,
রাধাকৃষ্ণ বল সদা র'বে না সঙ্কট।

নারদ। এই কি সে বৃন্দাবন—
অবনীতে অতুলন?
নন্দন নিন্দিয়া শোভা,—
জগজন-মনলোভা?

আহা মরি মরি মরি,
বিনা নটবর হরি,
ব্রজপুরী অন্ধকার ;
অবিরল অশ্রুধার,
ঝরে গোপগোপিকার !
নিকুঞ্জে নাহি সে তান,
নাহি সে বাঁশীর গান,
সারী শুক ম্রিয়মান !
যমুনা বহে না উজান !
শিশির সম্পাত-ছলে
কাঁদে তরুলতাদলে।
ফুলকুল নাহি ফুটে,
ফুলে অলি নাহি জুটে,
আর না মলয়া ছুটে।
ধেনুগণ যুথে যুথে
দাঁড়াইয়া আছে পথে,
কেহ গোঠে নাহি যায়,
তৃণ কেহ নাহি খায়,
কল-কণ্ঠ নাহি গায়।
মনদুখে মুদে আঁখি,
সারি সারি বসে পাখী।
নাহি সে বাঁশীর স্বর,
নাহি নাচে শিখীবর।
বিনা সে নয়নানন্দ,

ব্রজপুরী নিরানন্দ।
(শুধু) অশ্রুজলে গোপীকার
পূর্ণ কায়া যমুনার।
শ্যামশোকে উন্মাদিনী,
কুঞ্জবনে কমলিনী,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা,
দুনয়নে শত ধারা!
যাই শ্রীরাধা যথায়,—
প্রণমিয়া রাঙ্গা পায়,
প্রবোধিয়া শ্রীরাধায়,
আর আর গোপীকায়,
যাইব যশোদা যথা;
মনে হ'ল ভাল কথা,
প্রাণশূন্য এ গোকুল,
সবে আছে শোকাকুল,
বীণাযন্ত্রে দিয়া তান,
করি' রাধা নাম গান,
আজ ব্রজে দিব প্রাণ।
বীণা! রাধামন্ত্রে দীক্ষা নিয়া,
রাধা রাধা ব'লে বাজ ব্রজ মাতাইয়া।
হে কৃষ্ণ কমলাপতি!
ও পদ-রাজীবে যদি থাকে মতি,
অবশ্য মিটিবে মম মনস্কাম;—
জাগাইয়া ব্রজধাম,

গাও বীণা গাও রাধা নাম।

কীর্ত্তনের সুর।

বাজ্ রে বীণে মনের সাধে।

(ওরে আমার) সাধের বীণে বাজ্ দেখি রে আজ মনের সাধে,

ব'লে জয় রাধে শ্রীরাধে ॥

শ্যামের অধরে থাকি', রাধা রাধা ব'লে ডাকি',

(যেমন ক'রে বাজ্‌ত বাঁশী)

নিশীথে যমুনাকূলে, কেলি কদম্বের মূলে,

(যেমন ক'রে বাজ্‌ত বাঁশী)

বাজ্ রে বাঁশী তেম্‌নি ক'রে মোহন সুরে নানা ছাঁদে ॥

---

## প্রথম অঙ্ক।

### তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাধা-কুঞ্জ।

শ্রীরাধা ও সখীগণ।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রাধা। সে যে প্রেম ভুলে যা'বে,

পাথারে ফেলে পালা'বে,

সখি, আগে কি তা' জানি।

সে ব'ল্‌তো হৃদয়-রাণী,

তাই দিয়েছি তা'র হৃদয় খানি।

কে পাতিল প্রেমফাঁদ,

ধরিতে হৃদয়-চাঁদ,

কে সাধে সাধিল বাদ

হৃদে শেল হানি';—

দে সখি দে তা'রে ধ'রে আনি।

শ্রীরাধা। সখি! আগে যদি জানিতাম,
জনমের মত ভুলে র'বে শ্যাম,
তা' হ'লে কি শ্যামে কভু ছাড়িয়া দিতাম?
পরাণে পরাণ দিয়া বাঁধি' রাখিতাম।
আহা, হেন রসময় গুণধাম—
কেবা আছে ত্রিভুবনে শ্যামের সমান?
কে না করে শ্যাম-গুণগান?
আহা মোর শ্যামচাঁদে'কে না অভিলাষী?
চরণে তাঁহার কে না প্রাণ দেয় আসি?
সেই প্রেমময় রসরায়,
ভুবনমোহন রূপে ভুবন ভুলায়;—
কে না সখী ভাল বাসে তা'য়?
কালরূপ হেরি' কে বা পারে আঁখি পালটিতে?
কালরূপ সখী আঁকা মোর চিতে।
রূপের তুলনা তাঁর কে পারে তুলিতে?
অঙ্গের বরণ হেরি' নবজলধর,
অভিমানে মনদুখে ঝরে নিরন্তর।
ইন্দ্রধনু কভু উঠিলে আকাশে,
চূড়ার টালুনী হেরি' লুকায় তরাসে!
হেরি' অতুল রাতুল চরণযুগল,
বিকাশে সলিলে গিয়ে কোকনদদল!
নিয়ে চারু চরণের সে রক্তিম ছবি,
দীপ্তি পায় কত গ্রহ তারা শশী রবি!
হেরিয়া অঙ্গের ঠাম,

চরণে লুটায় কোটী কোটী কাম!
হেরে বঙ্কিম চাহনি,.
নৃত্য শিখে খঞ্জনখঞ্জনী!
শুনি' চরণের নূপুর-নিক্কণ,
ভ্রমরভ্রমরী শিখে করিতে গুঞ্জন!
কণ্ঠস্বর শুনি' শিখে কোকিল কূজন!
হারা'য়ে অমূল্য নিধি তবু আছে প্রাণ!
ধিক্ ধিক্ নারী জাতি পাষাণে নির্ম্মাণ!

সখী। ক্ষণে ক্ষণে রাই মূর্চ্ছা যায়,
ক্ষণেক চেতনা পায়,
বৃন্দে কর যাহা হয় সদুপায়।
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়,
স্থিরনেত্রে কভু শূন্যপানে চায়,
কভু জলধরে ধে'য়ায়,
কভু গালি পাড়ে ভ্রমরায়,
আঁখিজলে কভু বুক্ ভেসে যায়,
পাগলিনী প্রায়,
কভু মথুরার পানে ধায়,
কভু কহে প্রলাপ বচন,—
এসেছে—এসেছে কৃষ্ণ কমললোচন।

।। ব্রজেশ্বরি! সম্বর বিলাপ,
জুড়া'বে হৃদয়-তাপ,
আসিবে চিকণ কালা,
ঘুচিবে বিরহজ্বালা,

কেঁদ না কেঁদ না আর,
কর শোক পরিহার।
কষিতকাঞ্চন তনু করিয়াছ কালি,
ধৈর্য্য ধর প্যারি, আসিবেন বনমালী।

শ্রীরাধা। বৃন্দে! প্রবোধ বচনে কেন শোক বাড়াও আমার?
জানিয়াছি সার,
বংশীধারী ব্রজে ফিরে আসিবে না আর।

রাগিণী লুমঝিঝিট—কাওয়ালী।

শ্রীরাধা। পীরিতিপূরিত হৃদি,
আমার সে গুণের নিধি,
আমায় যদি বিমুখ হ'ল।
এ ছার পরাণ রাখি' বল সখি কিবা ফল।
কাঁদিয়া জনম গেল,
কই শ্যাম—কই এ'ল,
চল সখী চল চল—
প্রবেশি' যমুনা-জল।

শ্রীরাধা। কোথা রাধানাথ রাধামনোহর?
আর কি হেরিব তব সে মুখ সুন্দর?
কোথা ওহে নব-ঘন-শ্যাম,
আর কি হেরিব তব ত্রিভঙ্গিম ঠাম?
কোথা ওহে রাধিকা-রঞ্জন,
আর কি দাসীরে তুমি দিবে দরশন?
আর কি হেরিব তব ও রাঙ্গা চরণ?
আর কি মালতীমালা গাঁথি' দিব গলে?

যাইতে যমুনা জলে,
আর কি হেরিব তোমা' কদম্বের তলে?
এস এস প্রাণসখা,
অধিনীরে দেহ দেখা,
দেহ দেহ রাঙ্গা চরণ দু'খানি,
হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াই পরাণী।
কই—কই—কোথা মোর মুরলীবদন?
কই! কোথা সেই কমল-লোচন?
কোথা মোর হৃদয়-রতন?
কই! কই পীতধড়া
কই সে মোহন চূড়া?
অধরে অমৃত রাশি,
কই সে বঙ্কিম হাসি?
কোথা সেই গিরিবর-ধারী,
কোথা সেই নিকুঞ্জ-বিহারী?
কই সেই নটবর,
নব-জলধর জিনি' শ্যাম কলেবর?
এই যে শুনিনু নুপুর-নিক্কণ,—
এই যে শুনিনু মধুর বচন,—
কোথায় লুকা'ল মোর মদন-মোহন?
কে—সাধে সাধিল বাদ?
কোথা মোর শ্যামচাঁদ?
কোথা—কোথা সেই শশধর সুশীতল?
কোথা—কোথা সেই সুধা নিরমল? (মূর্চ্ছা)

প্রথম সখী। কি হ'ল কি হ'ল ! পুনঃ মূর্চ্ছা গেল রাই ;
এ কি এ কি বৃন্দে ! এ যে সাড়াশব্দ নাই,—

বৃন্দা। ভয় নাই,—
কৃষ্ণ-নাম-সুধা পিয়াও রাধায়,
কর সবে কৃষ্ণনাম গান
মোহ হ'বে অবসান।

কীর্ত্তনের সুর।

বৃন্দা। সখি তোরা শ্যাম নাম শোনা শ্রীরাধায়।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিলে গিয়া
রাধা প্রাণে প্রাণ পায়।
নামে কি যে সুধা ঝরে,
বারেক শুনিলে পরে
আর ভোলা নাহি যায়।

সখীগণ। কৃষ্ণ কাল, রূপে আলো অঙ্গ,
গোপী কুল-শীল-মান-ভঙ্গ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্রজ-বাল-সঙ্গ,
কালীয়শিরে নটন রঙ্গ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিকুঞ্জ-বিহারী,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গিরিবর-ধারী,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধাকুঞ্জ-দ্বারী,
বাঁশরী বয়ান ব্রজরায়।

বৃন্দা। (জনান্তিকে) হরি পদ হৃদে ধরি',
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি',
মহাযোগে ভর করি',
ভাবিছেন যোগেশ্বরী,

একান্তে শ্রীকান্ত পদযুগ অনিবার ;—
বাহ্য জ্ঞান বিরহিত তাই শ্রীরাধার।
কৃষ্ণ নামে নাশে ক্ষুধা,
কৃষ্ণ নাম সঞ্জিবনী সুধা,
শত বর্ষ ব্যাপি' তাই,
শ্রীমতীর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাই।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

প্রথম সখী। বৃন্দে! এ কার বাঁশীর স্বর?
ফিরে কি আইল ব্রজে পুনঃ ব্রজেশ্বর?
বৃন্দে! তাই হ'বে—তাই হ'বে,
ঐ দেখ বাঁশীর রবে,
সোহাগে ফুল হাস্‌লো ফুটে,
বহিল মলয় বায় পরিমল লুটে।
প্রেমভরে পিকবর উঠিল কুহরি,'
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে ময়ুর ময়ুরী।
বৃন্দে! ব্রজে ফিরে এল কি গো ব্রজের জীবন হরি?

রাগিণী খাম্বাজ, তাল খেমটা।

সখীগণ। চল চল দেখে আসি,
কে আজ গোকুলে আসি'
বাজায় বাঁশরী রাধা রাধা করি'।
বাঁশী শুনে মরম টুটে,
আবেশে প্রাণ উথ্‌লে উঠে,
চরণ বলে চল্‌ লো ছুটে
মনোচোরা যথায় মরি,—
এল এল কাল সোনা ও লো উঠ লো কিশোরী।

বৃন্দা। ব্রজে এল ব্রজরাজ,
কেন কর কালব্যাজ ?
যাও সবে দ্রুতগতি,
মল্লিকা মালতী যাঁতি—
তুলি ফুল নানা জাতি,
সাজাও নিকুঞ্জ বন—
করি অতি সুশোভন।
কুঙ্কুম কস্তুরী আন অগুরু চন্দন।
সাজায়ে বরণ ডালা,
তোল ফুল, গাঁথ মালা।
পূর্ণ কুম্ভ কুঞ্জদ্বারে
রাখ ঢাকি' আম্রসারে।
খাদ্যদ্রব্য আন নানা—
ক্ষীর সর ননী ছানা ;
আন রসাল ফলের ভার,
কর্পূর তাম্বুল আর
নানাবিধ উপহার।
রাধারে করাও বেশ,
বাঁধি' দেহ মুক্ত কেশ ;
মাজি' দেহ মুখ খানি,
পরাও ভূষণ আনি'।
বহুদিন পরে আজ জুড়া'ব জীবন,
হেরি রাধা শ্যাম যুগল মিলন।
ললিতা বিশখা আঁয় করি আয়োজন।

(শ্রীরাধার মূর্চ্ছা।

রাধা। বল্ বৃন্দে বল্ বল্,
কেন এই কোলাহল্ ?
কেন 'হর্ষ-বিকসিত' হেরি বদন সবার ?
এ হেন দুঃখের দিনে কেন এ আনন্দ সঞ্চার ?
বল্ বৃন্দে বিশেষিয়া
এ আনন্দ কিসের লাগিয়া ?

[illegible]া। শুন রাধা ঠাকুরাণী শুভ সমাচার—
গোকুলে, গোবিন্দ, ফিরে আইল আবার।
ওই, শোন বন মাঝে
রাধা বলে বাঁশী বাজে,
উঠ উঠ কমলিনী কর শোক পরিহার।

শ্রীরাধা। বৃন্দে! এসেছ কি দেখে তায়—
কেবা ঐ জন বাঁশরী বাজায় ?
অন্য কেহ হ'লে হ'তে পারে—

[illegible]ন্দা। কেন কহ ঠাকুরাণী!
হেন অমঙ্গল বাণী ?
অমন মোহন স্বরে
রাধা রাধা রব ক'রে,
বাঁশরী বাজা'তে পারে কেবা ত্রিভুবনে—
বিনা সেই নটবর ?
এ শ্যামের বাঁশীর স্বর!

শ্রীরাধা। স্থির হও লো স্বজনি!
একবার আমি শুনি বংশীধ্বনী—

(শুনিয়া)

না বৃন্দে ! এ শ্যামের বাঁশী নয়।

বৃন্দে। হাঁ রাই ! এ নিশ্চয় তাই ;
ওই দেখ তরুকুল,
ধরিলেক ফলফুল ;
কলকণ্ঠ কুহরিল,
অলিদল গুঞ্জরিল,
মৃদুমন্দ প্রবাহিল মলয় অনিল,
উজানে বহিল হের যমুনা সলিল।
হের হের ভেবে শ্যামের বাঁশরী,
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে ময়ূর ময়ূরী।

শ্রীরাধা। শ্যামশোকে তোরা পাগলিনী পারা,
তাই হ'লি দিব্য-জ্ঞান-হারা ;
শুন শুন সহচরি !
এ নয় শ্যামের বাঁশরী ;—
বাজিলে শ্যামের বাঁশী আমি হাসি' হাসি',
নয়নের কোণে বৃন্দে কঠাক্ষ খেলাই—
কালাচাঁদে যাহাতে ভুলাই।
শুনিলে সে বাঁশীস্বর,
ছড়াই অধর কোনে হাসির লহর,—
থাকে তাহে খরতর পঞ্চশর,
শ্যামচাঁদে যাহে করি জর জর।
বাজিলে শ্যামের বাঁশী শুন লো বড়াই,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আমি অনঙ্গে নাচাই,—
মদন-মোহনে যাহে মদনে মাতাই।

শুনিলে মোহন বেণু,
রসে ডগমগ তনু, শিহরে শরীর ;—
এ বাঁশীতে হৃদয়েতে ঝরে স্নেহনীর।
আসে কোন ভক্ত ধীর পূজিতে আমায়,—
যাও বৃন্দে, আগুসারি' আন গিয়া তা'য়।
(বৃন্দার প্রস্থান)।
ব্রহ্মার নন্দন শ্রীনারদ তপোধন,
আসিছে আমার পাশে শুন সখীগণ।
দিয়া পাদ্য অর্ঘ্য কুশাসন,
ভক্তিভরে ক'রো তাঁর চরণ বন্দন ;
যথা বিধি ক'রো সম্ভাষণ।
(স্বগত) ছলিব নারদে আজ দিব্য রূপ ধরি',—
(গীত গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ পশ্চাৎ বৃন্দার প্রবেশ)

রাগিণী মিশ্র-কানেড়া, তাল ঝাঁপতাল।
রাধা নাম গাও মন ! রাধা নাম গাও।
রাধা নামে মন মাতাও।
রাধা পদে প্রাণ ঢালি দাও।
আদিপুরুষ, তনুর আধা,
শক্তিস্বরূপা জয় শ্রীরাধা
যাচে চরণ ভকত সদা
কৃপানয়নে কাতরে চাও।
রদ। জয়, বৃন্দাবন-বিলাসিনী, সুর-নর-বন্দিনী।
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তব,
স্থূল সূক্ষ্ম তুমি সব,
কে পারে চিনিতে তোমা অচিন্ত্য-রূপিণী।

তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী,
আদ্যাশক্তি ভগবতী,
জলধি-দুহিতা, কভু বৃক-ভানু-নন্দিনী।
চলাচল সর্ব্ব তুমি,
তুমি অধঃ স্বর্গ ভূমি,
লীলাছলে এ গোকুলে আয়ান-গৃহিণী।
রূপে গুণে নিরুপমা,
জয় কৃষ্ণ-প্রিয়তমা,
বৃন্দাদেবী অষ্ট সখী শ্রীরাধাসঙ্গিনী।

নারদ। দেখেছি গোলকে গিয়া গোবিন্দের বামে,
গোলক-আলোক-রূপে, ওগো ব্রহ্মময়ি!
রূপের মাধুরী তব কত শত বার;
ভক্ত-মনপ্রীতিকর
কোথা সেই রূপ মনোহর?
আজ একি রূপ দেখি?
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি মা গো,
নয়নে ধরিতে নারি;
সম্বর সম্বর রূপ, নহে দিব্য-চক্ষু দাও,
হেরি তব দিব্য-রূপ;
ছলনা ক'রো না দীনে ওগো দয়াময়ি!

শ্রীরাধা। ঋষিরাজ! যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র তুমি সবার পূজিত
আমারে বন্দনা করা নহে ত উচিত।
ঋষিরাজ! কেন হ'লে হতজ্ঞান?
আমারে প্রণাম করি' কর অকল্যাণ!

আয়ান-ঘরণী আমি সামান্যা রমণী।

দ। আমাকে ভাঁড়াতে মাগো! নারিবে আপনি,
মা গো! তোরে আমি জানি, তোরে আমি চিনি।
হে জননি! হয় তব কটাক্ষে সৃজন—
কত হরি, কত হর, কে করে গণন?
আয়ান-গৃহিণী শুধু লীলার কারণ!

াধা। ব্রজ-নারী ব্রজ-বধূ বলে ব্রজবাসী সবে,
এ কথা প্রকাশ হলে লীলা নাহি হবে।
উঠ উঠ মুনিরাজ!
স্তবে আর নাহি কাজ।
আর এক কথা শুন তপোধন!
বীণাতে বাঁশীর স্বর কর সম্বরণ।
কৃষ্ণ শোকে উন্মাদিনী এবে নন্দরাণী
কাঁদে শিরে কর হানি'—
দিবস রজনী বলি কোথা—"নীলমণি!"
শুনি' রাণী বংশী-ধ্বনি,
আসিবেক ধেয়ে জ্ঞানহারা হ'য়ে,
কৃষ্ণে নাহি পেয়ে
আশায় নিরাশ হ'লে,
ঝাঁপ দিবে যমুনার জলে।

ারদ। হে পরমা-প্রকৃতি! যথা তব অনুমতি।
রাধা রাধা ক'রে
বাজিবে না বীণা আর বাঁশরীর স্বরে।
জান মা অন্তর' কথা অন্তরযামিনী

হে ভক্ত-বাঞ্ছা-প্রদায়িনি!
বড় আশা করি' মনে,
এসেছি এ বৃন্দাবনে ;
মা গো! মিটে যেন মম আশ
এই ভিক্ষা চাই তব পাশ।

শ্রীরাধা। তথাস্তু!

নারদ। বরটা পূরো দেওয়া হ'লো না। মনে করেছি—

শ্রীরাধা। সে সাধ মিটাচ্ছি।

নারদ। মা! এই জন্যই তোর 'ভক্ত-বৎসলা' নাম।

শ্রীরাধা। মুনিবর! হেরি তোমা' শ্রান্ত অতিশয়,
অতিথি চলুন হ'বেন আমার আলয়।
আয়ানের শুদ্ধমতি,
দেব দ্বিজে ভক্তি অতি, সাধু সদাশয়।
শ্বাশুড়ী জটিলা, ননদী কুটিলা,
সতী সাধ্বী দোঁহে অতি, বড় ধর্ম্মশীলা।
ভক্তিভাবে দোঁহে হ'য়ে শুদ্ধাচার,
করিবেক অতিথি-সৎকার।

নারদ। গোপপতি যশোমতী দোঁহে প্রবোধিয়া,
আয়ানের গৃহে অতিথি হইব গিয়া।
ধন্য ধন্য নরশ্রেষ্ঠ—আহীর আয়ান,
গৃহে লক্ষ্মী রূপে—
যা'র গৃহে লক্ষ্মী-রূপা রাধা অধিষ্ঠান।
সখীগণ, কর সবে শোক সম্বরণ—
কৃষ্ণ-চন্দ্র সহ শীঘ্র ঘটিবে মিলন। (নারদের প্রস্থান)

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল পোস্তা।

কত আশা মনে আসে,

হাসিয়া হাসিয়া, বসিবে আসিয়া, বঁধুয়া আবার পাশে।

সোহাগে আরতি ক'রে

নটবরে নিব ঘরে,

ছল ছল দু'নয়ানে

থাক্‌বে চেয়ে মুখটি পানে;—

অধরে হাঁসি ধর্‌বে না—ধর্‌বে না

মিছে মান র'বে না—র'বে না

দেখ্‌লে সে পীতবাসে,—

নয়ন্ জলে চরণ ধুয়ে, বুঝ্‌বো তা'র মধুর ভাবে।

---

# প্রথম অঙ্ক।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### নন্দালয়।

নন্দ ও যশোদা।

[যশো]দা। গেল মাস, গেল বর্ষ, গেল কত কাল,

আর না আসিবে ফিরে গোকুলে গোপাল।

আসে আসে করি,' পথ পানে চেয়ে থাকি,

অন্ধ হ'লো দু'টি আঁখি।

শত বর্ষ ধরি, দিবস রজনী,

হাতে নিয়ে ক্ষীর সর ননী,

কেঁদে ডাকিলাম,—"আয় আয় নীলমণি।"—

'মরে তোর দুঃখিনী জননী;
কেঁদে কেঁদে সারা হ'নু,
কই কৃষ্ণে কই পে'নু?
হা কৃষ্ণ নয়ন-পুতলি!
কি দোষ পাইলি মোরে ছেড়ে গেলি?
এত স্নেহ এত মায়া সকলি ভুলিলি।
আহা শত বর্ষ ধরি'
মধু-মাখা মা' মা' কথা শুনিনি' শ্রবণে,
দিইনি' নবনী তুলে সে চাঁদ-বদনে।
আমার স্নেহের নিধি অঞ্চলের ধনে,
কে ভুলালে কোন্ ছলে?
ওগো! কেউ জান যদি, দাও বলে?
কি করিলে—কোথা গেলে পাইব গোপালে?
জানি জানি, কেন মোরে ছেড়ে গেছে চ'লে—
ননী-চোরা বলে',
ননী জিনি' সুকোমল সে কর-কমলে
বাঁধিয়াছি কতবার,
বাছারে দিয়েছি কত যাতনা অপার!
কাটি' মোর মায়াডোর,
ফেলিয়া পাথারে ঘোর,
অভিমানে তাই গেছে দেবকীর কাছে,
আহা ভালবাসা পেয়ে ভুলে আছে!
কে আছে জননী হেন এ তিন ভুবনে
ভাল নাহি বাসে মোর সে নীল্ রতনে!

পাষাণী পাপিনী আমি আপনা খোয়া'নু,
পাইয়া পরেশ মণি হেলায় হারা'নু।
যশোমতি,—যশোমতি!
বিধি বাম আমা দোঁহা' প্রতি,
কৃষ্ণ নিধি তাই হ'ল পর।
নাহি কোন ফল—
ফেলি' অশ্রুজল দিবানিশি।
জনক জননী বলি'
গোপাল গিয়াছে ভুলি'।
হা রে বিধি! আর কিরে চা'বে মুখ তুলে,
ফিরে এনে দিবে গোপালে গোকুলে?
কি-কি-গোপাল!
কোথায় গোপাল—কই গোপাল?

(চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ)

ওরে ওরে পাপ আঁখি,
কেন চা'স্ থাকি' থাকি'?
আকাশ অবনী জল,
কোথা কিবা শোভা আছে বল,
যা' দেখে ভুলা'বি মোর এ পোড়া পরাণ?
বিনা কৃষ্ণরূপ—বিনা সে বংশীবয়ান!
আহা, এই দু'নয়ন,
দৃষ্টিহীন এবে কেঁদে কেঁদে অনুক্ষণ,
শুধু করিত দর্শন,
কৃষ্ণচন্দ্র-রূপ ভুবনমোহন।

শ্রবণযুগল শুধু করিত শ্রবণ—
মা'! মা'! রব সুমধুর সম্বোধন।
করিত যুগল কর শুধু অঙ্গের ভূষণ।
নাহি সে নীলরতন,
এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, নাহি জানি হায়,
পঞ্চভূতে তবু কেন না মিশায়!
মুদিত থাকিলে আঁখি কৃষ্ণে দেখা পাই
আঁখি অহর্নিশি মুদে থাকি তাই।
নয়ন! মুদিত হয়ে দেখা রে সত্বর
অন্তর-নয়নে সেই কালরূপ মনোহর।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

কে বলে গোপাল মোর হয়েছে ভূপাল?
ঐ যে—ঐ যে সেই আমার দুলাল—
পীতধড়া পরা, চূড়া করা কেশ,
ধরিয়া ব্রজের বেশ;
কই রাজবেশ পরা?
কই স্বর্ণছত্র শিরে ধরা?
কিম্বা রাজদণ্ড করে করা?
ঐ যে——ঐ যে——

রাগিণী,—ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ, তাল একতালা।

তালে তালে পা ফেলে, কিবা বামে হেলে নাচি'ছে গোপাল।
চরণে নূপুর, মধুর মধুর বাজিছে রসাল।
বাঁধা ফুলদামে, চূড়া দোলে বামে, মুনি-মন হরে।
তাজে ফুল কলি, ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফেরে মধুতরে।

মৃদু মৃদু হাঁস, সদা পরকাশ শ্রীমুখমণ্ডলে।
মকরকুণ্ডল, করে ঝলমল শ্রবণযুগলে।
গলে ফুলমাল, অধর প্রবাল বাঁশরী বাজায়।
পরা পীতবাস, বিজলী বিকাশ জলদের গায়।
নাচে বনমালী, দিয়া করতালি, দে ননী দে, বলে।
ধর ধর ননী, ওরে নীলমণি, খাও কুতূহলে।

গোপাল নেচে নেচে কেন দূরে যাস ?
খেতে দিলে ননী কেন নাহি খাস ?
নেচে নেচে পায় পায়, আয়, বাপ, কাছে আয় ;
ননী দিই চাঁদ মুখে !
কৈ—গোপাল কোথায় ?
অ্যাঁ ! একি ! এ গোপাল নয় !
একি ! তবে ছায়া মূর্ত্তি ?
হা গোপাল ! হা গোপাল !—

(মূর্চ্ছা।)

কৃষ্ণশোকে উন্মাদিনী আহা অভাগিনী,
হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! করি',
শত বর্ষ ধরি' দিবস শর্ব্বরী,
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে ;
কৃষ্ণে এনে দাও বলি', হয়ে কৃতাঞ্জলি
কভু দেবতায় সাধে।
আশা-মরীচিকা-ছলে কভু বুক বাঁধে।
কত ভাঙ্গে, কত গড়ে মিছা কল্পনায় ;—
নয়নসম্মুখে কভু গোপালে নাচায়।
নয়ন মুদিত করে দিয়ে করতালি

কভু বলে "নাচ বনমালী"।
"নাচ নাচ ওরে নীলমণি,"
"যত নাচ, তত দিব ক্ষীর সর ননী"।
কেঁদে কভু বলে,—
চূড়া ধড়া প'রে সেজেছে গোপাল,
শ্রীদাম সুদাম আয় আয় রে রাখাল,
গোপাল যাইবে গোঠে চরাতে গো-পাল।
পাগলিনী মত কভু হাসে,
কভু অশ্রুজলে ভাসে।
আইলে গোধূলি কহে বিলাপিয়া,
ঐ রবি অস্ত যায়,
দিবা অবসানপ্রায়,
গোঠ হতে নাহি আসে কানু কি লাগিয়া?
কি জানি কি ভাবে পুনঃ কহিবে ডাকিয়া,
ঐ আসে—ঐ আসে মোর বংশীধারী,—
গোধূলিরঞ্জিত তনু কিবা মনোহারী।
আমি যাই, আনি গিয়া কৃষ্ণে আগুসারি'।—
আনন্দে অভাগী যেই খোলে দু'নয়ন,
ভেঙ্গে যায় সে সুখ স্বপন।
থেকে থেকে দিব্য জ্ঞান আসে,
যেই দেখে কৃষ্ণ নাই পাশে,
যেই বুঝে অভাগিনী অলীক কল্পনা,
হা গোপাল! হা গোপাল! করি' হারায় চেতন
এই নিদারুণ শোকে মূর্চ্ছা মহৌষধি—

কৃষ্ণশোক ভোলে যশোমতী।
হে বিধি করুণানিধি!
চিরমূর্চ্ছা কেন নাহি আসে দু'জনার?—
কৃষ্ণশোক' পারাবার যা'তে হ'তে পারি' পার;—
এ যমযাতনা নাহি থাকে আর।
কৃষ্ণলীলা-হেতু পুণ্যধাম বৃন্দাবন;
যদি আসে কভু সাধু মহাজন,
শুনি' যশোদার হাহাকার বিলাপ বচন
ফিরে চলি' যায় করিয়া ক্রন্দন।
আহা, দ্রবীভূত হয় শিলা যশোদার শোকে!
কৃষ্ণ! অতঃপর আর কি রে লোকে
করিবেক সন্তানের সম্পদ কামনা?
কৃষ্ণ! পেলে রাজদণ্ড, ছত্র সিংহাসনে—
জনক জননী ব'লে নাহি থাকে মনে?
দিলি তুই ভাল শিক্ষা।—
হা কৃষ্ণ! হ'বে কি রে বল,
এ শিক্ষা অবনীমাঝে আদর্শের স্থল?
হা বনমালি! হা নয়নপুতলি
জনক জননী দোঁহে কিরূপে ভুলিলি?
কিরূপে ভুলিলি,—
এই বৃন্দাবন তোর বাল্য-লীলাস্থলী?—
শ্রীদাম সুদাম সখা রাখালমণ্ডলী?
সাধের গো-ধনগণ শ্যামলী ধবলী?
এ ব্রজের নরনারী সবে করে হাহাকার

বাপ রে! দেখে যা ব্রজের দশা এসে একবার।

(নারদের প্র

নারদ। কোথা গোপপতি—কোথা যশোমতি?
বহুদিন ব্রজে আসি নাই,
তোমা দোঁহে দেখিবারে আসিলাম তাই।

নন্দ। শুভদিন, অতি সুপ্রভাত আজ,
কৃপা করি' পদধূলি দেহ ঋষিরাজ।
কি দেখিতে ব্রজপুরে আইলে গোঁসাই?
ব্রজে আর সে শোভা নাই,
বিনা কৃষ্ণধন বৃন্দাবন হইয়াছে বন।
গো-চারণ গো-দোহন আর নাহি করে গোপগণ;
গোপশিশু লইয়া গো-ধন,
গোঠে আর করে না গমন,
ব্রজনারী নাহি তোলে নবনীত;
কৃষ্ণশোকে জীবন্মৃত—সবে জর্জ্জরিত।
ব্রজে তরুলতাকুল,
নাহি ধরে ফলফুল।
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! ব'লে
ভাসে সবে অশ্রুজলে!

নারদ। গোপরাজ! কর শোক সম্বরণ,
ফিরে পা'বে পুনঃ কৃষ্ণধন;
উঠ, উঠ যশোমতি! কর শোক পরিহার,
গোকুলে গোপাল ফিরে আসিবে আবার।

নন্দ। মুনিবর! মূর্চ্ছা গেছে যশোমতী;

নিওনা নিওনা দোষ,
ক'রোনা ক'রোনা রোষ ;
মোহে অচেতন রাণী নাহি কোন জ্ঞান,
কিছু নাহি করে প্রণিধান ;
নতুবা, শ্রীপদ তব করিত বন্দন,—
যথাবিধি করিত অর্চ্চন।
কৃপা করি' ক্ষণকাল রহ মুনিবর,
যশোদার মূর্চ্ছা ভাঙ্গি হইয়া তৎপর।
কোথায় ধনিষ্ঠা, অন্য পুরনারী,
এস সবে ত্বরা করি'—

রদ। রহ রহ গোপমণি,
যশোদার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিব এখনি।
(স্বগত) নারীকুলে ধন্য যশোমতী,
নিজে ত্রিভুবনপতি
মা' ! মা' ! বলে ডাকেন যাঁহারে ;
মা' ব'লে ডাকিব আজ যশোদারে
মা' ! মা' ! ক'রে,—
যে সুরে যেমন করে ডাকে বংশীধারী,
মা' ! মা' ! করি, ডাক বীণা সেই স্বর অনুকারী।

রাগিণী কুকুভ—তাল একতালা।

মা' তো'র গোপাল এসেছে,
নে মা' নে কোলে নে,
দে মা', দে ননী দে,
ও মা' বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

দেখ্ মা' চেয়ে নয়ন মিলে
এ'ল ফিরে তো'র অবোধ ছেলে
আর যা'বে না তো'রে ফেলে
ওমা কাঁদিয়ে গিয়ে সে যে কেঁদে সারা হয়েছে।

(যশোদা মূর্চ্ছান্তে)

যশোদা। কৈ গোপাল? কৈ গোপাল?
বল বল গোপরাজ স্বরূপ বচন,
মধুমাখা মা'! মা'! রবে করি' সম্বোধন—
কে করিল মরুভূমে বারি বরিষণ?—
জুড়াইল এই তাপিত জীবন?
একি প্রকৃত ঘটন?
কিম্বা নিশিথে নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন সন্দর্শন?
না—না,—স্বপ্ন নয়,—নিশ্চয়—নিশ্চয়—
মা' মা' কথা এত মধুময়,
কৃষ্ণ বিনা আছে কা'র ভুবন ভিতর?
এ গোপালের কণ্ঠস্বর!
চারি দিকে চাই, দেখিতে না পাই—
বল বল গোপরাজ, কোথা নীলমণি?
মা ব'লে ডাকিয়া কোথা' লুকা'ল এখনি?
আয় নীলমণি, মরে তোর দুঃখিনী জননী।

নন্দ। যশোমতি! তোমার বিলাপ শুনি'
দেবর্ষি নারদ মুনী,
ঐ দেখ অশ্রুজলে ভাসে!
গললগ্নীকৃতবাসে

মুনিবরে কর প্রণিপাত
মাগি' লহ আশীর্ব্বাদ ;
ঋষিরাজ গোপালের জানেন সংবাদ।
লহ লহ মুনিবর দাসীর প্রণাম,
দেহ বর, হয় যেন সিদ্ধমনস্কাম।
কহ মুনিবর, কোথা মোর নীলমণি ?
এনেছ কি সাথে করি তাহাকে আপনি ?
শুন শ্রীকৃষ্ণ-জননি !
দিন দুই চারি বাদে পা'বে নীলমণি।
যশোমতি ! কোন মতে মূর্চ্ছা তব ভাঙ্গিতে না পারি',
কৃষ্ণ রব অনুকারী
বীণাস্বরে মা' ! মা' ! ক'রে ডাকিয়াছি আমি।
স্থির কর মন, পা'বে কৃষ্ণধন।

দা। মুনিবর ! আর নাহি চাহে মন
শুনিবারে প্রবোধ বচন।
মম দুঃখে দুঃখী যদি তুমি তপোধন,
এখনি করিতে পার দুঃখ বিমোচন।
তব ঠাঁই কৃষ্ণধন ভিক্ষা চাই ;
তোমার অসাধ্য কিবা আছে ত্রিভুবনে ?
শুন শুন নন্দরাণি !
কভু নাহি কহি মিথ্যা বাণী,
কেন দ্বিধা কর মনে ?
পা'বে—পা'বে—পা'বে কৃষ্ণধনে ;
ত্রিসত্য করিনু এই তব সন্নিধানে।

নন্দ। যশোদা,—যশোদা !
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য হ'বে না অন্যথা—
মুছিয়া নয়নবারি,
ধৈর্য্য ধরি' রহ দিন দুই চারি।

যশোদা। তব বাক্যে মুনিবর কে না মানিবে প্রত্যয় ?
ঘুচিল সংশয় ;
আশ্বস্ত হইল এবে অশান্ত হৃদয়।
নিবেদন শুন তপোধন—
এলে যদি বৃন্দাবন,
কৃষ্ণলীলাস্থলগুলি কর দরশন ;—
দেখ এক এক করি',
এই খানে হয়েছিল শকটভঞ্জন,—
হোথায় যমলার্জ্জুন হইল পতন।
পিশাচী পুতনা হোথা' পাইল নিধন।
ঐ যে তমাল-বন,
দেখ দূরে সারি সারি অতি সুশোভন,—
গোপাল করিত হোথা' গো-ধন-চারণ।
আরো দূরে ঐ বনে বিপ্রপত্নীগণ
অন্নভিক্ষা দিল কৃষ্ণে না শুনি' বারণ।
ঐ গিরি গোবর্দ্ধন,—
বামকরে কৃষ্ণ যাহা করিল ধারণ।
ঐ সে কালীয়দহ পবিত্রজীবন,
যথায় কালীয় নাগ হইল দমন।

নারদ। ধন্য লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন !

এ লীলাপ্রসঙ্গ তব, করিবে বর্ণন
যুগ যুগান্তর ধরি' ভক্তজনগণ।
সুধামাখা লীলাকথা করিয়া শ্রবণ,
কিম্বা আসি' ব্রজভূমে—লীলানিকেতন;
লীলাস্থলগুলি করিয়া দর্শন,
মানব মোহিবে মর্ত্তে, স্বর্গে সুরগণ।
অতীতের এই চিত্র মনোহর,
ভকত মানসপটে হইয়া ভাস্বর,
পাষাণে খোদিত যেন র'বে চিরাঙ্কিত,—
বিস্মৃতির যবনিকা হ'বে না পতিত—
এই রঙ্গভূমে,—ব্রজলীলা যথা অভিনীত।
যাই তবে যশোমতী, যা'ব দ্বারাবতী
রাজ্য করে যথা নবীন ভূপতি।

(প্রস্থান)

শাদা। মুনিবাক্য বেদের বচন,
পা'ব—পা'ব—পা'ব কৃষ্ণধন।

দ। সম্ভব শুখা'বে সাগরের জল!
শশধর-শিরে ফুটিবে কমল!
হীনপ্রভ হ'বে হুতাশন!
অন্যথা হ'বে না কভু মুনির বচন;
পা'ব—পা'ব—পা'ব কৃষ্ণধন।

(সকলের প্রস্থান)

# প্রথম অঙ্ক।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

কুটিলা।

কুটিলা। অবাক্ করেছে, মা!
রাগে গস্ গস্ ক'চ্চে গা;—
আমার যদি থাক্‌ত হাত,
ব'য়ের কত্তুম্ মুণ্ডপাত;
নোড়া দিয়ে ভাঙ্গ্‌তুম দাঁত,
ভেঙ্গে দিতুম্ রূপের বড়াই!
পথে ঘাটে যেথা' যাই—
শুন্তে পাই কাণাকাণি
জটিলার বৌ—কুলমজানি!
দাদা ভুলেছেন দেখে রাঙ্গা মুখখানি!
ছুঁড়ী বুঝি যাদু জানে,
ভুলে চায় না দাদার পানে;
পিষ্‌ছে জাঁতা ব'সে বুকে
তবু 'টুঁ' শব্দটী নেই দাদার মুখে!
নষ্ট নারী নিয়ে যে ঘর করে,
ফুল ভুলে সে ফণী ধরে।
নষ্ট নারী সব পারে।
সে কথা কয় নয়নঠারে;

সে হয়কে নয় করে।
যা, হো'গ ধন্যি মেয়ে বটে,
এত বুদ্ধি যোগায় ঘটে!
মুনি সাজিয়ে আন্‌লে নাগর—
দাদার নেই খোঁজ খবর।
আমার যত মাথা ব্যথা,
চখে পড়ে, তাই বলি দুটো কথা।
দাদার শুধু হাঁক ডাক সার,
ঢেঁকিরাম বোকার সর্দ্দার!
কোন্ স্বামী ভরা রেতে—
মাগ্‌কে দেয় কুঞ্জে যে'তে?
দেখিয়ে দিলেম্ চোখ ফুটিয়ে,
বলে—পুজো করে সেথায় গিয়ে!
সাধে দাদার উপর হয় রাগ?
সে কি পুজো—না প্রেমের যাগ?
মা গো মা, কি বুকের পাটা!
ভেবেছিলুম প্রেমের পথে প'ড়্‌লো কাঁটা,—
গোকুল ছেড়ে গেল কালা,
ঘুচে গেল সকল জ্বালা;
তা না হয়ে হ'লো নূতন পালা।
ত্যজে সতী অন্নপানি,
শুরু কল্লেন ফোঁস্ ফোঁসানি।
হা কালা! যো কালা! ক'রে,
গুম্‌রে গুম্‌রে যাচ্ছেন ম'রে।

মনের দুঃখে কালার শোকে,
কন্ না কথা ডাক্‌লে লোকে।
করেন না আর অঙ্গরাগ,
সোনার অঙ্গে কালির দাগ।
বাঁধেন না আর কেশপাশ,
সদাই মুখে হা হুতাশ!
দু'নয়নে ঝর্‌ছে ধারা,
বিরহিণী কেঁদে কেঁদে সারা।
মা আমার চোখকাণখাকী;—
আমি আসে পাশে আড়ি পেতে থাকি,
কোথায় কি হয় সব খবর রাখি।
রাধা বলে বাঁশীর স্বরে
ডাক্‌তো কালা যেমন ক'রে,
বাজিয়ে বীণা ঠিক তেম্‌নি সুরে,
দেখলেম আসে আজ ব্রজপুরে,—
গুটি গুটি এক পাকা দাড়ি।
ধেয়ে এলো বৃন্দে রাঁড়ী;—
হ'লো চুপি চুপি কথা দু'জনে
দেখে শুনে খট্‌কা লাগ্‌লো মনে।
কথায় কথায় বৃন্দের সনে,
ঢুক্‌লো গিয়ে কুঞ্জবনে।
কোথাকার জল কোথায় মরে,
দেখ্‌তে ফিরে গেলুম ঘরে।
ফুলের সাজি হাতে ক'রে

বৌ আগে এ'লো স'রে।
মিন্সে এ'লো খানিক পরে।
দেখে লম্বা জটা, পাকা দাড়ি,
মা প্রণাম ক'ল্লে, তাড়াতাড়ি।
বুড়ো বল্লে, "এনু বাছা তোর বাড়ী"
"অতিথি আজ হব বলে;"
মা অমনি গেলেন গ'লে।
মা'র হ'য়েছে ভীমরতি,
যা দেখে—যা শোনে সব ভাবে সত্যি।
ও কি অতিথি?
বুড়োর বেশে পরচুলো পরা,
ও সেই রাধার মনঃচোরা!

(জটিলার প্রবেশ।)

টিলা। কুটিলা এ তোর কেমন রীতি?
হেরি অপরূপ অতি!
ধর্ম্মকর্ম্মে কেন নাহি মতি?
ছিল কত পুণ্যরাশি,
অযাচিত তাই আসি,—
অতিথি হ'লেন গৃহে ব্রহ্মার নন্দন;
জরাজীর্ণ আমি, দেহে শক্তি নাহি আর,
তাই তো'রে দিনু ভার—
করিবারে অতিথি সৎকার;
অতিথি সৎকার রীতি এ নহে কুটিলা;
কৃতাঞ্জলিপুটে গলে বস্ত্র দিয়া

হয়ে আজ্ঞাধীন,
অতিথি সম্মুখে গিয়া র'বি দাঁড়াইয়া।
কুটিলা। কর্ত্তব্যে বিমুখ আজ হ'লি কি লাগি
যা'—শীঘ্র যা',—

কুটিলা। যেতে হ'বে না, সেবাদাসী আছে কাছে।

জটিলা। কি বল্লি,—দাসী? তা'তে নাহি হ'বে,
গৃহী বা গৃহিণী স্বয়ং সেথা র'বে,—
হ'য়ে আজ্ঞাকারী ল'য়ে দাস দাসী;
অতিথি সেবার এই সে পদ্ধতি।
যা'—যা' কুটিলা ত্বরাগতি।

কুটিলা। তুই গিন্নী, তুই কেন যা' না?
আমার সেথা যেতে মানা।

জটিলা। ক্ষীণদৃষ্টি দু'নয়ন, বধির শ্রবণ,
দেহে আর নাহি বল,
আমি গেলে নাহি হ'বে কোন ফল।

কুটিলা। শক্তি নাই ক্ষতি কিবা তা'তে?
মল্ল যুদ্ধ ক'র্ত্তে হ'বে না তো কারুর সাথে!
পাহাড় পর্ব্বত কিম্বা তুল্‌তে হবে না হাতে!
শুধু কেবল দাঁড়িয়ে থাকা,
মাঝে মাঝে একে তাকে ডাকা,—
আর বলা,—আর কি চা'ন,
এটা নিন্—ওটা খান্—
কাজ ত ভারি!

(স্বগত) মা'কে একবার পাঠাতে পারি,—
ধরিয়ে দিই হাতে-নেতে।
[illegible]লা। তো'র কাছে আসিনে আমি বিধেন নিতে।
যাই বৌ'কে একবার বলে দেখি—
[illegible]লা। (স্বগত) হ'লোনা দেখ্‌ছি।
(প্রকাশ্যে) বৌ কিনা যে'তে রেখেছে বাকী ?
[illegible]লা। তা'র ঘাড়ে চাপিয়েছিস্ বুঝি দূর গতরখাকী।
তুই সব কাজে দিস্ ফাঁকি।
[illegible]টিলা। মা, আমি বলিনি' যেতে ;
প্রাণের টানে বৌ গেছে আপ্‌না হ'তে।
[illegible]টিলা। দ্যাখ—দ্যাখ আবাগীর কথার শ্রী !
টানাটানি কিসের পেলি ?
ও কথা কেন বল্লি ?
[illegible]টিলা। কেন'রে জবাব নেই ?
তুই বল্ দেখি ;—
রবির আলো দেখ্‌লে পরে কমল কেন ফোটে ?
আর চাঁদ দেখ্‌লে চকোর কেন আকাশ পানে ছোটে ?
কল্‌কলিয়ে কেন নদী ধায় সাগর পানে ?
কুঞ্জে যেতো কেন বৌ কালার বাঁশীর গানে ?
মা, সে কেবল প্রাণের টানে।
[illegible]টিলা। ঢের হয়েছে—থাক্ থাক্
রঙ্গ রস এখন রাখ্ !
ছড়াকাটান রেখে দে,
মরিস্ কেন তুই বৌকে নে ?

একে কি যেন—কি যেন হয়েছে তা'র,
মুখখানি সদা ভার!

কুটিলা। ওকি জানিস্?
ও জ্বের চ'ল্‌চে আগেকার,—
বিরহ বিকার!
কালার পীরিত ভোলা কঠিন ব্যাপার।

জটিলা। বৌয়ের ওপর তোর বড় রিষ
কথায় কথায় তার দোষ দিস্।

কুটিলা। সাধে দিই আজকের ব্যাপার কি জানিস?

জটিলা। বলনা কি শুনি?

কুটিলা। মাথায় থাক অমন মুনি!
তুলে তুলসী দল
ফুল বিল্বপত্র গঙ্গার জল,
ক'রে দিয়ে পুজোর ঠাঁই,
খাবার জিনিস সাজিয়ে দিয়ে,
যেই দাঁড়িয়েছি পাশে গিয়ে,
অম্‌নি বল্লে মুনি আমায় দেখে,
চলে যাও এখান থেকে,—
ঐ বৌটিকে শুধু হেথায় রেখে।
বৌ যেন হাতে স্বর্গ পেলে,
ঘরে ঢুক্‌লো গিয়ে হেলে দুলে।
মনে কল্লুম্ বাইরে গে,
দেখ্‌বো সব জানালা দে।

উঁকি মেরে দেখি খানিক পরে,
বৌ ব'সেছেন মানের ভরে,
পায়ের তলায় মুনি হাতযোড় করে।
মান্ ত্যজ ব'লে কাঁদছে যত,
গরবে বৌ র'য়েছে তত।
শেষে পায়ে ধ'রে কল্লে সুরু,—
ও মুনি নয়—সেই নাটের গুরু,
নন্দের বেটা ননীচোরা।

লা। না না, ওঁকে আমি বেশ চিনি,
ও সেই কুঁদুলে ঠাকুর নারদ মুনি,
ওঁকে মানে ত্রিসংসার;
ও পাপ কথা মুখে আনিস্‌নে আর।

লা। শোন্ মা, শোন্
ভোল ফিরিয়ে সাধু সেজে
কালা ফিরে এলো ব্রজে।
কথা শুনে হাসি পায়,
মুনি ধরে নারীর পায়?
কালা জানে নানান্ ছল,
সে ধরে মাছ না ছোঁয় জল!
একবার হয়ে বদ্দিরাজ
জল আন্‌তে ক'রে ফরমাজ,
তো'কে আমাকে দিলে লাজ!
ছোঁড়া বহুরূপী—বড় ধড়িবাজ;
অসাধ্য নয় কিছু তা'র

হোক্ আগে ঘরের বার,
নাহি আজ ছাড়া ছাড়ি—
ছিঁড়্‌বো ওর জটা দাড়ি।

জটিলা। পুরো গেরো দেখ্‌ছি তো'র,
যা'বি আজ যমের দোর।
পড়্‌বি আজ মহাপাপে,
মরবি পুড়ে ব্রহ্মশাপে।

কুটিলা। কথা কটাকাটিতে নাইকো ফল,
সত্যি কি মিথ্যে—নিজের চখে দেখ্‌বি চল্।

জটিলা। সেই ভাল—চল্ চল্।

---

## পট পরিবর্ত্তন।

### কক্ষ।

নারদ শ্রীরাধার পদপূজায় নিযুক্ত।

সতর্কিত ভাবে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ঐ দেখ মা তেম্‌নি ক'রে,
মান ভাঙ্গ্‌চে মুনি পায়ে ধ'রে।
কাল-সাপিনী কুল-মজানি!
যাই—দাদাকে আমি ডেকে আনি;
কি মা, এখন হ'লো প্রত্যয়?

জটিলা। আহা, এমন অপরূপ রূপ কখন দেখি নাই, ঘর ক'রেছে—চাইতে চোখ্ ঠিক্‌রে যাচ্ছে। বৌ মা'কে আজ নূতন দেখ্‌ছিনে; কিন্তু আজকের একি ব্যাপার!

কিছু ঠিক্ কত্তে পাচ্ছিনে, মা আজ যেন রাজরাজেশ্বরী ব'সেছেন! মা কখনই মানবী ন'ন; মানুষে কি এরূপ হয়? এ কোন দেবী আমাকে ছলনা ক'ত্তে এসেছে। কুটিলা ক'রে দ্যাখ,—ও কালা নয়।

লা। যা ব'লেছিস্ মা, আমারও তাই বোধ হয়।

লা। বৌ মা আমার সামান্য মেয়ে নয়!

লা। উঁহু—কখনই নয়।

লা। আমি তো'কে বরাবর বলে আস্‌ছি—

লা। আমিও কোন্ না সায় দিয়ে যাচ্ছি।

লা। এবার তুই টের পা'বি—

লা। তুই কোন বাদ'ষা'বি?

লা। তুই তো যত নষ্টের কু।

লা। ওগো, আমার কি-সু।

টিলা। তুই ত সব লাগা'তিস্।

টিলা। আর তুই বুঝি কসুর ক'ত্তিস্?

টিলা। ধর্ম্ম এর বিচার করবেন।

টিলা। তা' হ'লে দু'জনকেই শেষ ক'রবেন।

টিলা। এমন খাণ্ডার ত কখন দেখিনি,—কথা কইলে কাণে তালা লাগে; আস্তে কথা কইতে জানিস্ নি?

টিলা। আমি না হয় "খাণ্ডার-বাণী" হলেম; তুই যে আমার চেয়ে "ডাগর-বাণী"—তা'র কি বল্?

টিলা। চুপ্ চুপ্—ঐ দেখ।

াদ। জয় দেবী পদ্মালয়া,
দীন জনে কর দয়া,

প্রসীদ পরমেশ্বরী,
জয় ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী।
তুমি সর্ব্বগুণধামা
কভু শ্যাম—কভু শ্যামা;
কভু সিত—কভু অসিতবরণী;
জয় জয় রাস-রস-রঙ্গিণী।
নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তুমি তম—রজ—সত্ব,
জয় জয় লীলাময়ী নারায়ণী।
মম সম কেবা পুণ্যবান?
আপনি অনাদিনাথ পুরুষপ্রধান—
যে পদে লোটান,
শঙ্কর শ্মশানবাসী যে পদ করিয়া ধ্যান,
যে পদচিন্তনে ভোলা সদা ভাবে গদগদ,
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম—চতুর্ব্বর্গ ধাম,
অনায়াসে পরশিনু সে দুর্ল্ভ পদ।
সফল তপস্যা মম হ'লো এত দিনে।

শ্রীরাধা। রে ভক্ত! মিটা'নু মনের আশ,
দেবকার্য্য হেতু এবে করহ প্রয়াস।
জটিলা কুটিলা দোঁহে করিয়া কল্যাণ,
দ্বারাবতী করহ প্রস্থান।

নারদ। জননী, যথা তব অভিলাষ,
দ্বারাবতী যাবে দাস।

(জটিলা ও কুটিলার অগ্রসর হওন।)

জটিলা ! কুটিলা ! তোমা দোঁহাকার—
অতিথিসৎকারে পাইয়াছি পরিতোষ।
ধর্ম্মে হ'ক্ মতি,
হউক্ অচলা ভক্তি দেবদ্বিজ প্রতি;
অন্তে দোঁহে পাবে দিব্যগতি।
জটিলা ! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বধূমাতা তব,
কি আর অধিক ক'ব,
পেয়েছ দুর্ল্লভ ধন,
যেন নাহি হয় অযতন।

(নারদের প্রস্থান)।

লা। মা ! সব শুনেছি, সব দেখিছি,
নাহি চিনি মোহবশে
ক'রেছি চরণাঘাত মঙ্গল-কলসে।
কে মা তুই ছদ্মবেশে ?
দয়াময়ী বল দয়া ক'রে ;
নইলে দিব না চরণ ছেড়ে।

লা। বেড়ে—বেড়ে—মার কি বিবেচনা ! মা, দুখানা পা নিয়ে আগ্‌লে বসলেন, পাছে আমায় ভাগ দিতে হয়, মা ! ভাল চাস্ ত একখান-পা ছেড়ে দিয়ে এক ধার হয়ে স'রে ব'স্। তুমি বুঝি একলা স্বর্গে যা'বে। আর আমি নরকে প'চ্‌বো,—এক কাজে বুঝি পৃথক্ ফল ? অত সুখে কাজ নাই,—নে সরে ব'স্।

(রাধিকার চরণ ধরিয়া কুটিলার উপবেশন)

কুটিলা। ‘লোহা যথা হয় সোনা পরেশ পরশে,
দেবি! তব সহবাসে
জীবন পবিত্র হ’বে তেমতি আমার।
অন্য কিছু নাহি চাহি আর,
কৃপা ক’রে কাছে রেখ’ ওগো ঠাকুরাণী,
দাসী হয়ে র’ব,
সেবিব রাঙ্গা চরণ দু’খানি।

জটিলা। মা! মিছে কাজে গেছে তিন কাল,
নিকটে আসিছে কাল,
পরকাল তরে ডরি,
দে, মা’ দে—মোহজাল দূর করি’,
অকুলে দিস্ মা মোরে অভয় চরণতরি।

শ্রীরাধা। মায়া! তব ডোরে বাঁধ দোঁহে শীঘ্রগতি,
যেন বধূ-ভাব থাকে মোর প্রতি।
পরিচয় দিব এস শ্বশ্রূঠাকুরাণী;
শুন শুন ননদিনী, কহি তব ঠাঁই,
“যে মোরে আপন ভাবে—তা’রি ঘরে যাই।”

প্রস্থান।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

### গোষ্ঠ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

এই তমালের তলে, বনমালা গলে,
মধুর অধরে মধুর হাসি,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে, বলায়ের বামে
দুলে দুলে কানু বাজাত বাঁশী।
সাদায় কালায়, সাজত ভাল
রূপে বন করে আলো
দুলে দুলে কানু বাজাত বাঁশী।
বাজেনা আর মোহন বেণু
গোঠে নাহি আসে ধেনু
বিনা সে প্রাণের কানু
মোরা আঁখি নীরে সদাই ভাসি।
হানি শেল হৃদয় মাঝ
ছেড়ে গেছে রাখাল রাজ
কি দশা হয়েছে আজ
দেখরে কানু বারেক আসি।

শ্রীদাম। কোথারে কানাই কোথাবে বলাই,
একবার এসে দেখে যা দু'ভাই,
শূন্যপ্রাণ আমা সবাকার,
গোকুলে উথলে শোক পারাবার,
চারিধার হেরি অন্ধকার
ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার।

শূন্যপ্রাণ বৃন্দাবন তোমার কারণ,
সবে শোকে অচেতন।
হা রাম! হা কৃষ্ণ! ভুলে গেলি কি ক'রে
শৈশবের সব সহচরে?
হায় এলে এ গোচারণে
কত স্মৃতি আসে মনে,
যেন দেখি অন্তর নয়নে
ঐ তমালের তলে, গলে গলে
দাঁড়াইয়া আছ ভাই দু'জনে;
কভু হা'সি হা'সি, বাজাইছ বাঁশী।
আর কি দেখিতে পাব সে রূপ নয়নে?
আর কি শুনিব কথা সে বিধুবদনে?
কাঁনু! কাঁদে সাধের রাখাল,
শ্যামলী ধবলী কাঁদে কাঁদে ধেনুপাল,
ভুলে র'বি সবাকারে আর কত কাল?
দেখ কানু দেখ আসি'
তোর প্রিয়সখাগণ
ধূলি ধূসরিত কেহ, কেহ অচেতন,
কানু কানু ব'লে কেহ করিছে রোদন।
কেহ জ্ঞানহারা,
কেহ পাগলের পারা করিছে ভ্রমণ।
ধেনুগণ কেহ তৃণ নাহি খায়,
অনাহারে শীর্ণকায়—কাঁদে উভরায়।
কোথা রে কানাই—কোথা রে বলাই,

কি দোষ পাইলি—বিমুখ হইলি,
জনমের মত ভুলে গেলি ভাই ?
কানু, মরি তায় ক্ষতি নাই,
এই ভয় পাই—
দয়াময় নামে তো'র
রটিবে কলঙ্ক ঘোর।

[।] কানু ! রসাল বনের ফল বাছিয়া বাছিয়া,
রেখেছি তুলিয়া ধটিতে বাঁধিয়া,
তুই এ'লে খে'তে দিব ব'লে।
কোথারে কানাই, খেয়ে দিবি আয় ভাই,
তুই নাহি খেয়ে দিলে মোরা নাহি খাই,
এ কথা কি তোর মনে নাই ?
তোলা ফল তোলা থাকে—কেহ নাহি খায়,
আয় কানু খেয়ে দিবি আয়।
ভাই শ্রীদাম, ভাই সুদাম,
ভাসি আঁখিনীরে কত কাঁদিলাম,
'কানু' 'কানু' করি' কত ডাকিলাম,
কই কানু, কই এ'ল ফিরে' ?
চল গি'য়ে যমুনার তীরে,
সবে মিলে' দিব ঝাঁপ,
জুড়া'ব হৃদয়-তাপ।

ম। ভাই ! ভাই ! কেবা আসে ঐ ?
বিশুষ্কবয়ান,
অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ান,

বীণা যন্ত্রে দিয়া তান,
কভু করে বিভু-গুণ-গান।
কৃষ্ণশোকে ওঁর ও কি ভাই শোকাকুল প্রাণ,
তাই হ'বে—তাই হ'বে ;
ঐ দেখ—থাকি' থাকি'
আসে ধীরি ধীরি—মুছে' দু'টি আঁখি,
দীঘল ধবল জটা
দীপ্তিমান তনু,
যেন মধ্যাহ্নের ভানু,
অঙ্গে বাহিরায় ছটা ;
শ্বেত শ্মশ্রু—শ্বেত কেশ,
তপস্বীর বেশ ;
হবে কোন সাধু মহাজন।
আয়, আয় ভাইগণ—
সবে মিলে করি ওঁর চরণ বন্দন।

(অগ্রসর হইয়া)

শ্রীদাম। স্বাগত হে ঋষি ঠাকুর !
ব্রজপুর হ'ল ধন্য তব পদার্পণে,
লহ লহ সবার প্রণাম
কহ তব কিবা নাম—কোথা তব ধাম ?

নারদ। বৎসগণ ! হউক কল্যাণ।
করি আশীর্ব্বাদ—
মনসাধ মিটিবে সবার ;

হে শ্রীদাম !

নারদ আমার নাম, যথা তথা ধাম।

।। তপোধন !

বহু পুণ্যফলে পে'নু তব দরশন।

হে দেবর্ষি !

বিনা সে গোকুলশশী

সবে দুখনীরে ভাসি দিবা নিশি।

মুনিবর ! কহ করুণা প্রকাশি'

এ শোক-সাগর হ'তে কবে হ'ব পার ?—

এ দুঃখের দিন কবে ঘুচিবে সবার ?

বনমালী কবে ফিরে পাইব আবার ?

। বিলম্ব নাহিক আর,

বৎসগণ !

অচিরে পাইবে ফিরে পুনঃ কৃষ্ণধন।

ম। মুনি, মুনি, কি শুনি—কি শুনি,

এত দিনে বিধি হ'লেন সদয় ?

মুনিবাক্য মিথ্যা নয়'

কানুধনে পা'ব ফিরে নিশ্চয় নিশ্চয়।

তপোনিধি !

রাখালরাজের আছে অনুমতি,

গোষ্ঠে আইলে অতিথি,

দিয়া উপহার,

যথাবিধি করিতে সৎকার—

কানু-আজ্ঞাকারী আমরা সকলে,

এস—এস মুনি, ব'স এই তরুতলে,
আনি গিয়া তুলে বন-ফলদলে।

নারদ। (স্বগত) ধন্য শিক্ষাধাতা,
ধন্য প্রেমদাতা,
ধন্য ধন্য ওহে বিশ্বপাতা!
যত দিন র'বে রবি শশী
সবে গা'বে তব এই প্রেমগুণগাথা!
(প্রকাশ্যে) ক্ষান্ত হও বৎসগণ!
হেরি' অকৃত্রিম সরলতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
পেয়েছি পরম প্রীতি;
আছে সবিশেষ প্রয়োজন,
যা'ব দ্বারকা-ভবন।

শ্রীদাম। দ্বারাবতী—দ্বারাবতী
নবীন ভূপতি কৃষ্ণচন্দ্র যথা?
মুনিবর যাবে যদি তথা,
দিও তাঁরে ব্রজের বারতা।

নারদ। তা—দো—বো—

সুদাম। দেখা পেলে তাঁ'র
ব'লো তাঁ'রে—
কি দশা হ'য়েছে আমা সবাকার।

নারদ। তা—ব'ল্‌বো—

দাম। ব'লো তাঁরে মুনি—ব'লো কৃপা ক'রে
নাম তাঁ'র দয়াময়,
দয়ার দিলেন ভাল পরিচয়!

।  তা—ব'ল্‌বো—

াম।  ব'লো মুনি—ব'লো তা'রে
রাজছত্র পেলে—
সখা ব'লে কিগো নাহি থাকে মনে ?

।  তা—ব'ল্‌বো—

প্রস্থান।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল খেমটা।

কানু ফিরে এ'লে সবে মি'লে দি'ব গলে
গেঁথে বন ফুলের হার।
গোঠে নিয়ে ক'রবো রাজা, কত খেলা খেল'ব আবার।
কখন যমুনা কূলে,
কখন কদম্ব মূলে
কানু সনে দুলে দুলে
নাচ্‌বো সুখে তান তুলে,—
হারানিধি পে'লে ফি'রে ছে'ড়ে কি রে দি'ব আর।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

### দ্বারাবতী।

রাজ-পথ।

নারদের প্রবেশ।

ধন্য পুরী দ্বারাবতী—পুরী অগ্রগণ্য,
জিনিয়া অমরাবতী নির্ম্মাণ নৈপুণ্য।

দীর্ঘে প্রস্থে শত যোজন বিস্তার,
লৌহের কপাটে রুদ্ধ চারি সিংহদ্বার।
দ্বারে দ্বারে অস্ত্রধারী ফিরিছে প্রহরী,
বীরগর্ব্বে কাঁপে ধরা, থর থর করি'।
অভেদ্য দুর্গম দুর্গ ভীষণ আকার,
বিপক্ষে উপেক্ষি' হাসে—
পুরে প্রবেশিতে পারে সাধ্য আছে কা'র?
গজ বাজী পদাতিক রথী অগণন,
সম্মুখ সমরে সবে সাক্ষাৎ শমন।
দামামা দুন্দুভি নাদে বধির শ্রবণ।
আনন্দতরঙ্গ বহে—নিত্য মহোৎসব,
ভুবন ভরিয়া হয় জয় জয় রব!
বিশ্বের বিভব যেন একত্রে মিলিত,—
মুকুতা প্রবাল হীরা মাণিকে খচিত;
নিন্দিয়া রবির কর,
জ্যোতির্ম্ময় হর্ম্ম্যরাজি শোভিছে সুন্দর;
ধর্ম্মশালা পান্থশালা অতিথি-আলয়,
ঘোষি'ছে ঐশ্বর্য্য সে মহামহিমাময়।
তুষিতে কমলাকান্তে আপনি কমলা,
আছেন হেথায় তাই হইয়া অচলা।
জগৎপতির প্রীতি করিতে বর্দ্ধন,
ঋতুপতি রতিপতি হেথা ব'সে দুই জন।
কিবা শোভা বলিহারি,
পথপার্শ্বে দুই ধারি শোভে সারি সারি:

শ্রেণীবদ্ধ তরুচয়—,
ছায়াদানে শ্রান্ত পান্থ জুড়ায় হৃদয়।
শত শত দেবালয়ে সুশোভিত বাট।
মর্ম্মরে নির্ম্মিত ঘাট,
বিমল সলিল পূর্ণ রম্য সরোবর;
সুশোভিত প্রফুল্লিত পদ্মে নিরন্তর,
কলহংস নিনাদিত অন্য জলচর।
তীরে উপবন মনোহর;
থরে থরে আছে ফুটে কুসুমনিকর,
ভ্রমরভ্রমরী ভ্রমে করি গুণ গুণ স্বর।
মৃদুমন্দ অহরহ—
হরিয়া কুসুম গন্ধ বহে গন্ধবহ।
রত্নময়ী পুরী, গড়া রত্নরাজি দিয়া,
রত্নাকর তাই হৃদে আদরে ধরিয়া,
আপনি পরিখা রূপে আছেন বেড়িয়া।
স্বর্গসুখ ভোগ করে দ্বারকা-নিবাসীগণ:
রোগ শোক নাই সবে প্রফুল্লিত মন;
গোবিন্দের গুণ গান করে অনুক্ষণ।
শঙ্খঘণ্টাস্বরে,
মঙ্গল আরতি হয় প্রতি ঘরে ঘরে।
মরি কি লীলা-তরঙ্গ তোমার শ্রীহরি!
মূঢ়মতি আমি বুঝিব কি করি?
ঠাকুর! নিজে আছ তুমি আপনা পাসরি!
মোহিনী মায়ায় যাঁর ব্রহ্মাণ্ড মোহিত—

মায়াজালে তিনি আপনি জড়িত!
ঠাকুর! হরিতে ধরার ভার হ'লে অবতার,
ভার হ'ল চতুর্গুণ তা'র!
যাদব ছাপ্পান্ন কোটী হইল প্রবল,—
পদভরে ধরা করে টলমল!
কহ দেব! কবে হ'বে লীলা অবসান?
কত দিনে নিজস্থানে করিবে প্রয়াণ?
দূবে অন্তঃপুরে প্রাসাদ শিখরে বসি',
রূপে অকলঙ্ক শশী,
যদুকুল-বধূগণ,
করিতেছে সুখস্পর্শ সান্ধ্য সমীর সেবন।
কেহ রাজপথে কোলাহল করিছে শ্রবণ,
কেহ নিসর্গের শোভা করে নিরীক্ষণ।
মরি মরি কি মাধুরী, রূপ অতুলন!
গগন-গবাক্ষ খুলি',
যেন চেয়ে আছে তারাগুলি।
সন্ধ্যা সমাগতা,—
যাই ঠাকুর আছেন যেথা,
রাঙ্গা পায়ে নিবেদিব যুগল-মিলন কথা।

(প্রস্থা

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বাপরের লীলা শেষ হয়—হয়—হয়—
আর বহুদিন নয় ;
কত ঘটনা নিচয়,
লীলা-রঙ্গভূমে হ'লো অভিনয়,
কত অল্পতায়, পূর্ণতায় কত
হ'য়ে পরিণত, পাইল বিকাশ :—
অঙ্কুর না হ'তে কত হইল বিনাশ !
কত সৃষ্টি, কত স্থিতি, কত হ'ল লয়,
কে করে নির্ণয় ?
মহাসুর কংস, জরাসন্ধ মহাবল,
পদভরে ছিল ধরা টলমল,
দুর্দ্দান্ত দেবতাদ্বেষী শত শত আর,
করিয়া সংহার, হরি'নু ধরার ভর।
কুরু-পাণ্ডব-বাহিনী—
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি মহামহারথী,
দি'নু সবে দিব্য গতি ;
পাইল শান্তির কোলে অনন্ত নির্ব্বাণ।

অল্পলীলা আছে বাকি শীঘ্র হবে সমাধান।
দান-যজ্ঞ আয়োজন, প্রভাস-মিলন,
যদুবংশ বিনাশন, শেষে গোলকে গমন।
দেবগণ আকুল হৃদয়,
লীলা স্রোত বয়,
দ্বাপরের লীলা শেষ হয়—হয়—হয়।
দেবর্ষি নারদ আসে
বিধির আজ্ঞায় মম পাশে।

(গীত গাইতে গাইতে নারদের প্র

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

জয় নন্দ-নন্দন, জগ-বন্দন
জগ-জীবন হে।
জয় গিরিবরধারী, মুকুন্দ মুরারি
মধুসূদন হে।
জয় গোপী-জন-মন-মোহন
কালীয় বরণ, কালীয় দমন
রাস-বিহারী, রাধা-রমন
বংশী-বদন হে।

শ্রীকৃষ্ণ। এস এস তপোধন, লহ প্রণিপাত
কহ কহ কুশল সংবাদ।

নারদ। শুন হে শ্রীপতি!
বিধির আজ্ঞায় হেথা হ'লো মম গতি,
শ্রীদামের শাপ অবসান
চল হরি চল শূন্য ব্রজে দিবে প্রাণ।

চল চল চক্রপাণি
কাঁদে যথা রাধারাণী
যশোমতী গোপপতি সখা শ্রীদাম সুদাম
চল চল শ্যাম শূন্য-ব্রজধাম।
হে নারদ!
ত্যজি' এ সুখ সম্পদ
নাহি চাহে মন যে'তে বৃন্দাবন,
নিত্য কর্ম্ম সেথা গোধন চারণ,
শ্রীনন্দের বাধা সদা করিতে বহন,
জনে জনে সখাগণ,
খেলাছলে কাঁধে চ'ড়ে করা'ত ভ্রমণ,
যত দুষ্ট গাভী দিত মোরে করা'তে চারণ,
এঁটো ফল করা'ত ভোজন।
নন্দরাণী ননী তরে
রাখিত বাঁধিয়া কাঁখি দিয়া করে।
কথায় কথায় মান করেন শ্রীমতী!
নাহি চাই তাই ছেড়ে যেতে দ্বারাবতী।
তা বলবে বইকি!
দাড়াও ঠাকুর তুলাদণ্ড ধরে দেখি—
ব্রজে, নন্দ ও যশোমতী,
হেথা, বসুদেব ও দেবকী,
স্নেহ পরিমাণ—ভাল সমান সমান।
সখা সেথা, গোপশিশুগণ
প্রিয়সখা আজ কাল কুন্তীর নন্দন,

দেবেন্দ্রের দর্পহারী
গাণ্ডীব ধনুকধারী!
সখ্যতার পরিমাণে—কিন্তু গোপশিশু ভারি!
সখী সেথা, গোপনারী—
আজ কাল প্রিয়সখী দ্রুপদ কুমারী!
কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনা সহ কাহার তুলনা?
সেথা, একা রাধারাণী
হেথা, শত শত পাঠরাণী!
কোটি কোটি তারা উঠুক আকাশে,
কিন্তু এক চন্দ্রে তম নাশে!
প্রেম পরিমাণ—কার শ্রীরাধা সমান?

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! কহ অন্য কথা।

নারদ। অন্য কথা কিছু নাই
শুন হরি কহি তব ঠাঁই,
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা কাঁদেন শ্রীমতী,
কি জানি রাধার যদি ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি,
হয় তমোদয়,
তা হলে নিশ্চয় ঘটিবে প্রলয়।
লীলাময়! কর তব যাহা মনে লয়।

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! সৃষ্টিনাশ হেতু কেন কর ভয়?
সৃষ্টি রক্ষা তরে মোর ভূতলে উদয়!
ব্রজে কিন্তু কই যে'তে পারি?

নারদ। যে ব্রজের নরনারী পশুপাখী আদি,
তোমা হারা হ'য়ে সারা হইতেছে কাঁদি,

তোমার আশায় আছে বুক বাঁধি',
কোন অপরাধে তারা হলো অপরাধী?
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা
তবু আজো যারা,
শুধু কৃষ্ণ ব'লে জুড়ায় মরম ব্যথা;
মুখে নাহি অন্য কথা,
বিনা কৃষ্ণ-গুণ-গাঁথা,
সুধালেনা তুমি সেই ব্রজের বারতা?
যারা, "কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে হয় অচেতন,
কৃষ্ণনাম শুনে পুনঃ পায় গো চেতন,
তোমা বিনা যথা সবাকার শবাকার,
সে ব্রজের কথা সুধালেনা একবার?
ক্ষুদ্র নরহৃদে এই বিশ্বমাঝে
কতটুকু করুণা বিরাজে?
কিন্তু দয়াময় তবু তা'তে হয়,
দ্রবীভূত ধনবান
শুনি দরিদ্রের করুণা মাখান গান!
বলবান্ হয় আগুয়ান
দুর্ব্বলে করিতে আশ্রয় প্রদান!
হয়ে করুণা নিদান ওহে মূলাধার!
ব্রজের বারতা সুধা'লেনা একবার?
শুনিলে ব্রজের কথা
মনে বড় পাই ব্যথা
অশ্রুজলে ভাসি, তাই না জিজ্ঞাসি,

ব্রজ বড় ভালবাসি।
ভালবাসি ব্রজবাসী,
ভালবাসি বংশীবট,
ভালবাসি যমুনার তট,
ভালবাসি শ্যামলী ধবলী,
ভালবাসি রাখাল মণ্ডলী,
ভালবাসি গিরি-গোবর্দ্ধন,
ভালবাসি নিধুবন,
ভালবাসি—
সে ব্রজের তরুলতা পশু পাখীগণ।
রাধানাম বড় ভালবাসি,
রাধানামে তাই সাধা বাঁশী,
ব্রজের বারতা কহ তপোধন
পাষাণে বাঁধিয়া বুক করিব শ্রবণ।

নারদ। ঠাকুর! নিরখিলে বৃন্দাবন
অশ্রুজলে ভাসে দু'নয়ন,
কাঁদে মন মানেনা বারণ।
আহা বৃন্দাবন হইয়াছে বন।
ব্রজে তরুলতাবলী,
নাহি ধরে ফুলকলি;
ফুলে ফুলে আর নাহি ফেরে অলি।
ভানু করে দুলে' দুলে',
নাচেনা নলিনী আর সরসীর কোলে।
সুধাকরে হেরিলে আকাশে

আর না কুমুদী হাসে,মানস বিলাসে।
পরিমলময় বহে না মলয় বায়।
সারী শুক নাহি গায়,
নাহি আসে ঋতুরাজ
তরুলতা নাহি ধরে নব সাজ;
বিটপী বল্লরী কুঞ্জ কানন নিচয়
মলিনতা মাখা সমুদয়।
না শুনে মুরলী,
কুঞ্জবনে নাহি করে কোকিল কাকলী;
নাহি ফিরে নৃত্য করি' ময়ূর ময়ূরী।
আহা! সেই সুখময় বৃন্দাবন
হইয়াছে মরুর মতন।
আহা, অমর বাঞ্ছিত,
নন্দন নিন্দিত, সেই দিব্যস্থান
হইয়াছে শ্মশান সমান।
কহ কহ তপোধন
শ্যামলী ধবলী সাধের গোধনগণে
নিয়ে কি গো যায় কেহ গোচারণে?
তুলি' নব তৃণদল, সজল শ্যামল
আগেকার মত কি গো করায় ভক্ষণ।
না শুনে মোহন বেণু,
গোঠে নাহি ধায় ধেনু,
বৎস পানে নাহি চায়,
ক্ষুধা পেলে কেহ তৃণ নাহি খায়;

মথুরার অভিমুখে সবে একদৃষ্টে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ। মুনিবর!
শ্রীদাম সুদাম আদি
শৈশবের সহচরগণ,
সবে তারা আছে কেমন?
ছিল তারা মোর বড় অনুরাগী
তাই প্রাণ কাঁদে সে সবার লাগি,
বহুদিন ছাড়া বৃন্দাবন,
সখা বলে কেহ তারা করে কি স্মরণ?

নারদ। আঁখি নীরে ভাসি পড়ে ধরাপরে,
কানু কানু করে,
কাঁদে সখাগণ সকরুণ স্বরে;
কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ চলে কারে ধ'রে।
কেহ জলধরে ডেকে কথা কয়—
তরুণ তমালে কেহ আলিঙ্গিয়া র'য়।
তুলিয়া বনের ফল কেহ নাহি খায়,
কেঁদে বলে কোথা কানু খেয়ে দিবি আয়।
গিরি গোবর্দ্ধন গায়
কেহ ঝাঁপ দিতে ধায়;
কানু কানু ক'রে কেহ বাঁশরী বাজায়!

শ্রীকৃষ্ণ। থাক থাক তপোধন,
রাখ রাখ নিবেদন,
মন বড় উচাটন, কাঁদে অনুক্ষণ,
পিতা নন্দ মা যশোদার

দোঁহাকার কহ সমাচার।
ধূলায় লুটায় প্রবোধ না মানে
ঘন ঘন শিরে কর হানে,
"হা গোপাল হা গোপাল বলে,"
কাঁদে যশোমতী আকুল কুন্তলে
ভাসি নয়নের জলে।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায়,
চেতন পাইয়া বলে গোপাল কোথায় ?
হাতে নিয়ে ননী রাণী কভু গোঠে ধায়—
"কোথা নীলমণি" বলি শ্রীদামে সুধায়।
তোমার বরণ হেরি গিরি গোবর্দ্ধনে
নীলিমা মাখান যমুনা জীবনে,
কভু সেথা ছুটে ধায়,
কভু ঝাঁপ দিতে চায় যমুনায়।
আহা যশোদার শোকে বুক ফেটে যায়।
শোকে অন্ধ নন্দ কাঁদে হাহাকার ক'রে
হে গোবিন্দ ! নিরানন্দ সবে তব তরে।
মুনি ! মুনি !
লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেই কমলিনী,
সেই প্রেমময়ী প্রেমাধার,
কহ কি দশা হয়েছে তার ?
শ্রীরাধার কথা কি কহিব আর—
শতবর্ষ অনাহার অস্থি চর্ম্ম সার
অবিরল অশ্রুধার ঝরে দু'নয়ানে,

বিষাদ কালিমা রেখা পড়েছে বয়ানে ;

হলে অচেতন,

কৃষ্ণনাম করায়ে শ্রবণ,

সখীগণ করায়ে চেতন ;

কৃষ্ণ-নাম-সুধা পিয়া,

আছেন শ্রীমতী শুধু জীবন ধরিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। যা'ব যা'ব বৃন্দাবন

শ্রীদাম সুদাম যথা, যথা সখাগণ।

গোচারণে পুনঃ যা'ব

বন ফল তুলে খা'ব।

গোঠে পুনঃ হবে মেলা

রাখালে রাখালে খেলা ;

উঠিবে আনন্দ ধ্বনি কানন পুরিবে,

বেণু বাঁশী বিষাণ বাজিবে।

সাধের যমুনা কুলে

দাঁড়ায়ে কদম্ব মূলে,

আবার বাজাব বাঁশী

রাধা বলে সুখে ভাসি।

কল কল কল রবে

যমুনা উজান ব'বে।

প্রীতি হেতু গোপীকার

পুন হয়ে কর্ণধার,

যমুনার নীল অঙ্গে,

তরণী বাহিব রঙ্গে ;

নীল ছায়া নীল জলে

নিরখিব কুতূহলে।

নিরখিব নিধুবন

গিরিবর গোবর্দ্ধন—

বাল্যলীলাস্থলী সেই সুখের সদন।

মা যশোদায় পুনঃ পা'ব

মা' মা' ব'লে কোলে যা'ব,

বাহু দিয়ে বেঁ'ধে গলা জীবন জুড়া'ব;

পিতা নন্দে প্রবোধিব।

শেষে,

সে'জে যোগী বেশে,

শ্রীমতীর ঠাঁই প্রেমভিক্ষা মাগি' নি'ব।

রাধাশ্যাম একত্র হইব;

গোপীকায় প্রেম বিলাইব।

তাইতো বলি তাইতো বলি

নিদয় কি এত দয়াল ঠাকুর?

আহা ভ্রমজাল হ'লো দূর।

কিন্তু হে মুরারি!

বুঝিবারে নাহি পারি

কেন তুমি কাঁদ নিজে ভক্তে কেন বা কাঁদাও?

কঠোর পরীক্ষা অগ্রে আবশ্যক

কনক যেমতি প্রবেশি পাবক

নিজ বিশুদ্ধতা করে সপ্রমাণ—

প্রেমঅশ্রুজলে করি' স্নান,

নিজের গৌরব মহিমা আমার,
করে ভক্ত ভুবনে প্রচার।
সখ্য, স্নেহ, প্রেম, তিনের আদর্শ স্থল
হ'লো ব্রজবাসী,
করি' আত্মদান ফেলি' অশ্রুজল।
ভক্ত মাঝে ভক্ত চূড়ামণি
তেঁই ব্রজবাসীগণে গণি।
ভক্ত সুখ দুঃখ নাহি জানে,
আমাতে তন্ময় মগ্ন মোর ধ্যানে ;
সুখ দুঃখ সব মোরে করে সম্প্রদান—
সুখ দুঃখ নর নেত্রে শুধু দৃশ্যমান।

নারদ। তোমার মহিমা
সীমা দিতে নারে চারি বেদ,
মূঢ় আমি, কিসে করি এ রহস্য ভেদ?
কিন্তু হে ঠাকুর! এবে দেবকার্য্যে ব্রতী
কহ কিরূপে মিলাব পুরুষ প্রকৃতি?

শ্রীকৃষ্ণ। বড়ই মন্ত্রণা পটু তুমি তপোধন!
করিয়াছ কত অসাধ্য সাধন—
দেবকার্য্যে করহ প্রয়াস
পূর্ণ হবে মনআশ।

নারদ। তব কৃপা বিনা ওহে কৃপাময়!
নাহি হয় মনে মম মন্ত্রণা উদয়।
হে নারায়ণ!
দেব কার্য্যে আমি হেতু, তুমি সে কারণ।

১। তথাস্তু!

(জনান্তিকে) কাল! দেখাও নারদে হয়ে ত্বরান্বিত
ভবিষ্যৎ গর্ভে কিবা আছে লুকায়িত।
একি! নয়ন সম্মুখে মোর কে দিল ফেলিয়া
অলক্ষ্যে খুলিয়া,
অভিনব দৃশ্য পট? আলোক মালায়
"ভবিষ্যৎ" কথা দেখি লেখা তা'র গায়!
একি! বর্ত্তমান অন্তর্দ্ধান হইল কোথায়?
কিছু নাহি দেখা যায়,
আঁধারে আবৃত অনন্ত আকাশ,
রাহু রবি করে গ্রাস!
একি!—কোথা হ'তে দিব্যালোক পাইল প্রকাশ!
দিকচয় হ'লো জ্যোতির্ম্ময়!
চিনেছি চিনেছি ঐ
পবিত্র প্রভাস তীর্থ পৃথিবী পূজিত
পূতধারা ভাগিরথী ঐ প্রবাহিত।
ত্রিভুবনবাসী হেরি একত্রে মিলিত।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত দিব্যপুরী খান—
পুরীমাঝে হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান—
মধ্যভাগে দেবদেব বসিয়া ঈশান,
অন্য দেবগণ বসি নিজ নিজ স্থান।
বসুদেব আদি করি যতেক যাদব,
নন্দ উপনন্দ ব্রজবাসী সব!
বুঝেছি বুঝেছি পেয়েছি সন্ধান,

প্রভাসের তীরে হ'বে যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
ত্রিলোক বাসীর হ'বে সেথা নিমন্ত্রণ,
যজ্ঞ শেষে,
পুরুষ প্রকৃতি হইবে মিলন।
যাই বসুদেব যথা
কহি গিয়া যজ্ঞ কথা।

প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু হরিতে ধরার ভার
নাহি হই অবতার।
লীলা ছলে আসি ধরাতলে,
দিব্যশিক্ষা দিই নারী'নরে।
ভ্রান্ত জীবের বিশ্বাস
না কাটিলে সংসারের মায়াপাশ,
বিনা বৈরাগ্য-বিপিন-বাস,
নাহি হয় অভিষ্ট সাধন,
নাহি পায় ইষ্টদেব দরশন।
মম পদে প্রাণ রাখি'
গৃহাশ্রমে থাকি',
নন্দ যশোমতী সম স্নেহ,
যদি মোরে করে কেহ,
সে জন আমারে পায়।
যদি কেহ সখা হ'তে চায়
গোপশিশু সম দৃঢ় সখ্যতায়
বাঁধুক আমায়

সখা ব'লে কোল দিয়ে র'ব গলায় গলায়।
শ্রীরাধা সমান
করে যদি কেহ আত্মদান
প্রেমে তা'রে দিই প্রাণ।
প্রভাসের তীরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান—
অল্প দিন ব্যবধান—
দ্বাপরের লীলা শেষ হয়—হয়—হয়
আর বহুদিন নয়।

প্রস্থান।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### কক্ষ।

বসুদেব।

দেব। কি ভাবে কি ভাবে আজ পূরিছে হৃদয়!
হেন মনে লয়—
অতীত ঘটনা গুলি যেন একে একে,
আসি নয়ন সম্মুখে,
স্বপ্ন সম দেখা দিয়ে দূরে চলে যায়।
ভাবিলে সে কথা এখন শিহরে কায়!
কংস কারাগারে বসি দেবকীর সনে,

শোকে মগ্ন দুই জনে,
দোঁহার অদৃষ্টে দোঁহে দিতেছি ধিক্কার—
থাকি', থাকি', কভু ডাকি ফেলি' অশ্রুধার,
'কোথা কৃষ্ণ' কবে আর করিবে উদ্ধার,
ঘুচাবে যাতনা ভার ?
হেনকালে কোলাহল করিনু শ্রবণ,
জয় রাম কৃষ্ণ শব্দে পূরিল ভুবন !
রুধিরে রঞ্জিত তনু কৃষ্ণ বলরাম,
দাঁড়া'ল সম্মুখে আসি করিয়া প্রণাম ;—
ঘুচিল কারার ক্লেশ ঘুচিল বন্ধন।
হেরি রাম কৃষ্ণ মুখ দূরে গেল সব দুঃখ।
তদবধি স্বর্গসুখ ভোগ করি অবিশ্রাম !
না জানি এ সুখের কোথা পরিণাম ?
অবিছিন্ন ভাবে ভাগ্যলক্ষ্মী এ সংসারে
সদয় হয়না কা'রে।
সুখ দুঃখ চক্র সম করে আবর্ত্তন,
সুখ পরে দুঃখ, দুঃখ পরে সুখ সঙ্ঘটন।
পৌর্ণমাসী সুখশশী হৃদয় আকাশে,
শতধারে কিরণ বিকাশে—
শান্তিময় সুখ সরোবরে,
হৃদয় কমল সদা নৃত্য করে—
যা আছে বিধির মনে ঘটিবেক তাই ;
ভাবি অমঙ্গল ডাকি' কেন মিছে যাতনা বাড়াই।

(নারদের প্রবেশ)।

এস এস ঋষিরাজ লহ প্রণিপাত!
কহ কহ কুশল সংবাদ,
সফল জীবন মম হ'ল দুর্লভ সাক্ষাৎ।
তপোধন বহুদিন পরে হেথা হ'ল আগমন,
পবিত্র করিলে পুরী আজি পদার্পণে।
আতিথ্য গ্রহণ করি দীনের ভবনে
বিশ্রাম করুণ আজ।
ব'স ব'স ঋষিরাজ,
শুনিতে শ্রীমুখে তব শাস্ত্রের প্রসঙ্গ
মনে বড় সাধ যায়;
কর্ম্মকাণ্ড কর্ম্মফল কিছু শোনান আমায়।

নারদ। হে বসুদেব!
কর্ম্মকাণ্ড কর্ম্মফল শুধু করিয়া শ্রবণ,
নাহি হ'বে কোন ফল উপার্জ্জন,
কর্ম্মকাণ্ড কর্ম্মফল কিছু কর আয়োজন।
পরাধীন বন্দিভাবে আছিলে যখন
ধর্ম্ম কর্ম্মে ছিল তব মন,
সম্পদ সৌভাগ্য সনে ফিরে মতি গতি,
নাহি তোমা দোষি একা,
জগতের এই রীতি।
বিষয়ীর মনে,
বিষয় বর্দ্ধন সাধ সদা বলবতী,
দান ধ্যান ক্রিয়াকাণ্ড নাহি পায় স্থান।

বসুদেব। সত্য মুনিবর!

কৃষ্ণের প্রসাদে মোর ঘুচেছে বন্ধন,
হৃদয় আলোকময় স্বাধীন জীবন,
কিন্তু ভেবে দেখ মনে,
একা কৃষ্ণ হ'তে কত পরিবার,
পুত্র পৌত্র কত কোটী সংখ্যা নাহি তা'র—

নারদ। হে বসু! তর্কের নাহি শেষ কদাচন
তার্কিক কল্পনা বলে করে অভাব সৃজন!
সামান্য বিষয় হ'তে লভিয়া জনম,
তর্ক হয় ক্রমে জটিল—জটিলতম।
তর্ক যত বাড়ে দুর্ভেদ্য দুর্জ্ঞেয় ভাব তত ধরে।
তর্কের কখন হয় না মীমাংসা
ত্যজ তর্ক, তর্ক বড় কর্ম্মনাশা।
দ্বন্দ্ব দুই দণ্ড দেখিবারে পারি
বাকযুদ্ধে কিন্তু ভয় করি ভারি।
মম বাক্যে বসু কর প্রণিধান
ক্ষুদ্র ক্রিয়া কিছু কর সমাধান।

বসুদেব। তাই হ'ক তপোনিধি
ক্ষুদ্র ক্রিয়াকাণ্ডে দিন বিধি,
যথাশক্তি করি আয়োজন
পুণ্যপুঞ্জ করি উপার্জ্জন হ'ক সফল জীবন।

নারদ। বসু! ত্রিকালীন বৃদ্ধ বটে,
তবু বুদ্ধি আছে ঘটে।
শুন বসু! বচন আমার—
অশ্বমেধ রাজসূয় আদি বিবিধ প্রকার,

ক্রিয়াকাণ্ড আছে শাস্ত্রে সুবিস্তার
কিন্তু হিংসাশূন্য দান-যজ্ঞ সবাকার সার।
হে বন্ধু ! আমার বচন ধর
দান-যজ্ঞ আয়োজন কর।

দেব। দান-যজ্ঞ কথা বিস্তারিয়া কহ মুনিবর—

রদ। কি আর অধিক ক'ব স্বল্প আয়োজন।
দান দ্রব্য গুলি,
রজত কাঞ্চন আদি
মন্ত্রপূত করি যথাবিধি,
একস্থানে রাখিবেক করিয়া সঙ্কল্প—
যজ্ঞ শেষে,
দক্ষিণা স্বরূপে দ্বিজে দিবে সমুদয়।

দেব। তপোধন !
কি আর করিব কহ অন্য আয়োজন ?

রদ। আত্মীয় স্বজনে দিবে নিমন্ত্রণ,
দীন দুঃখী যে বসে যথায়,
নিমন্ত্রিয়া সবাকায়,
সমভাবে সমাদরে করা'বে ভোজন।
দানযজ্ঞ সম কাণ্ড নাহি ত্রিভুবনে—
যজ্ঞের প্রশস্ত দিন সূর্য্যের গ্রহণে
তীর্থ স্থানে হ'লে আরো পুণ্য হয়—
কর বন্ধু যাহা তব মনে লয়।

দেব। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ ! অসম্ভব তপোধন !
একি স্বল্প আয়োজন !

কোথা পা'ব এত ধন ?

নারদ। রামকৃষ্ণ ধনে তুমি ধনী
পেয়ে'ছ পরেশমণি,
নরমাঝে নরোত্তম তেই তোমা গণি।
রামকৃষ্ণে মনসাধ করাও বিদিত
নির্ব্বিবাদে যজ্ঞ তব হবে সম্পাদিত।
শুন বসু রাম কৃষ্ণে আন ডাকাইয়া
যজ্ঞ কথা কহ বিশেষিয়া।

বসু। প্রহরী প্রহরী যাহ ত্বরা করি
রামকৃষ্ণে জানাইয়া আমার কল্যাণ,
আসিতে কহিবে দোঁহে মম সন্নিধান।

নারদ। (স্বগত) ভ্রান্ত বসুদেব—
যজ্ঞেশ্বর বাঁধা যার ঘরে
সে ভাবে যজ্ঞ তরে!

(রামকৃষ্ণের প্রবেশ)।

রাম। পিত! কিবা অনুমতি আমা দোঁহা প্রতি?

বসু। শুন রাম! শুন কৃষ্ণ!
ক্ষুদ্র কোন ক্রিয়াকাণ্ড তরে
বিধি দিতে অনুরোধ করেছিনু মুনিবরে।
বিধান দিলেন মহাভাগ
করিবারে দানযাগ।
জিজ্ঞাসিনু কত হ'বে ব্যয়?
স্বল্প আয়োজন বলিলেন মুনি মহাশয়!
না জানি তখন সব করিনু স্বীকার—

এবে শুনি দান-যজ্ঞ বিরাট ব্যাপার!
ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ!
কল্পতরু সম চাই ধন বিতরণ!
নিমন্ত্রিত গণে করাতে ভোজন
চাই মহাআয়োজন!
কি রূপে করিব যজ্ঞ কোথা এত ধন?

বলরাম। পিত! স্থির কর চিত কেন হও বিচলিত?
বদ্ধ তুমি সত্যপাশে
করিব উপায় আমি যাহে অর্থ আ'সে।
রামকৃষ্ণ থাকিতে জীবিত,
পিত! সত্যে তুমি হবে না পতিত।
যেথা যত আছে রাজা ভুবন ভিতর,
যজ্ঞ হেতু সবে দিবে কর,
নাহি রাখে যদি প্রীতি, নাহি দেয় অর্থ যদি
শোণিতে বহা'ব নদী।
দেখাইব ভুজ যুগে ধরি কত বল,
দিবে দিব রসাতল।
খরশান বাণ করিয়া সন্ধান
বসুধা শতধা কাটি করি খান খান,
ভূগর্ভে নিহিত যত রজত কাঞ্চন,
আনি দিব করি আহরণ,
উড়ায়ে বায়ব্য-বাণে জলধির জল,
মণি মুক্তা প্রবাল সকল,
করিব সঞ্চয়,

দান-যজ্ঞে যত ইচ্ছা ক'র ব্যয়।
সুমেরুর শৃঙ্গ কাটি' আনি' দিব স্বর্ণভার,
আনিব লুটিয়া গিয়া কুবের ভাণ্ডার,
আমি হলপাণি রাম,
তিন লোকে কেবা নাহি কাঁপে শুনে মম নাম।
কৃষ্ণ! শুনি তোর মতামত—

শ্রীকৃষ্ণ। দেব! যা কহিলে তোমাতে তা' সকলি সম্ভব,
বীরত্ব বিক্রম আমি ভাল জানি তব।
হে যদুকুল গৌরব!
তব বলে বলী যতেক যাদব।
তব কাছে ইন্দ্র চন্দ্র পায় পরাভব।
তবে কিনা দানযজ্ঞ বৃহৎ ব্যাপার,
কিন্তু, পিতা করেছেন অঙ্গীকার।
দান যজ্ঞে বহু অর্থ চাই
ঘরে অর্থ কিছু নাই।
ভিক্ষা তরে গেলে দ্বারে দ্বারে
মিত্ররাজগণ কিছু দিলে দিতে পারে;
কিন্তু তাহে যজ্ঞ নাহি হ'বে
শুধু অপযশ রবে।
শত্রুতা সাধিবে কতজন,
বিস্তর বাধিবে রণ,
কিন্তু ভয় নাই সে কারণ—
প্রতাপে প্রবল এবে যাদবীয় গণ।
তবে অতিদর্প-পতন কারণ।

জরাসন্ধ সহ রণ হয়ন্মক বিস্মরণ,
যার ভয়ে ত্যজি' লোকালয়,
আসি দূর দ্বারকায় লইনু আশ্রয়,
রণে আছে জয় পরাজয়,
কর ভাই যাহা ভাল হয়।

বলরাম। কৃষ্ণ বলিহারি যাই
বচন চাতুরী ভাল শিখেছিস্ তাই।
তোর তর্ক তোর যুক্তি তোর কূটনীতি
ভাবি যদি,
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা বসি এক ঠাঁই,
তবু আদি অন্ত কিছু নাহি পাই!
সরল কথায় মাখাও গরল,
গোষ্পদে দেখাও মহাসিন্ধু জল—
মহানে দেখাও ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম।
ষড়যন্ত্রে সুনিপুন কেহ নহে তোর সম।
যাবিনা সহজ পথে
কথা ক'বি বাঁকা ছাঁদে;
বাল্যাবধি কূটমন্ত্রে হইলি দীক্ষিত।
'হাঁ'—'না'—কোন কথা ক'বিনা নিশ্চিত।
যা কহিবি অর্থ হবে তা'র
সাপক্ষে বিপক্ষে বিবিধ প্রকার;
ঘটিয়াছে তোর মস্তিষ্ক বিকার।
নাহি বুঝি অত শত
কহ কিবা ইচ্ছা তোর মনোগত।

কহ কোথা হতে আসিবেক ধন,
কিরূপে কেমনে হবে এই যজ্ঞ সঙ্ঘটন?

শ্রীকৃষ্ণ। দেব! কথায় কথায় খালি
কুটীল কুচক্রী বলি, দাও গালাগালি।
বিনা দোষে অপবাদ এযে বিষম প্রমাদ!
কি দেখিলে বাঁকাছাঁদ?
দূরদর্শী জন,
কার্য্যের প্রারম্ভে করে ভাল মন্দ নির্ব্বাচন।
যাক—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,
পিত! করেছ যজ্ঞের কিগো কোন দিন নিরূপণ

বসুদেব। আমি কিছু জানি নাই, সুধাও মুনির ঠাঁই।

শ্রীকৃষ্ণ। কহ মুনি মম সন্নিধান
কোন দ্রব্য কত, করা চাই দান,
সেই মত অরি অনুষ্ঠান।

নারদ। কৃষ্ণ! একে একে কর প্রনিধান,
ধান্য যব তণ্ডুলের কি কহিব পরিমাণ!
বসন ভূষণ আদি বিবিধ বিধান,
স্থানে স্থানে সাজাইবে পর্ব্বত প্রমাণ।
সুবর্ণে মণ্ডিত তনু
চাই সবৎসা সহস্র সহস্র ধেনু;
হয়, হস্তী, রথ অগনন।
মণি মুক্তা রাশি রাশি, রজতকাঞ্চন
রাখ ভারে ভার স্থানে স্থানে করি স্তুপাকার।
চব্য চষ্য লেহ্য পেয়,

চাই ভক্ষ্য দ্রব্য অপ্রমেয়,
নিমন্ত্রিত গণে করাতে ভোজন।
আর আমি ক'ব কত
আপাতত আয়োজন কর এই মত।

ক্ষ। কিন্তু এক কথা আছে তপোধন,
ত্রিভুবন হ'লে নিমন্ত্রণ,
দ্বারকায় নাহি হ'বে স্থান
কর তা'র কোন সুবিধান।

দ। দেখ,
তীর্থ স্থানে ক্রিয়া হ'লে সমধিক পুণ্য ঘটে,
পবিত্র প্রভাস তীর্থ দ্বারকা নিকটে,
অতি পুণ্যময় স্থান,
পুতধারা ভাগিরথী যথা বহমান,
হে কৃষ্ণ! প্রভাসে কর গিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

ক্ষ। তবে তাই হো'ক,
দেব বলভদ্র! মম বাক্যে কর প্রণিধান
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি আনি দিয়া গুয়া পান,
প্রভাসে যজ্ঞের পুরী করাও নির্ম্মাণ
দীর্ঘে প্রস্থে পরিসর বে'ছে নিও স্থান।
পুরীর বাহিরে হ'বে বিচিত্র উদ্যান,
তরল তরঙ্গা যথা গঙ্গা বহমান,
সমাগত সবে সুখে করিবেক স্নান।
বৃন্দাবন অনুকারী
স্থানে স্থানে করিবেক কুঞ্জ মনোহারী।

গিয়া যক্ষপতি কুবেরের পাশে
ত্বরাগতি ক'বে তাঁ'রে আসিতে প্রভাসে,
করি নিমন্ত্রণ
ব'ল যজ্ঞ বিবরণ,
দান-যজ্ঞে দিতে হবে যত চাই ধন।
নিমন্ত্রিতগণে দিতে অন্ন দান
অন্নপূর্ণা যাতে যজ্ঞে হ'ন অধিষ্ঠান
আমি করিব বিধান।
গিয়া ভবেশ ভবন,
পূজি পঞ্চানন,
যজ্ঞে দি'ব নিমন্ত্রণ,
শিব বিনা যজ্ঞ নাহি হয় কদাচন।
যত যদুবংশধর,
বল সবে যজ্ঞ তরে হইতে তৎপর।

নারদ। দেখ বন্ধু দেখহ বিচারি,
আমি তব কত হিতকারী,
ধর্ম্মের প্রসঙ্গ পাড়ি,
ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি দিনু তব মতি,
দান-যজ্ঞে তাই হ'লে ব্রতী।
নিজ ভাগ্যে করি নিন্দাবাদ
আকাশ পাতাল ভাবি কত গনিলে প্রমাদ।
এবে ভেবে দেখ মনে
তব সম ভাগ্যবান কেবা ত্রিভুবনে?
সত্য ত্রেতা দ্বাপর অবধি

দান-যজ্ঞ করিয়াছে কোন্ নরপতি ?

বসুদেব। মুনিবর ! ক্ষম অপরাধ, আমি অতি মূঢ়মতি,
মহাযজ্ঞে হ'নু ব্রতী,
করুণাকটাক্ষ করো অভাজন প্রতি,
থাকে যেন মান, হয় যেন যজ্ঞসমাধান।
রামকৃষ্ণ ! দোঁহে আশীর্ব্বাদ লও,
ধন্য দোঁহে আছ ভবে, আরো ধন্য হও।
বিধাতার ঠাঁই এই ভিক্ষা চাই,
জন্ম জন্মান্তরে,
রামকৃষ্ণসম পুত্র যেন পাই।
একবার অন্তঃপুরে যাই,
রোহিণী দেবকী দোঁহে দিতে সমাচার;
শুনিয়া প্রভাসে যজ্ঞঅনুষ্ঠান,
গ্রহণের দিনে গঙ্গাস্নান
পুরনারী সবাকার হ'বে আনন্দ অপার।
সত্য কথা বটে,
নরভাগ্যে কখন্ কি ঘটে,—
কিবা কথা অন্য পরে,
দেবে বুঝিবারে নারে।
রামকৃষ্ণ যা'র সুসন্তান,
তা'র সম কেবা ভাগ্যবান ?

প্রস্থান।

কৃষ্ণ। নাহি আর বহুদিন,
যজ্ঞ করা হ'বে সুকঠিন।

মুনিবর! অনুরোধ রাখ যদি,
যদি দেহ অনুমতি,
ভার কিছু দিই তোমা প্রতি।

নারদ। নাহি কাজ অত করিয়া বিনয়,
দেহ ভার যেবা অভিরুচি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ভার লহ তপোধন,—
ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।

নারদ। নহে ইহা গুরুভার,
এইবার হ'লে হ'বে তিন বার।
প্রথম দক্ষের যজ্ঞে—যাহে আছিল বারণ,—
নিমন্ত্রিতে দেব পঞ্চানন,
যজ্ঞপণ্ড ঘটে সে কারণ।
দ্বিতীয়, বামন-উপনয়ণ উপলক্ষে,
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষে,
নিমন্ত্রণ দিনু তিনলোকে,
নিমন্ত্রণ-ভার করিনু গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। দয়ার অবধি নাই তপোধন,
কৃতার্থ হইনু শুনি তব আশ্বাস বচন

বলরাম। কৃষ্ণ! যদুবংশে আছে বহু জন,
কার্য্যক্ষম সবে অতি বিচক্ষণ।
যজ্ঞপুরী করিতে গঠন,
যক্ষরাজে দিতে নিমন্ত্রণ,
সে সবার কর আয়োজন,
আমি যা'ব যথাকালে।

কোথারে কিঙ্কর,—
গিয়া সিন্ধুতীরে—বিলাসমন্দিরে,
রেখে আয় পানপাত্র পূরে,
বিশুদ্ধ বারুণী দিব্য সোমরস।
বলরাম বড় বারুণীর বশ,
সোমরস সুধা করি' পান,
উল্লাসে উদ্দাম প্রাণ;
ভাবময় মহাতান—
শুনিব সিন্ধুর গান।
অন্য চিন্তা হৃদে নাহি পা'বে স্থান।

(প্রস্থান)

[শ্রী]কৃষ্ণ। দেখুন দেবর্ষি দাদার বিচার,
মম করে দিয়ে সব ভার,
নিশ্চিন্ত হ'লেন নিজে।

[না]রদ। মধুমত্ত সদা রেবতীরমণ,
শুধু মধুপানে মন,
ওঁর কথা ছেড়ে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ। এক নিবেদন আছে তপোধন,
বিনা বৃন্দাবন
নিমন্ত্রণ দিবে ত্রিভুবন—

[না]রদ। একি কথা কহ নারায়ণ!
বিনা ব্রজবাসীগণ,
ত্রিভুবন দিব নিমন্ত্রণ?

শ্রীকৃষ্ণ। আছে ঋষি বিশেষ কারণ,
রাখ কথা—ক'রোনা অন্যথা,
বৃন্দাবনে নাহি দিও যজ্ঞের বারতা।

(প্রস্থান

নারদ। নাহি জানি কি কারণে ব্রজবাসীগণে
দিতে নিমন্ত্রণ,
নরহরি করিলা বারণ।
ব্রজবাসী সহ করা'তে মিলন,
কৌশলে করা'নু এই যজ্ঞ-আয়োজন।
কিন্তু কৈ হয় অভিষ্ট সাধন?
এই তো খানিক আগে শুনিয়া ব্রজের কথা,
দেখা'লেন কত ব্যথা,
ফেলিলেন কত অশ্রুবারি;
চক্রীর এ চক্র বুঝিবারে নারি,
মনে মনে দেখিগে বিচারি', যদি পারি।
রাধাকৃষ্ণ সহায় যাহার
মন্ত্রণা বিফল কিগো হইবে তাহার?

(প্রস্থান

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

### অন্তঃপুর।

নারদের প্রবেশ।

বদ। অষ্টষোলশত কৃষ্ণের মহিষী যত,
বিনা সত্যভামা দেখিনু সবায়,
সত্যভামা ঠাকুরাণী গেলেন কোথায়?
সেই কৃষ্ণদান ব্রত হ'তে
বড় রুষ্ট আমার উপরে।
যাই হোক, একবার দেখা ক'রে যাই।
কৈ—কেহ কোথা নাই,
ডেকে দেখি যদি সাড়া পাই,
সত্যভামা ঠাকুরাণী—সত্যভামা ঠাকুরাণী!

(সত্যভামার অন্তরালে প্রবেশ।)

ত্যভামা। সর্ব্বনাশ! কি পাপ—কি পাপ!
কঁচুলে বুড়ো অনামুখো,
ম'ত্তে এলো কোথা থেকে?
নিলে যা'র নাম,
হেতু বিনা বাঁধে তুমুল সংগ্রাম,
হয় শান্তিধাম অশান্তিভবন,
শত শত অনর্থ ঘটন;
হেরিনু বয়ান সেই ঢেঁকিয়ান্!

না জানি কি আছে আজ কপালে আমার।
কেথো হ'তে এলো পাপ ?
ভালয় ভালয় বিদেয় হ'লে বাঁচি।
(প্রকাশ্যে) আসুন্ আসুন্ তপোধন!
প্রণিপাত করি পায় ;
আন আন সুবাসিত শীতল জীবন,
সখীগণ শীঘ্র আয়,
আন্ আন্ পাদ্য অর্ঘ বসিতে আসন,
প্রক্ষালিব মুনির চরণ।

নারদ। দেখ দেবী, ভক্তি ভাল বটে,
ভক্তি হ'লে মুক্তি ঘটে।
কিন্তু ভাল নয় বাড়াবাড়ি,
অত শিষ্টাচার দেও ছাড়ি।
কর যাহা রয় সয়,
"অতি" শব্দ ভাল নয়!
সত্যভামা ঠাকুরাণী,
আমি তোমায় বেশ জানি।

সত্যভামা। ঋষিরাজ! মাগি পরিহার,
কিসে রুষ্ট—কিসে তুষ্ট তুমি বোঝা ভার।
ক্রুটি হ'লে রোষ,
অধিকন্তু হ'লে দোষ।
কোন পথে যাই,
কিসে তব মন পাই ?
কোন মতে তব ঠাঁই রক্ষা নাই।

নারদ। থাক্ থাক্ আর কাজ নাই ;
কেহ যদি নাহি থাকে হেথা,
কহি কিছু গোপনীয় কথা।

সত্যভামা। ঝগড়ার কথা নয় তো ?
বাক্যে'তে বিবাদ,
এ ভূমিকা যদি তা'র সূত্রপাত,
তবে ক্ষমা দাও, অন্য কিছু কও।

নারদ। (সহাস্যে) আমার এম্‌নি সুনাম বটে !

সত্যভামা। পাঁচের মুখে যা' রটে,
পূরো না হোক্—কতক তা'র সত্যি বটে !

নারদ। আমি বল্‌ছি—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

সত্যভামা। ঋষিরাজ ! যেথা যাও, সেথা কর গোলযোগ।
কোঁদলের মন্ত্র পড়ি' ফির বাড়ী বাড়ী।
তব বাক্যে নাহি ভুলি আর,
হৃদে জাগে সেই দানব্রতের ব্যাপার !
গুরুজন-গঞ্জনা, বিদ্রূপ লাঞ্ছনা,
জীবন থাকিতে কভু ভুলিব না।

নারদ। দেবি ! শ্রীকৃষ্ণমহিষী অষ্টষোলশত,
কিন্তু সোহাগিনী কেবা তব সম এত ?
ভাগ্যে ক'রেছিলে দানব্রত !
তবু মম নিন্দাবাদ গাও ?
কোটী কোটী ধন্যবাদ মোরে দাও !

সত্যভামা। ভাল কথা হ'লো মনে,
ঋষিরাজ তব ঠাঁই,

বলি বলি করি বলা হয় নাই।
তপোধন শুনিয়াছি তব মুখে,
কৈলাসবাসিনী কাত্যায়নী,
গরবিনী সেই ইন্দ্রের ইন্দ্রানী,
অগ্নিপ্রিয়া স্বাহা আদি করি',
তব বিধি মতে, স্বামী সোহাগিনী হ'তে
ক'রেছিল আচরণ স্বামী-দান-ব্রত,—
লিখি' কৃষ্ণনাম তুলসী পল্লবে
আমি ফিরে পাইনু কেশবে;
কি কৌশলে পাইলেন স্বামী তাঁরা সবে?

নারদ। শুন সত্যভামা ঠাকুরাণী!
শিবানীর স্বামীশূলপাণি,
অস্থিমালাধারী, বড় কদাচারী,
ভূতপ্রেত সনে মেলা,
নিই নাই তাই তা'রে করে' অবহেলা।
স্বাহা-স্বামী- বৈশ্বানর,
চতুর্ম্মুখ তিনি তেজ ভয়ঙ্কর!
কাছে গেলে পোড়ে কলেবর!
ভক্ষ্য তাঁ'র চরাচর!
শক্তি নাই মোর তা'র যোগাতে আহার,
তাই তা'রে করিলাম পরিহার।
কি কব ইন্দ্রের কথা,
কভু রথে, ঐরাবতে গতি যথা তথা;
ঋষি আমি নাহি সে সংস্থান,

রাখিবারে হয় হস্তী কিম্বা দিব্য যান ;
তাই তা'রে ক'রেছিনু প্রত্যাখ্যান।
ভাল হ'তো কৃষ্ণচন্দ্রে পেলে,
কিন্তু তুমি দিয়ে ফিরে নিলে।

সত্যভামা। ফিরে দিয়েছেন কি সাধে !
তারা সব শক্ত মেয়ে,
আমাকে সরল পেয়ে,
বাদ সাধ্‌লেন বিধিমতে।

নারদ। ওঁং বিষ্ণু! বটে বটে,
যার ছিটে ফোটা তন্ত্রে মন্ত্রে,
নিত্য নৈমিত্তিক ষড়যন্ত্রে,
কৃষ্ণচন্দ্র কারো পানে নাহি চা'ন,
কৃষ্ণচন্দ্রে যিনি ইঙ্গিতে চালান,
কৃষ্ণচন্দ্রে যিনি উঠান বসান,
যিনি পারিজাত পুষ্প হেরি স্বপত্নীর শিরে,
ইন্দ্রসনে বাদ করে,
পারিজাত বৃক্ষ আনি' রোপিলেন দ্বারে,
মূর্ত্তিমতী সরলতা
তা'র সম আর কোথা পা'ব ত্রিসংসারে ?

সত্যভামা। আপ্‌নি কোঁদল বিনা নারেন থাকিতে,
থাক্ থাক্ হ'বে না কো আর ব্যাখ্যান করিতে,
আমি না হয় মন্দই আছি !
(স্বগত) এখন ছাড়ান পেলে বাঁচি।

নারদ। হাঁ, এখন পথে আসুন।

সত্যভামা। কি ব'ল্‌বেন বলুন।

নারদ। দেখুন, এক কাজ করুন,—

সত্যভামা। সেই ঘুরে ফিরে এক কথা,
ব্রত বা নিয়মে আমি আর নাই,—

নারদ। ব্যস্ত হবেন না, আমার কথা শেষ হ'তে দিন্‌।

সত্যভামা। স্বামীর সোহাগ পা'ব,
সর্ব্বে সর্ব্বময়ী হ'ব ;
সহজে স্ত্রীবুদ্ধি—কত হ'বে আর ?
সরল বিশ্বাস,
তাই তব মতে দিয়েছিনু মত ;
যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,
সুধা ব'লে হলাহলে,
ভ্রম হয় কা'র বারেবার ?

নারদ। আসি নাই দিতে ব্রতের বিধান,
সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধা খড়্গ খরসান
শিরোপরি দোদুল্যমান—হ'ন সাবধান।

সত্যভামা। ভগবান রক্ষা করুন !
মুনি, বলুন্ বলুন্ কি হয়েছে ?

নারদ। কৃষ্ণচন্দ্র করিছেন যজ্ঞ আয়োজন—

সত্যভামা। সর্ব্বরক্ষা ! তাই ভাল !

নারদ। ভাল ব'লে ভাল !
উঠে বুঝি দ্বারকার বাস !

সত্যভামা সর্ব্বনাশ ! কেন কেন তপোধন ?

নারদ। সেই ব্রজ গোপীকার,

কি যে ভাল নাম তাঁ'র ?
হাঁ হাঁ, পড়িয়াছে মনে,
রাধা ব'লে ডাকে তাঁরে বৃন্দাবনে।
আজ রাধা রাধা করি',
বৃন্দা আদি যত ব্রজের নাগরী,
কাঁদিয়া আকুল হইলেন হরি।
এই যজ্ঞ-আয়োজন শুধু রাধার কারণ।

ত্যভামা। সত্যি নাকি ? সত্যি নাকি ?

রদ। (স্বগত) নারদ—নারদ—
(প্রকাশ্যে) আরো আছে ঠাকুরাণী,
গোপীকার নামে নামে কুঞ্জ হইবে গঠন ;
যমুনাপুলিন—নিধুবন—
এক কথা—হবে পুনঃ নব-বৃন্দাবন।

ত্যভামা। কি এতদূর ?

রদ। (স্বগত) নারদ—নারদ—
(প্রকাশ্যে) আপনার কাছে বল্‌বো কি—
বাল্যাবধি গোপীকার প্রতি,
আছে তাঁ'র বড় টান।
প্রেমের প্রবাহ তাঁর,
সেই দিকে অন্তঃশিলা সদা বহমান।

ত্যভামা। থাকুন্ থাকুন্ মুনি
নাহি কাজ আর শুনি।
সেই গোপীগণের নাম নিয়া,
অনলে আহুতি দিয়া,

কেন দ্বিগুণ জ্বালান্ হিয়া ?
জানি তাঁ'র ব্যবহার,
মুখে এক—মনে আর।
নিকটে থাকিলে পরে,
দেন আকাশের চাঁদ ধ'রে।
বিষেভরা প্রাণ, মুখে মধুমাখা,
কথা ক'ন মনরাখা।
যে বাঁকা—তা'র সব বাঁকা।
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণ বিনা নাহি আন,
সদা করি কৃষ্ণ-গুণগান,
কৃষ্ণপদে বাঁধা প্রাণ,
জপমালা কৃষ্ণ নাম,
সেই কৃষ্ণ তবু বাম !
হায় হায় কৃষ্ণপ্রেমে এই পরিণাম !
এ দুঃখ রাখিতে ঠাঁই,
ত্রিভুবনে কোথা নাই !
হে ঠাকুর ! ব'লো ব'লো তাঁর,
ল'য়ে সেই গোপীকায়,
সুখে করিবারে ঘর,
সত্যভামা আজ হ'তে হ'লো পর ;
নাহি যা'বে আর তাঁহার গোচর।

নারদ। না না অত দূর হবে না,
তবে কিছু বলাও যায় না !

ঠাকুরের যে বিবেচনা!
ঠাকুরাণী, করিয়া বিশ্বাস,
গোপনীয় কথা কহিলাম তব পাশ,
নারদের নাম যেন হয় না প্রকাশ।
(জনান্তিকে) ঠাকুর বাঁকা বড় ভক্তের বেলা,
যেমন ঠাকুর তার তেমনি চেলা ;
খেলে গেলাম এক খেলা ;
জ্বেলে দিনু যে অনল,
নিভাইতে চাই সপ্ত সিন্ধুজল!

(প্রস্থান)।

থম সখী। স্থির হও ঠাকুরাণী,
ধৈর্য্যহারা হ'লে হ'বে কার্য্যহানি।
চাহ যদি প্রতিকার,
পশ গিয়া ক্রোধাগার।
শ্রীমতী সত্যভামার,
মুছা'তে নয়ন আসার,
নাহি র'বে কিছু অদেয় তাঁহার।
করিয়া প্রকার,
নিমন্ত্রণ মানা ক'রো গোপীকার।
গোপীরা গোকুল হ'তে—
যেন নাহি আসে কোনমতে।
যত দূর,—টান্ তত কম,
চোখোচোখী বড়ই বিষম!

———

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

### প্রমোদ-কানন।

সত্যভামা ও সখীগণ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল খেমটা।

মরি কি নিছনি ছাঁদ,
পেতে' চাঁদ রূপের ফাঁদ
কিরণ ঢালে মুচ্‌কে হেসে।
আহা সুধা ঢেলে, চাঁদ যায় গো চলে, কে জানে কোন্ সুখের দেশে।
ফুল ফুল টল টল,
পরিমলে ঢল ঢল,
পিক করে কল কল,
সমীরে সে তান যাচ্চে ভেসে।
আয় নাচি সহচরী,
গলা ধরাধরি করি',
জেগে সারা বিভাবরী,
(আজ) ঘরে যা'ব নিশিশেষে।

সত্যভামা। সখি! সাধের এ কুঞ্জবন,
চিতবিমোহন কোকিল কূজন,
সৌরভে পূরিত মলয় পবন,
গুণ গুণ ধ্বনি—ভ্রমর গুঞ্জন,

স্বভাবে অভাব যেন, হেন লয় মন।
আজি চাঁদে নাহি সুধাধার,
কুসুমে সৌরভ ভার,
নাহি ভোলে মন শুনি' ভ্রমর ঝঙ্কার,
বড় ভাবান্তর আজ হ'য়েছে আমার।
আজ বিষসম সব লাগে মোরে,
কৃষ্ণ বাঁধা রাধা-প্রেম-ডোরে;—
কৃষ্ণের তনুর আধা সেই রাধা,
রূপে গুণে নাকি বড় নিরুপমা,—
মানময়ী কেহ নাহি তা'র সমা।
রাধাকৃষ্ণে নাহি ভেদাভেদ,
শাপহেতু শুধু ঘ'টেছে বিচ্ছেদ।
হ'লে শাপ অবসান,
রাধাশ্যাম হ'বে একস্থান।
রাধা পে'লে হরি,
যাবেন পাসরি' আমা সবে।
আকুল অন্তর তাই ভেবে,—
সখি! কি হ'বে—কি হ'বে?

তীয় সখী। ঠাকুরাণী! আগে সত্য মিথ্যা দেখ জানি',
সেই কুঁদুলের কথা আমি প্রত্যয় না মানি।
কোঁদল বাঁধা'য়ে ফেরে ঠাঁই ঠাঁই,
নাহি জানি কেন মরেনা বালাই।

ত্যভামা। না সখী, যজ্ঞকথা মিথ্যা নয়।

থম সখী। আমার মন্ত্রণা ধর,

স্থির হ'য়ে কার্য্য কর।
বদ্ধ করি' সত্যপাশে লহ শ্রীনিবাসে,
গোপী যেন যজ্ঞে নাহি আসে।
রহ অভিমান-ভরে,—
ঠাকুর সাধিলে পরে,
ওই কথা ব'লো কলে ও কৌশলে।

সত্যভামা। তাঁ'কে সখী পারা ভার,
সকলি চাতুরী তাঁ'র,
তাঁ'র কাছে জিতে হয় হার।

দ্বিতীয় সখী। ও কথাই নয়!
হেন জন কেবা ত্রিসংসারে—
যা'রে অঙ্গনা আঁটিতে নারে?
এসব ব্যাপারে,
রমণীর পরাজয়—
কোন কালে কভু নাহি হয়।

সত্যভামা। ভাল,
জয় পরাজয় কা'র হয়,
হাতে হাতে হইবে নির্ণয়।

প্রথম সখী। একটি সাধের কথা,
বহু দিন হ'তে আছে প্রাণে গাঁথা;
ব'ল্‌তে ব'ল্লে, বলি,—

সত্যভামা। কি বল, শুনি?

প্রথম সখী। "মান ভঞ্জনের পালা"!
শুনিয়াছি সেই গোপবালা

কথায় কথায়
কৃষ্ণচন্দ্রে ধরাইত পায় ;
সেই অভিনয়,—
যদ্যপি দেখাও তুমি, তবে দেখা হয়।

সত্যভামা। নহি রাধাসম ভাগ্যবতী !
কি কব দুঃখের কথা ?
মরমে লুকান থাক্ মরমের ব্যথা।
এত করি' সহচরী,
তবু মন নাহি পাই এক রতি।

প্রথম সখী। ও কথা এখন থাক্,
এস সখী দেখা যাক্,
ব'স সখী বসনে বদন ঢাকি',
ছল ছল ক'রে দু'টি আঁখি ;
কথা নাহি ক'য়ো শত ডাকে ;
যা' যা' দিনু বলি',
সবগুলি যেন মনে থাকে।
দেখে নিও ফলাফল !
ওই যে—মেঘ না চাইতে জল !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। সখীগণ !—একি !—একি !
এযে বড় অপরূপ দেখি !
নীরব তোমরা কি লাগি' ?
এমন মধুর রাতি,
এমন চন্দ্রমা ভাতি,

সুবাস মাখিয়া গায়,
মধুর মলয়া ধায়,
পূরিয়া নিকুঞ্জ বন, পাখী গায় গান
কেন সবে ম্রিয়মাণ?
কলকণ্ঠে সুধাস্বরে
স্বর্গীয় সঙ্গীত কেন নাহি ঝরে?
একি! একি!
প্রেমের প্রতিমা পরাণপুতলী,
হৃদাকাশে পূর্ণশশী,
মৌনবতী হ'য়ে কেন আছ বসি'?
মানস-সরস-শোভা-স্বর্ণ-কমলিনী,
কেন হেরি বিষাদিনী?
কহ কেন এ প্রমাদ?
যদি হ'য়ে থাকে সাধ,
ধ'রে এনে দিই আকাশের চাঁদ;—
যদি ক'রে থাকে কেহ কোন অপরাধ,
বল ঘুচাই বিষাদ;
শিলা বাঁধি' গলে,
ফেলি তা'রে সিন্ধুজলে।
কহ কা'র রন্ধ্রগত শনি,—
কহ কে ধরিল কাল ফণী?
জলধরে হেরিলে আকাশে,
প্রেমবারি আশে—
চাতকিনী ধায় তা'র পাশে।

হেরে নিশিবিলাসী,
সুখসরে ভাসি,
কুমুদিনী কুতুকিনী চায় বদন বিকাশি'।
হৃদয় পিপাসী,
ছড়াই অমৃত রাশি, প্রিয়ে হাসি হাসি—
(সত্যভামার হস্ত ধরিয়া) উঠ উঠ তোষ আসি বারেক সম্ভাষি'!
ভীষ সখী। (জনান্তিকে) আর এক গ্রাম নীচে হ'লে ভাল হ'ত।
সত্যভামা। না—না—ছুঁওনা ছুঁওনা নাথ,
ছি, ছি,—ধ'রনা ধ'রনা হাত;
কেন মিছে জানাও সোহাগ?
রাধা যদি শোনে করিবেক রাগ।
রাধাপ্রেমে তুমি বাঁধা,
যাও যেথা আছে রাধা।
শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে একি কথা?
রাধা পেলে কোথা?
কে—সে, কোথা থাকে?
আমি নাহি চিনি তা'কে!
সত্যভামা। আ—হা—হা—প'ড়্‌লে যেন আকাশ থেকে!
অবাক্ হ'য়েছি দেখে!
দেখ্ সখী, দেখ্ ঠাট্,
সে সব চাঁদের হাট—
ব্রজের নাগরীগণে,
ও'র নাহি পড়ে মনে!
ওগো—রাধা সেই রসময়ী,

সেই প্রাণাধিকা,
সেই সোণার লতিকা, কমলকলিকা,
সেই রসিকা—প্রেমিকা,
যা'র কাছে প্রথম প্রেমের শিক্ষা,
যা'র কাছে মাগিলে প্রেমের ভিক্ষা,—
প্রেমদায় পড়ি' পায়,
নাহি চিন সে রাধায় ?
কুঞ্জবনে দিয়ে বার
যে বসা'ত প্রেমের দরবার,
শুধিতে যাহার প্রেমের ধার,
গললগ্নীবাসে ক'রে দণ্ডবৎ—
লিখে দিতে দাসখৎ !
করিতে কোটালি যার, হ'তে ছত্রধারী,
কভু কুঞ্জদ্বারে দ্বারী,
হে প্রেমব্যপারি !
নাহি চিন সেই ব্রজের কুমারী ?

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ ! সেই পুরাতন কথা !
ভুলে গিছি ব্রজধাম,
ভুলে আছি রাধা নাম,
ভুলেছি সবায়,—
সে ব্রজের গোপ গোপীকায়।
লোকমুখে শুনিবারে পাই
কেহ নাকি তা'রা বেঁচে নাই।

সত্যভামা। বালাই ! বালাই !

ঘুমন্ত শৈশবস্মৃতি উঠেছে জাগিয়া,
আকুল অধীর হিয়া,
আজ রাধা! রাধা! ক'রে হ'য়েছে রোদন,
রাধাসহ হইতে মিলন
ছলে এই যজ্ঞ আয়োজন।
গুণমণি, আরো জানি,
গোপীকার নামে নামে কুঞ্জ হ'তেছে গঠন!

কৃষ্ণ। শুন শুন প্রাণেশ্বরী,
কহি তব দিব্য করি',
আমি এ'র কিছু নাহি জানি।
কহ হে কল্যাণি!
অলীক কাহিনী কেবা করিল রটনা?

া সখী। সেই ঋষিঠাকুর ঢেঁকি-চড়া,
সেই তো যত নষ্টের গোড়া।
কোঁদল বাঁধায়ে দিয়ে,
দূরে স'রে গিয়ে,
'নারদ! নারদ! বলি',
নাচে বাহু তু'লি হ'য়ে কুতূহলি।
ঘন ঘন নখে নখ ঘষে,
রঙ্গ দেখে খল খল হাসে।

কৃষ্ণ। যা' ভেবেছি তাই,
যাক্—ওসব কথা শুনে কায নাই,—

ত্যভামা। না—না—কি শুনি?

কৃষ্ণ। খুব সাধুগিরি ক'রে গেছে মুনি!

নারদের হেতু এই যজ্ঞ আয়োজন,
হ'বে ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ।
আমি করিনু বারণ—
নিমন্ত্রিতে বৃন্দাবন;
নারদের প্রিয় বড় ব্রজবাসীগণ,—
ক্ষুণ্ণ মন তপোধন সে কারণ;
বাঁধা'তে বিবাদ,
তাই দেছে বৃথা অপবাদ।
লোকে একবার ঠকে,
বার বার ভোল তুমি তাহার কুহকে?
যা' হো'ক্, তোমায় পেয়েছে ভাল!

সত্যভামা। কি ক'রবো বল?
তাগে বাগে এম্‌নি বলে,
ভুলে যাই কথার ছলে।
মরণ-কাটি—জীবন-কাটি,
যা'র যেটি যেখানে থাকে,—
সব সে সন্ধান রাখে।
কেমন্ ব'ল্লে এ'সে আমাকে,
আজ তুমি রাধা! রাধা! করি'
ভূমে দে'ছ গড়াগড়ি;
রাধার কারণ,
ছলে হয় এই যজ্ঞ আয়োজন।
গুণধাম! জানি তব গুণগ্রাম:
শুনিয়া রাধার নাম,

ভাবিলাম হ'লে হ'তে পারে।

কৃষ্ণ। এমনি বিশ্বাসই বটে!
উষার আলোক হেরিলে আকাশপটে,
তপনের আগমন জানি',
ফুটে কত ফুলরাণী—
প্রেম ডালি দিতে পায়।
কিন্তু দিনমণি, বিনা কমলিনী—
কারো পানে নাহি চায়।
মহিষীমণ্ডলী মাঝে তুমি প্রধানা সবার,
আমাতে তোমার একা পূর্ণ অধিকার;
প্রমাণ তাহার,—
ব্রতহেতু স্বামী দান।
যা হোক্; ভালয় ভালয় ভাঙ্‌লো মান,—

ত্যভামা। অধিনীর অপরাধ ক্ষমা কর নাথ।
তুমি প্রেমময়,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় অভিমানে সদা মত্ত,
বুঝিবারে নারে তব গভীর প্রেমের তত্ত্ব!
কৃপা করি' রেখো পায়,
প্রেমভিখারিণী এই ভিক্ষা চায়;—

(চরণ ধারণ।)

কৃষ্ণ। একি! একি! আকাশের চাঁদ কিগো ভূতলে লুটায়?
উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী,
এস', ব'স হৃদি-সিংহাসন আলো করি'।

গীত।

যত হেরি ও মাধুরী আঁখি ফিরি' ফিরি' তত চায়।
তোমার তুলনা মেলেনা মেলেনা,
রূপে রতি লাজ পায়।
আহা রূপ দেখে চাঁদ কিরণ লুকায়।
চাঁদের অমিয়া, যতনে ছাঁকিয়া,
বিরলে বসিয়া বিধি গড়িল তোমায়।
কুন্দ-কুসুম দশনপাতি
অঙ্গে থির-বিজলী ভাতি,
মত্তমধুপ মধু মাতি,
মুখকমলে বসিতে ধায়—
(আহা কিবা) সুধারাশি মৃদুহাসি অধরে খেলায়,
মোহিনী মূরতি তব মানস ভুলায়।

সত্যভামা। এ দাসী প্রেয়সী তব জানি গুণমণি,
পেয়েছে অধিনী—
নারীর বাঞ্ছিত ধন—স্বামীর সোহাগ।
নাথ! চিরদিন রেখো এই অনুরাগ।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সাধ্বী!
তোমাতে আমাতে র'বে চিরদিন প্রীতি।
শুন সুলোচনে,
মিলি' তুমি রুক্মিণীর সনে শুদ্ধমনে,
প্রত্যহ পুজিবে দুই জনে,—
রক্তজবা দিয়া পায়
জগৎজননী—অন্নদায়।
আসি যজ্ঞস্থান

অন্নপূর্ণা যদি নাহি হ'ন অধিষ্ঠান,
নাহি রবে মান।
করি অন্নদান ভুঞ্জাইতে ত্রিসংসার,
অন্নপূর্ণা বিনা শক্তি আছে কার?
লয়ে'ছি পিতার যজ্ঞভার,
অল্পদিন ব্যবধান,
কিন্তু চাই নানা অনুষ্ঠান,
বরাননে!—বারেক যাইব মন্ত্রণা ভবনে,
যতক্ষণ নাহি আসি,
সখী সনে সুখে ভাসি',
থেকো বসি' এই কুঞ্জবনে।

প্রস্থান।

ম সখী। কি সখী জিত হলো কি না?

ীয় সখী। পুরো আর কৈ হলো বল? হঁ্যা তবে কতকটা—

ম সখী। সখীর যে আর একটু তর সইলোনা—

ভামা। কি করবো বল্—আমার এই হাতেখড়ি।

ীয় সখী। দেখ সখী, তুই গুরুগিরি কত্তে আরম্ভ কর। এবিষয়ে তোর খুব বাহাদুরী আছে তুই বেশ গুচিয়ে যেতে পারবি।

ম সখী। তেমন পড়ো পেলে রাজি আছি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

অযতনে মিলূলে রতন, যতন করে কেবা তা'র।
সাগর ছেচে', রতন মেলে
তাই তারে পরে গলে
যত্নে গেঁথে করে হার।

প্রেমে যে চায় প্রাণ,
যে চায় প্রেমে খরটান,
মানে সে ঢাকুক্ বয়ান,
মিছামিছি ক'রে ভান—
ভেবে প্রমাদ, সোণার চাঁদ,
শেষে এই রাঙ্গা চরণ করবে সার।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

### কৈলাস।

( শিবদুর্গা—ভৈরব ভৈরবীগণ )

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল যৎ।

ভৈরবীগণ। কি মাধুরী মরি মরি,
আধ শ্বেত, আধ পীত শোভে শিবশঙ্করী।
ভৈরবগণ। বাবার্ শিরে জটাভার
(কিবা) চাচর চিকুর মা'র
ভৈরবীগণ। রজতে কনক হার, দেখ্‌রে শোভা নয়ন ভরি।
ভৈরবগণ। মা'র মাথায় জ্বলে মণি
বাবার শিরে ফোঁকায় ফণী
ভৈরবীগণ। মু'খানি মা'র সুধার খনি, হাঁস্‌ছে দিক আলো করি
ভৈরবগণ। চাঁদের আলো বাবার ভালে
(কিবা) কিরণ জ্বলে মা'র কপালে
ভৈরবীগণ। ভক্তিভরে মা মা বলে, আয় থাকি ঐ চরণ ধরি।

া। হে যোগী-কুল-ধ্যেয়-যোগী
ত্রিগুণ অতীত তুমি সর্ব্বশক্তিমান,
হয়ে সবার প্রধান,
দিবানিশি এক মনে বসি,
কহ কহ ভগবান, তুমি পুনঃ কর কার ধ্যান?

ব। হে দেবি! যাঁ'র পাই না সন্ধান,
সেই আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি,
যিনি প্রলয়-পয়োধি-জলে
বিধি বিষ্ণু ভুলাইতে ছলে,
শবরূপা হয়ে হযেছিলা ভাসমান—
আমি করি তাঁ'র ধ্যান।
যিনি সতী নাম ধরি'
দক্ষগৃহে অবতরি,
শঙ্করে করিতে গৃহী এ'লেন কৈলাস,
যিনি দশমহাবিদ্যারূপ করিলা প্রকাশ,
যাঁ'র হেতু দক্ষ-যজ্ঞ হলো নাশ;
যে আদর্শ-সতী,
শিক্ষা দিতে পতি-ভক্তি,
পতিনিন্দা শুনে কাণে বিসর্জ্জিলা প্রাণ,
আমি করি তাঁ'র ধ্যান।
যাঁ'র মৃতদেহ স্কন্ধে তুলি'
"দে সতী দে সতী" বলি,
হ'য়েছিনু পাগল সমান—
বিষ্ণুচক্রে অঙ্গ যাঁ'র হ'য়ে খান খান,

পড়ি' ধরাতলে হ'লো পীঠস্থান,
ভৈরব হইয়া আমি যেথা অধিষ্ঠান,
আমি করি তাঁ'র ধ্যান।
দক্ষযজ্ঞে তনু ছাড়ি'
গিয়া হেমন্তের বাড়ি,
উমারূপে যিনি হলেন প্রকাশ,
যাঁ'রে পুনঃ পেতে ফিরে,
করেছিনু মহাযোগ যোগাসন শিরে,
যে ধ্যান ভাঙ্গিতে মরিল মদন,
যেই শিবা শুভঙ্করী
অন্নপূর্ণা রূপ ধরি'
প্রকাশ করিলা কাশী,
ত্রিভুবন বাসীগণে দিয়া অন্নদান,
আমি করি তাঁ'র ধ্যান।

দুর্গা। হে ত্রিপুরারি!
গভীর ভাবের তত্ত্ব তব বুঝিবারে নারি,
দেব! কর প্রণিধান,
বসুদেব মহামতি দান-যজ্ঞে ব্রতী,
আসেন কৈলাসপুরী আপনি শ্রীপতি,
তোমা নিমন্ত্রণ দিতে,
আগুসারি মোরে নিতে,
লক্ষ্মীঅংশভূতা রুক্মিণী সুন্দরী,
সহ সত্রাজিতা সুতা,
হয়ে দোঁহে ভক্তিযুতা,

রক্ত জবা দিয়া পায়, পূজিছে আমায়,
পশুপতি পেলে অনুমতি তব ঠাঁই,
দ্বারাবতী যাই।

ব। বড় শুভ দিন আজ হে শঙ্করী,
নিরখিব হৃষিকেশ হরি,
বদনে বাঁশরী—বনমালা ধারী,
দ্বাপরের রূপ মনোহারী।
কটীবেড়া পীতধড়া
শিরে বাঁধা চূড়া দিবা শিখিপুচ্ছদাম।
অনুপম তনুশ্যাম সুবঙ্কিম ঠাম।
শ্রীদামের শাপ হেতু শূন্য ব্রজধাম,
ছাড়িয়া রাধায়
এসেছেন হরি তাই—দ্বারকায়,
রাধাশ্যাম দোঁহে মিলিবেন এক ঠাম।
দ্বাপরের লীলা শীঘ্র হবে শেষ,
আসিছেন হৃষিকেশ তুষিতে তাঁহারে
হৈমবতী ত্বরাপতি কর আয়োজন।

া। ঘরে কিছু নাই
কি দিয়া তুষিব কৃষ্ণে মনে ভাবি তাই।

ব। অন্নদানে যিনি জগৎ ভুঞ্জান
নিজ ঘরে তাঁর কিছু না থাকে সংস্থান—
হে শঙ্করি! এ রহস্য বুঝিবারে নারি।

র্গা। লক্ষ্মী সহ যাঁর চিরবাস,
গৃহী যেথা ভোলানাথ,

যত অনাসৃষ্টি নিয়ে যাঁহার ব্যাপার,—
বলে বলে আমি মানিয়াছি হার,
কৃপাদৃষ্টি সেথা হয় কিগো কমলার ?
একেত কমলা সহজে চঞ্চলা
এ কৈলাসে থাকা তাঁর বড় শক্ত কথা।
তাথেই তাথেই করি, দিবরাত্র ধরি—
বেতাল ভৈরব দল করে কোলাহল,
স্বামিশিরে বাস জীবনরূপিনী,—
যেথায় স্বপত্নী—স্বামী-সোহাগিনী,—
দিবানিশি করে কল কল,
নিত্য যে ঘরে কোন্দল
লক্ষ্মী আগে ত্যাগ করেন সে স্থল।

শিব। হে শঙ্করি ! উগ্রচণ্ডারূপ বড় ভয় করি ;
গণ্ডগোল দেহ ছাড়ি।
রাজরাজেশ্বরী
অন্নপূর্ণা যা'র ঘরের ঘরণী,
কিসের অভাব তার ?
কাত্যায়নী কর কব আয়োজন,
আতিথ্যে তুষিতে নররূপী নারায়ণ।

দুর্গা। তবে যাই—
খুঁজে পেতে দেখি গিয়া যদি কিছু পাই !
রাত্ না পোহা'তে, ভিক্ষা নিতে—
কেউ মা কেউ বাবা ব'লে—
কত আসে দলে দলে,

সবায় দিয়ে আঁট্‌তে নারি,
একা আমি কত পারি ?
আমি নারী তাই, এ ঘর চালাই !

(দুর্গার প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

ষ্ণ। কোথায় কৈলাস নাথ ?
করি প্রণিপাত পায়,
কোথা দুর্গে-দুর্গতি-দলনী,
লহ-লহ প্রণিপাত,
আশীর্ব্বাদ কর গো জননী—

। এস এস নরহরি
ওরূপ মাধুরী হেরি,
নয়ন সার্থক করি।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

। জয় জয় বৈকুণ্ঠবিহারী—
জয় পুরুষ প্রধান, নিখিল নিদানকারী।
জয় কূর্ম্ম মীন, বরাহ বামন রামরূপধারী।
জয় জয় বিশ্বভূপ
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ
মদন-মোহন রূপ গোপনারী মনহারী।
জয় বাঁশীর বয়ান বৃন্দাবন বনচারী।

বগণ। জয় জয় যশোদাদুলাল
জয় জয় ব্রজরাখাল
জয় গোবিন্দ গোপাল।

ষ্ণ। জয় জয় মহাকাল
চন্দ্র ভাল অহিমাল

সুবিশাল জটাজাল, ফিরে ঘিরে গঙ্গাবারি—
জয় মদন দাহন ত্রিলোচন ত্রিপুরারি।

ভৈরবগণ। ব্যোম ব্যোম হর হর
শিব শম্ভু মহেশ্বর
জয় জয় বাঘাম্বর ধর।

শিব। এস এস নারায়ণ
দেহ দেহ আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ। মনে পড়ে কি শঙ্কর?
দেবতা দানবে যবে মথিল সাগর,
সুধালাগি দৈত্যদল করিলে কোন্দল,
মোহিনী যুবতী ধরি
সুধাভাণ্ড কাঁকে করি',
সুরগণে সুধা করিয়া বণ্টন
ভুলাইনু দৈত্যগণ?
সেই একবার দিয়াছিনু আলিঙ্গন!

শিব। খুব মনে আছে!
চক্রীর মোহিনী চক্রে হারা হ'য়ে জ্ঞান,
আলিঙ্গন দান চেয়েছিনু কাছে।
হে মুরারি!
কখন পুরুষ তুমি কভু হও নারী,
মহিমা তোমার বুঝিবারে নারি,
যখন যেরূপ ধর
সবারে মোহিত কর।

শ্রীকৃষ্ণ। এস এস যোগীবর

হয়ে আধ হরি আধ হর
হই দোঁহে এক কলেবর।

(হরিহর মিলন।)

নিবেদন শুন ঠাকুর পঞ্চানন,
পিতা! বসুদেব,
করেছেন দান-যজ্ঞ আয়োজন,
দিতে নিমন্ত্রণ,
আসিয়াছি কৈলাস সদন,
আজ্ঞা হ'লে শূলপাণি
নিয়া ভবরাণী জগতজননী,
যজ্ঞে করি অধিষ্ঠান।
হে ঈশান! বর মাগি তব সন্নিধান,
নির্ব্বিবাদে হয় যেন যজ্ঞ সমাধান।
ং। যজ্ঞেশ্বর হরি যে যজ্ঞের নেতা,
যজ্ঞ বিঘ্ন কভু সম্ভবে কি সেথা?
লইলাম নিমন্ত্রণ—
যজ্ঞ ভাগ করিব গ্রহণ।
জানি জানি নারায়ণ,
পুরুষ প্রকৃতি হইতে মিলন,
এই যজ্ঞ আয়োজন।
হৃষিকেশ করি লীলা শেষ
নিজ স্থানে শীঘ্র করিবে গমন।
শ্রীদামের শাপ অবসান,
ভক্তাধীন ভগবান

রাখিলে ভক্তের মান।
আর এক কথা হরি কহি তব স্থান,
অন্নদার কিসে রোষ কিসে বা সন্তোষ,
বুঝিবারে নাহি পারি।
হে মুরারি! গিয়া তুমি তাঁ'র পাশ
যথাবিধি কর নিমন্ত্রণ,
যজ্ঞে যেতে কর আবাহন,
হে শ্রীপতি! হৈমবতী তুষ্ট তব প্রতি,
মিটাবেন মনআশ গিয়া দ্বারাবতী।

শ্রীকৃষ্ণ। চল চল শূলপাণি
জগতজননী যথা ভবরাণী
নিবেদিব মনকথা পূজি' পাদু'খানি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমে তেতালা।

আধ শ্বেত আধ শ্যাম, হরি হর এক ঠাম
হের হের শোভা মনোহর।
রজত ভূধর হর, শ্যাম নব জলধর।
এক পদে ডাকে ফণী, একে রুণু রুণু ধ্বনি
আহা দু'খানি তরণী, তরিতে ভব সাগর।
আধ অঙ্গে বাঘছালা, আধ পীতবাসে আলা
আধগলে হাড়মালা—আধ বন-ফুল-হার—
আধ অঙ্গ ভস্মে ঢাকা, আধ মৃগমদে মাখা
আধভালে তিলক্ রেখা, আধে শোভে সুধাকর।
এক করে ডমরু বাজে, এক করে চক্র সাজে
আধশিরে জটা রাজে, আধে চিকুর সুন্দর।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

বৃন্দা ও শ্রীদাম।

াম। বৃন্দে! এপথ দে' কি কাউকে যে'তে দেখেছ?

া। কই না!

াম। সেকি?

া। কেন শ্রীদাম কি হয়েছে?

াম। দেখ, একটী মেয়ে, এমন রূপ কখন দেখিনি', বোধ হয় কোন দেবকন্যা আমাদের ছলনা কত্তে এসেছিলেন।

া। চুপ কল্লে কেন বলনা?

দাম। আমরা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গোঠে যাচ্ছিলেম, তিনি আমাদের ডেকে বল্লেন, বাছারা! আর কাঁদিস্‌নে, তো'দের কৃষ্ণচন্দ্র প্রভাসে যজ্ঞ ক'চ্চেন তোরা ধেনু বৎস নিয়ে, সকলে মিলে সেখানে যা। যা বাছারা ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, এ শুভ সংবাদ দিগে যা।

দা। তারপর, তারপর?

দাম। এই কথা বলে, তিনি এই পথ দে' যে'তে যে'তে যে কোথায় অন্তর্ধান হলেন, তা' কিছু ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছিনি।

বৃন্দা। দেখ শ্রীদাম, তোমায় বোধ হয় ভ্রম হয়ে থাকবে।

শ্রীদাম। না বৃন্দে কখনই না।

বৃন্দা। এর আমি কিছুই কুলকিনারা ঠাউরে উটতে পাচ্ছিন

শ্রীদাম। বৃন্দে! বৃন্দে! ঐ দেখ ঐ দেখ, ঐ সেই দেবীমূর্ত্তি এই যে এই দিকে আসচেন—।

(পৌর্ণমাসীর আবির্ভাব।)

বৃন্দা। তাইত—তাইত, একি! একি!
রূপের ছটায়, হের হের বনভূমি
উঠিল উজলি,
সসম্ভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি,
বনদেবী দিলা রাঙ্গাপায়।
রক্ত জবা মালা কিবা শোভিছে গলায়,
দশনখে দশইন্দু পড়িয়া লোটায়!
সীমন্তে সিঁন্দূর বিন্দু হের কিবা জ্বলে,
দিব্যজ্যোতি ঝলমলে।
জিনি শতদল শোভে চরণ যুগল
আঁখি দু'টি জিনি নীলোৎপল।
পরিধান রাঙ্গাবাস,
বরাভয়-প্রদ হাঁসি মুখে পরকাশ,
চরণ চুমিছে এলোকেশ
আহা মা'র কিবা অপরূপ বেশ!
মা তুই কে মা? কোথায় থাকিস মা?

পৌর্ণমাসীর গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়লী।

ওগো কত লোকে কত নামে ডাকে
গুণে কি তা' বল্‌তে পারি।
কেউ বলে অভয়া, কেউ নিদয়া,
কেউ বলে পাষাণী, পাষাণকুমারী।
যোগেযাগে স্বামী থাকে,
সতিনীকে শিরে রাখে,
আমি সাড়া দিই সবার ডাকে, মুছাই সবার নয়নবারি।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দা! ব্রজবাসী নরনারী,
নিতি নিতি আসি' আমার মন্দিরে,
শত বর্ষ ধরি' সুখে করিল ক্রন্দন;
কে পারে বিধির লিপি করিতে খণ্ডন!
ছিনু তাই শক্তিহীন ঘুচা'তে দুর্দ্দিন,
হইয়া পাষাণী;
নীরবে শুনেছি সেই দুঃখের কাহিনী।
হ'লো সুপ্রভাত—ঘুচিল বিষাদ।
যাহ বৃন্দা কহ গিয়া ঘরে ঘরে,
কৃষ্ণচন্দ্র যজ্ঞ করে প্রভাসের তীরে;
নিমন্ত্রণ নাহি করে কেহ নিজজনে,
নিমন্ত্রণ মানা সে কারণে বৃন্দাবনে।
কোন দ্বিধা নাহি করি' মনে,
যেন যায় সবে কৃষ্ণ দরশনে;
করি আশীর্ব্বাদ—মনসাধ মিটিবে সবার।

পৌর্ণমাসীর অন্তর্ধান।

বৃন্দা। একি! একি!
বৃন্দাবন—অধিষ্ঠাত্রী দেবী পৌর্ণমাসী
মূর্ত্তিমতী হয়ে দেখা দিলা আসি!
মা'গো!
এতদিনে কৃপাদৃষ্টি পড়িল কি বৃন্দাবনে!
চল্ রে শ্রীদাম,
এ শুভসংবাদ দিতে ব্রজবাসীগণে।

উভয়ের প্রস্থান।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

নন্দ ও যশোদা।

যশোদা। কৈ গোপরাজ, কোথায় গোপাল?
বিনা কৃষ্ণধন ধৈর্য্য নাহি মানে মন;
আশার আশায় আর র'ব কত কাল!
দিন আসে, দিন যায় চলি'
কই ফিরে পে'নু নয়নপুতলি?
ব'লে গেল মুনি, এনে দিব নীলমণি,
অগস্ত্য-গমন প্রায় হেন মনে লয়—
মুনিবাক্য বুঝি ব্যর্থ হয়।

বল বিধি বল মোরে,
হারানিধি আর কবে পা'ব ফিরে?
ছেড়ে গেছে অঞ্চলের ধন,
কৃষ্ণহারা প্রাণে নাহি প্রয়োজন!
চল চল গোপরাজ,
প্রবেশি সলিলমাঝে জুড়াই জীবন।

ন্দ। রাণী! রাণী! হ'য়'না হুতাশ,
মুনিবাক্যে কেন কর অবিশ্বাস?
দেখ কিছু দিন আর,
হারানিধি নাহি পাই যদি,
পশি' যমুনাতে,
দোঁহে মিলি' একসাথে ত্যজিব জীবন।

যশোদা। গোপরাজ, নাহি কাজ দেখি' আর
অসার এ দেহভার চল করি পরিহার।
প্রাণের মমতা করি',
দিবানিশি মিছে জ্ব'লে মরি,—
মরণ মঙ্গল আমা দোঁহাকার,
মৃত্যু হ'লে হ'বে ভাল—পাইব নিস্তার।

(ব্যস্তভাবে বৃন্দার প্রবেশ।)

বৃন্দা। শুন শুন গোপপতি,—
শুন মা' যশোমতী,—
হেরিয়াছি অপরূপ অতি!
রক্তজবা-মালাপরা,
মুক্তকেশী—ভীতিহরা;

কোটী-শশী-প্রভা শ্রীমুখমণ্ডলে
ভগবতী পৌর্ণমাসী,—
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আসি আদেশিলা মোরে,
যাহ বৃন্দা ত্বরা ক'রে,
কহ গিয়া ঘরে ঘরে—
কৃষ্ণচন্দ্র যজ্ঞ করে প্রভাসের কূলে,
কোন দ্বিধা নাহি করি' মনে,
ব্রজবাসীগণে সবে যায় যেন তথা ;
মম বাক্যে কেহ যেন করে না অন্যথা,
গেলে প্রভাসের তীরে,
হারানিধি পা'বে ফিরে।
গোপরাজ নাহি করি' কালব্যাজ,
ত্বরাগতি কর সাজ কৃষ্ণদরশনে।
যাই এবে,
দেবীর আদেশ শুনাইতে সর্ব্বজনে।

(বৃন্দার প্রস্থান)।

নন্দ। বিষম দৈবের খেলা না পারি বুঝিতে।
দেবীর আদেশ প্রভাসে যাইতে ;
কিন্তু আকুলিত চিত
নানা ভাবে হয় তরঙ্গিত,
বড় ভয়—পাছে হয় হিতে বিপরিত।
শুন যশোমতী,
ত্যজে ব্রজভূমি কোথায় না যাইব,
আঁখি মুদি' কাঁদি' কাঁদি',

সেই কালরূপ হৃদয়ে হেরিব।

দা। নাথ, কেন কর দ্বিধা মনে?

চল যা'ব কৃষ্ণ দরশনে।

শীঘ্রগতি কর ভেরীর ঘোষণা,

যজ্ঞে যেন যায় সর্ব্বজনা।

নাথ! সহজে অবলা আমি, নাহি কোন জ্ঞান,

প্রবোধ না মানে প্রাণ,

হেরিতে হৃদয় মাঝে সে বংশী বয়ান;

হে যশোদা, শুন কথা—

প্রভাসে আসিয়া সবে নিমন্ত্রণ দিয়া,

করে কৃষ্ণ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান;

ব্রজবাসী শুধু জানে না সন্ধান।

বিনা আবাহনে,

গেলে যজ্ঞ দরশনে,

কৃষ্ণ যদি নাহি কয় কথা,

তা' হ'লে পা'ব ব্যথার উপরে ব্যথা।

কহ যশোমতী, কি হবে তখন?

শোদা। গোপরাজ!

নিজগণে নহে কভু নিমন্ত্রণ প্রথা;

কৃষ্ণ নাহি কথা কয় যদি,

নাহি তায়' কোন ক্ষতি;

কোলের নিধি পেলে কোলে,

সব দুঃখ যা'ব ভুলে।

দ। যশোমতী, যশোমতী,—

গোপাল ভূপাল এবে,
অমাত্য রাজন্যগণে বেষ্টিত সতত,
দ্বারে তার আছে দৌবারিক কত শত,
রাজদ্বারে দীন দুঃখী পশিতে না পারে।
কৃষ্ণশোকে একে কণ্ঠগত প্রাণ,
তাহে' হ'লে অপমান,
অভিমানে নাহি র'বে প্রাণ।

যশোদা। যায় যাবে প্রাণ,—
তবু যা'ব কৃষ্ণ সন্নিধান।
গোপরাজ! গোপরাজ!
নির্ম্মম নিষ্ঠুর তুমি পাষাণে নির্ম্মাণ,
আপন সন্তানে তাই কর পরজ্ঞান।
গোপাল! গোপাল! পিতা তো'র হইয়াছে পর,
কিন্তু পুড়ে নিরন্তর—মায়ের অন্তর;
সমভাবে শতবর্ষ ধরি,
কেঁদেছে অভাগী দিবস শর্ব্বরী।
নাহি কাজ তব গিয়া গোপপতি,
মোরে দাও অনুমতি—
প্রভাসে করিতে গতি।
একি! মা'! মা'! বলে কে ডাকিল ওই!
গোপাল! গোপাল! কৈ?—কৈ?
কোথারে বাছনি—কোথা নিলমণি,
ধাঁড়া ধাঁড়া নিয়ে যাই ননী।

(যশোদার বেগে প্রস্থান)

প্রমাদ ঘটিল নিয়ে যশোদায়!
একি দায়! একি দায়!
পাগলিনীপ্রায় ধাইল কোথায়?
রহ রহ যশোমতী,
তোমারও যে গতি, আমারও সে গতি—
একসাথে দুই জনে,
চল—যা'ব কৃষ্ণ দরশনে।

প্রস্থান।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## চতুর্থ-গর্ভাঙ্ক।

### শ্রীরাধার কক্ষ।

শ্রীরাধা।

শ্রীরাধা। দ্বাপরের লীলা সাঙ্গ করি',
নিজস্থানে যাবেন শ্রীহরি।
ভক্তে দিয়া শাপ,
পেয়ে বড় মনস্তাপ,
তাই এ বিচ্ছেদ-সংঘটন;
শতবর্ষ কৃষ্ণহারা করিনু রোদন।
বড় সাধ ছিল মনে—
মিলিতে শ্যামের সনে,

পুনঃ এই লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে ;
কিন্তু সাধ হ'লে কিবা হয়,
সেই ইচ্ছাময়,—
যাঁর ইচ্ছামতে সব হয়,
ইহা তাঁ'র ইচ্ছা নয়।
দ্বারাবতী, বৃন্দাবন,
উভয়ের মধ্যস্থলে প্রভাসের কূলে,
পুরুষ প্রকৃতি ঘটিবে মিলন।
শ্রীদামের শাপ অবসান,
কিন্তু অনুমতি না দিলে আয়ান,
নাহি পারি যেতে কোন স্থান।
তপে তুষ্ট হরি, ভক্তে দিলা বর,
তাই আছি আয়ানের ঘর ;
দিয়া ভক্তে দিব্যজ্ঞান
যা'ব শ্রীহরির সন্নিধান।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। ব্রজেশ্বরি ! শুনিয়া নন্দের ভেরী,
ব্রজবাসী নরনারী সব,
সারি দিয়া চলে করি' কলরব ;
কি ভাবে না জানি ওগো ঠাকুরাণী,
তুমি শুধু আছ ব'সে।

শ্রীরাধা। ভক্তিডোরে বাঁধা আয়ানের ঠাঁই,
বহুদিন ধরে আছি তাঁর ঘরে,
বিনা তাঁ'র অনুমতি যেতে শক্তি নাই।

। সেকি কথা ব্রজেশ্বরী?
চল চল ত্বরা করি।
দেবী পৌর্ণমাসী দিলা অনুমতি—
প্রভাসে করিতে গতি।

ধা। বৃন্দা, কৈ তা পারি?
সাতজন্ম ধরি',
করিয়া কঠোর তপ, তুষ্ট করি' হরি,
আয়ান পেয়েছে বর,
অচলা হইয়া আমি র'ব তাঁ'র ঘর।
বিনা তাঁ'র অনুমতি, মোর নাহি র'বে শক্তি,
কোথা করিবারে গতি।

দা। তা এ আর বেশী কথা কি?
ব্রহ্মাণ্ড মোহিত মায়াজালে যাঁ'র
আয়ানে ভুলা'তে লাগে কতক্ষণ তাঁর?

রাধা। না—না বৃন্দে!
ছলনা উচিত নয় ভক্তের সহিত।

।। দেবীর যে বড় টান দেখ্‌চি!

রাধা। অসঙ্গত নয়,—
একে একে সাতজন্ম যে করিল ক্ষয়,
হ'য়ে আমাতে তন্ময়,
তাঁ'র তরে যদি প্রাণ নাহি গলে,
লো বৃন্দে! তা' হলে ভক্তবৎসল ব'লে,
কে ডাকিবে মোরে আর?
নামে হ'বে কলঙ্ক প্রচার।

বৃন্দা। তবে কি প্রভাসে যা'বে না?

শ্রীরাধা। যা'ব বই কি বৃন্দে;
বিদায় মাগিব আয়ানের পাশ,—
যাইতে প্রভাস।
হরিহারা হয়ে র'ব কত দিন আর?
অনিবার কাঁদে প্রাণ,
বিনা সে বংশীবয়ান!
যা' বৃন্দা, কহ গিয়া সখিগণে,
আসিতে নিকুঞ্জবনে,
মিলি সেথা সবাকার সনে,
যা'ব শ্যাম-দরশনে।

বৃন্দা। ঠাকুরাণী, এ লীলাখেলার কি শেষ নাই?
এখন যাই, কহি গিয়া সখিগণে জনে জনে,
আসিয়া মিশিতে নিকুঞ্জ বনে।

(উভয়ের প্রস্থান।

আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। আমাতে কি আমি আছি?
একটু হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি!
দু'চোখে দেখ্‌চি ধোঁ,
কাণ করচে ভোঁ ভোঁ!
চোঁচা দৌড়ের চোটে,
খিল ধরেছে বুকে পিটে!
দৌড়্ ঝাঁপ্ কি আমার পোশায়?
তবে কি করি প্রাণের দায়!

সে কথা শুনে কি ছিল জ্ঞান ?
কুটিলা গে' দিলে সন্ধান,—
'দাদা ভারি সর্ব্বনাশ !
বউ চলেছে প্রভাস্ !'
মাথায় ভেঙ্গে পড়্লো আকাশ !
পড়ি ত মরি—ছুটে এ'নু তাড়াতাড়ি করি'।
তাই ত—এযে দেখি সত্যি কথা,
খালি ঘর—রাধা কোথা ?
হ'য়ে আমার মত রূপধারী—
কন্দর্পের দর্পহারী,
ঘরে আনেন যিনি রাঙ্গা নারী,
তাঁ'র সাত পুরুষের ঝক্‌মারি !
তাঁ'র বিপদ ভারি !
প্রাণে প্রাণে খায় না মিল,
স্বস্তি নাই এক তিল।
দিবানিশি সন্দ মনে—
ঐ—কথা কইলে কারুর সনে !
ঐ—চাইলে কারুর পানে !
ঐ—চ'ল্লো বুঝি সঙ্কেত স্থানে !
মিছে রূপের মোহে ভুলে,
এ হেন নিষ্কলঙ্ক কুলে,
দিলেম্ কলঙ্কের ধ্বজা তুলে !
আমার কিছু মেটে হাল,
আজ থেকে ধর্‌লুম্ কড়া চাল,

আমি আয়ান ঘোষ !
যম আমাকে ডরে,
জ্ঞান থাকেনা রাগলে পরে !
দেখি রাধা যায় কেমন কোরে।
ঐ আসে রাধারাণী,—
যাই হো'ক দিব্যি রূপ খানি !

(রাধার প্রবেশ।)

হুঁ—হুঁ—সব জানি।

শ্রীরাধা। কেউ কিছু লাগিয়েছে বুঝি !

আয়ান। বড় কেউ নয় !
সব জানে সে—কোথায় কি হয় !
সে বড় কঠিন জন,
তা'র কাছে রাম না হ'তে রামায়ণ !

শ্রীরাধা। আর কে ননদিনী ঠাকুরাণী বুঝি ?
কি ব'লেছেন শুনি ?

আয়ান। এই প্রভাসে যা'বার কথা,—

শ্রীরাধা। ওঃ ! তাই ভাল, দেখ, যদি যা—ই—

আয়ান। আহা—হা ! অত সুখে আর কাজ নাই !

শ্রীরাধা। দেখ যা—ই যদি—ব'লে যা'ব।

আয়ান। আমি প্রায় এমনি হাবা ছেলে কিনা,
তোমায় ছেড়ে দেব !

শ্রীরাধা। তোমার স্বভাব—মিছামিছি গোল করা।

আয়ান। সাধে করি গোল ?
চারিদিকে বেজেছে কলঙ্কের ঢোল।

রাধা। ও কথা এখন থাক্।
য়ান। চাপাচাপি হ'লেই থাক্!
তুমি ভারি চালাক!
আজ বেশ ভূষার দেখচি যে ভারি জাঁক!
কাণ্ডখানা কি শুনি?
রাধা। শুনে কাজ নাই তবে দেখ—

(আয়ানের গাত্র স্পর্শ করণ।)

হে আয়ান! দি'নু দিব্যজ্ঞান
এবে দেখ দেখি মোরে
কেবা আমি কেন আছি তব ঘরে?
য়ান। তাইতো তাইতো একি! একি।
এযে পূর্ণ-ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে নিরখি
অহো! কি বিরাট ছবি!
কোটী কোটী শশী রবি গ্রহ শনৈশ্চর,
সাগর ভূধর সহ বিশ্বচরাচর,
অঙ্গে অঙ্গে ফেরে আবর্ত্তন করি,
সত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণ আধার,
নানা মূর্ত্তি ধরি দেবী করিছে বিহার—
কখন সাকার—কভু নিরাকার!
কভু ভীতিহরা।
বরাভয়প্রদ হাসি বদনে বিকাশি'
কভু ভীমাভয়ঙ্করা,
কালী তারা দশমহাবিদ্যা রূপধরা।
দৃষ্টি মাত্র কত সৃষ্টি হতেছে সৃজন,

কটাক্ষে সে সব পুনঃ পাইছে নিধন!
চিনেছি চিনেছি তোমা অচিন্ত্য রূপিণী,
তুমি বিশ্বপ্রসবিনী সবাকার সার,
কোটী কোটী নমস্কার চরণে তোমার।
হরিতে ধরার ভার
হরিসনে অবতার,
ধন্য ধন্য লীলাময়ী মহিমা তোমার।
পাইয়া পরেশ মণি,
মোহবশে নাহি চিনি,
হে বিশ্বজননী!
ভে'বেছি তোমায় মনে ঘরের ঘরণী,
কহেছি কুকথা প্রাণে দি'ছি ব্যথা,
হ'য়ে জ্ঞান হত যন্ত্রণা দিয়েছি কত,
কহ কহ আদ্যাশক্তি, কি হবে আমার গতি,
কিরূপে তরিব এ ভব জলধি?

শ্রীরাধা। হে আয়ান!
পত্নীভাবে মোরে করিতে দর্শন,
তাই কহিয়াছ কুবচন,
গৃহীধর্ম্ম ক'রেছ পালন,
কোন দোষ ইতে হয়নি ঘটন।
শুন শুন মতিমান,
ব্রজলীলা অবসান, যাব নিজস্থান,
বদ্ধ আমি সত্যপাশে,
থাকিব তোমার পাশে,

বিনা তব অনুমতি নাহি র'বে শক্তি
কোথা করিবারে গতি,
অনুমতি চাই, প্রভাসে যাইতে তাই।

ান। হে আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি,
শক্তিহীনা তুমি যদি,
কোথা করিবারে গতি,
আগে দেই বর পূর্ণ কর মনস্কাম,
অন্তে যেন পাই দিব্য ধাম;
তারপর করো গতি, যথা ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়ী।

ধা। আয়ান! মায়া মোহ পরিহরি
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি
প্রবেশি গহন বন,
তপে দেহ মন,
অন্তে পাবে বৈকুণ্ঠ ভবন।

(প্রস্থান)

# তৃতীয় অঙ্ক।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

### রাধা-কুঞ্জ।

শ্রীরাধা

শ্রীরাধা। শুন শুন কুঞ্জবন!
শুন তরুলতাগণ,
শুন শুন শুক সারী ময়ুর ময়ুরী,
শুন শুন তুমি ওগো ব্রজভূমি,
যাব সবে পরিহরি
প্রভাসে যথায় হরি,
বিদায় লইতে তাই
এসেছি সবার ঠাঁই,
আয়ান-ঘরণী বলে,
লীলা ছলে ছিলাম গোকুলে,
তাই নিত্য নিশা আগমনে,
গোপনে শ্যামের সনে,
মিশিতাম গিয়া কুঞ্জবনে।
অভিসারে আসি বলে,
ননদী ধরিতে এলে,
তোরা তরুকুল তুই লো লতিকা,
কভু বিভীষিকা দেখাইয়া,

ছলনা করিতে তা'রে।
কভু গাঢ়তম ছায়া প্রসারিয়া,
লুকাইয়া রাখিতে আমায় ;
"কেহ নাহি বলি"
ননদিনী যেত চলি হতাশ হইয়া।
শ্যাম সনে আলাপনে নিশি জাগরণে
পড়িতাম যদি ঘুমাইয়া,
দি'ত জাগাইয়া,
রাই জাগ রাই জাগ বলি—করিয়া কাকলী
বনচারী যত শুকসারী।
পশু পাখী তরুলতা
সবাকার কাছে, আছে রাধা ঋণে বাঁধা,
ছেড়ে যেতে চাই,
চলেনা চরণ, তাই ফিরি ফিরি চাই।

(ব্রজভূমির উত্থান)

জভূমি। অভাগিরে পরিহরি
কোথা যাও ব্রজেশ্বরী ?
পদাশ্রিতা জনে,
ঠেলিছ চরণে কি দোষে কহনা ?
কলঙ্ক রটনা হবে দয়াময়ী নামে তব।
বিনা ও রাঙ্গা চরণ দু'খানি,
কিছু নাহি জানি,
ফিরে চাও কোথা যাও ওগো ঠাকুরাণী।
তব লীলাভূমি বলি,

বৃন্দারণ্য এত ধন্য পুণ্যধাম এত ;
হইয়াছি শোভাহত,
কাঁদি অবিরত কৃষ্ণহারা হয়ে,
বুক বেঁধে আছি শুধু তোমা ল'য়ে,
তুমি আছ তাই আছে আশ,
পীতবাস আসিবে আবার,
অঙ্গে মোর করিতে বিহার।
নিশিথে নিকুঞ্জে পুনঃ বাজিবে বাঁশরী,
পুনঃ চারু শোভা ধরি,
হাসিবেক বনরাজি নবসাজে সাজি,
শুনি বাঁশরীর গান,
ভাসমান হ'বে সবে সুখের সাগরে।
বড় সাধ ছিল মনে—
নিরখিব নিধুবনে—ঝুলনের লীলা,
ফাগুনে ফাগের খেলা আবিরে রঙ্গিলা,
যত ব্রজনারী হাতে পিচকারি,
মারিছে কুঙ্কুম ছুড়ি—এ উহার গায়।
এলে চারু চৈত্রমাস,
মহারাস পূর্ণিমানিশায়।
ব্রজেশ্বরী থাক থাক,
ব্রজ ছেড়ে যেওনাক,
তুমি গেলে অন্য কোথা
হেন পবিত্রতা রবেনা আমার,
রবেনা গৌরব হব হতমান,

শ্মশান সমান হবে ব্রজধাম,
হওনা হওনা বাম ওগো দয়াবতী
অধিনীর প্রতি।

রাধা। শুন শুন ব্রজভূমি বচন আমার
কর শোক পরিহার!
ছিল সাধ মনে
হরিসনে এইখানে মিশিতে আবার,
কিন্তু শ্রীনিবাস,
যাইতে প্রভাস করিলেন অনুমতি
তাই সেথা করি গতি ;
যত দিন রবে সৃষ্টি,
কৃপাদৃষ্টি রবে তব প্রতি,
হ'বে তুমি নিত্য লীলাভূমি,
এলে নিশি হেথা আসি,
নিতি নিতি করিব বিহার,
মনসাধ মিটাব তোমার।
ধরা মাঝে হ'বে পুণ্যধাম,
নিলে তব নাম,
পাপ তাপ রবেনা কাহার,
মুক্ত হ'বে স্বর্গের দুয়ার।
হে ব্রজ! তব রজ যে মাখিবে গায়,
শমন না ছোঁবে তায়!

ব্রজভূমি। দেবি! শুনিয়া শ্রীমুখে তব আশ্বাস বচন,
প্রবোধিত হ'ল মন।

একান্ত প্রভাসে যদি করিবে গমন,
নিবেদন এক রাখ ঠাকুরাণী—
তবে ছেড়ে দিব চরণ দু'খানি।

শ্রীরাধা। কি শুনি—

কীর্ত্তনের সুর।

চরণে চরণ রাখি'
(একবার) তেমনি করে দাঁড়াও দেখি মন ভোলান মোহন ঠামে
যে রূপে ভুলাতে সবে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ বামে।
তেমনি ক'রে বিনোদ বেশে, তেমনি ক'রে হেসে হেসে
যুগল রূপে দোঁহে এসে সদা বিরাজ ক'র হৃদয়ধামে।

শ্রীরাধা। তথাস্তু !

প্রস্থান।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পীতধড়া, বনমালা, বাঁশী ও বনফল লইয়া রাখালবালকগণের
গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

আয় সবে আয়, রাখাল রাজায়, আনতে গোকুলে।
কত ব্যথা, প্রাণে গাঁথা, দেখাব তায় হৃদয় খুলে।
দেখরে দেখ সাড়া পেয়ে, ধেনু বৎস এলো ধেয়ে,
পথ ঘাট গেল ছেয়ে, ব্রজ ছেড়ে সবাই চলে
(রাখাল রাজায় দেখবে বলে)
আহা কানুর গুণে সবাই ভুলে।

(রাখাল বালকগণের প্রস্থান)।

শ্রীরাধা ও সখীগণের প্রবেশ।

া। দেবী বহুদূর প্রভাসের পথ
মনোরথ গতি চড়ি রথ,
কর কর গতি যথায় শ্রীপতি।
জিনিফুলদল, অতি সুকোমল
চরণ যুগল,—
চলিলে চরণ পদ্মে লাগিবেক ব্যথা
রাখ কথা,
চল রথে চড়ি যথায় শ্রীহরি।

রাধা। না—না বৃন্দে!
কষ্ট বিনা নাহি হয় কৃষ্ণ দরশন।
পেতে সেই পীতবাস
ছিঁড়িয়া সংসার পাশ কেহ পশে বনে,
কেহ থাকে অনশনে।
কেহ ভস্ম মাখে
কেহ জটা রাখে শিরে,
কেহ ফিরে দণ্ড কমণ্ডলু ধরে।
পদব্রজে চল যাই তথা
ব্যথাহারী হরিবেন ব্যথা।

ন্দা। তাই হ'ক ব্রজেশ্বরী
কৃষ্ণ নাম নিয়ে মুখে
প্রভাসের অভিমুখে, চল সবে যাই,
কৃষ্ণ হবে অনুকূল,
অকূলে পাইব কূল।

ললিতা। ওলো! তোরা এগো, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

বৃন্দা। ক্যানলা, তোর হলো কি? কারুর জন্যে কি খেলি নাকি? কেউ নাম কচ্চে বুঝি?

ললিতা। হ্যাঁলো হ্যাঁ, তুই ও দাঁড়িয়ে যা তোকে একটু ভাগ দেবো এখন—

বৃন্দা। না ভাই! আমি তাতে নেই—ভাগের জিনিস ভে কোরে আমার পেট ভরে না।

ললিতা। তোকে না হয় একচেটে করে দেবো এখন।

বৃন্দা। তাই ত লো, তুই হলি কি? এখন রসিকতা ই কর, আগে থাকতে সব খরচ করিস নি শেষে টান টানি পড়বে।

ললিতা। বালাই! এ আমার অক্ষয় ভাণ্ডার—

বৃন্দা। না হয় বাবু আমারি হার
এখন ব্যাপারটা কি শুনি।

ললিতা। ঐ ঐ অমন ক'রে আড় নয়ানে
চাসনে ভাই আমার পানে
এক বলতে বলব আর,
মুখের কথা হবেনা বার।
সইলো সই,
দেখলে তোরে অবাক্ হয়ে রই
শোন্‌লো সই প্রাণের কথা কই।

বৃন্দা। না ভাই শুনে কাজ নাই
আমারও ভয় তাই,
অধর কোণে তোর ওই যে হাসি,

হাসি নয়, ও প্রেমের ফাঁসি,
ভ্রূ দু'টি তোর কামেরধনু
জুড়ে তায় নয়ন বান্
অমন করে দিস্‌নে টান্।
প্রেমে জর জর হয়লো তনু।
দেখ্‌লে তোর ও চাঁদ বয়ান
উথলে উঠে প্রেমের তুফান—
বিনা মূলে লোকে বেচে প্রাণ।
পড়ে প্রেম পাথারে—
শেষ কালে কি পড়্‌বো ফেরে!
কাজ নাই ভাই যাই সরে—

লিতা। বৃন্দে বৃন্দে কোথা যাস
মাথা খাস্ দাঁড়া দাঁড়া।

ন্দা। কি বল্‌বি তবে শীঘ্র বল সাবধানের বিনাশ নাই
আমি ভাই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াই।

রাগিণী সিন্ধু-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

প্রাণ বিকায়ে কালায় নিয়ে
কেনা কুল মানে দেয়লো কালি।
তাই করেছি দান, কালায় প্রাণ
গায় মাখিনা লোকের গালাগালি।
বাঁকা বঁধুর বাঁকা মুরতি
বিরলে সবে করে আরতি
(জানি জানি) যে যুবতী যত সতী
অসতী যত আমরা খালি।

বৃন্দা। ঠিক্ বলেছিস ভাই, চল যাই—
কালা কলঙ্ক সাগরে দিয়ে ঝাঁপ
জুড়াই গে' বিরহ সন্তাপ।

(সকলের প্রস্থা·

নন্দ, উপনন্দ ও যশোদার প্রবেশ।

নন্দ। দেবী পৌর্ণমাসি!
যত দিন নাহি আসি নিয়া কৃষ্ণধন,
ব্রজপুরী করিও রক্ষণ।
দেব দেবী বর মাগি সবাকার ঠাঁই—
যেন ফিরে পাই হারাণ রতন।

যশোদা। গোপরাজ! গোপরাজ!
সেই মোর ব্রজভূমি, সেই বৃন্দাবন
যথা মোর কৃষ্ণধন।
হের হের ঐ বামে শিবা ধায়,
ঐ শুন দ্বিজে স্তুতিপাঠ গায়,
থাকি থাকি নাচে বামআঁখি
মঙ্গল নিমিত্ত দেখি,
গোপরাজ নাহি কাজ করি কালব্যাজ
ইষ্টদেবি স্মরি, চল চল শুভযাত্রা করি।

নন্দ। যশোমতি! যশোমতি!
কৃষ্ণশোকে তুমি শোকাতুরা অতি
নাহিক শকতি পদ-ব্রজে করিবারে গতি,
পুরনারী সনে, রথ আরোহণে
চল কৃষ্ণ দরশনে।

যশোদা। না না গোপপতি! আরোহিয়া যান,
যেতে নাহি তীর্থস্থান।
কৃষ্ণে পা'ব ব'লে
নববলে পূর্ণ এভগ্ন হৃদয়।
হৃদয়—আনন্দময়,
পদব্রজে অনায়াসে যাইব প্রভাসে।

নন্দ। তবে তাহাই হউক,
উপনন্দ! নিয়ে সব পুরনারী,
আমি যাই আগুসারি,
এস তুমি ত্বরিত গমনে।
ভাল করে সবে করিও আরতি—
রথে চড়ি করিবারে গতি!

উপনন্দ। গোপপতি! গোপপতি!
রথে চড়ি কেহ নাহি চায় করিবারে গতি।
ঐ হের নরনারী,
পদব্রজে সবে চলে সারি সারি।
শুধু জরাজীর্ণগণে চলিয়াছে রথ-আরোহণে।
হে গোপকুলমণি! অগ্রগামী হউন আপনি,
নিয়ে দধিদুগ্ধ ভার, যজ্ঞ উপহার—
অন্য অন্য গোপগণে
পশ্চাৎ মিশিব তোমাদের সনে।

(নন্দ ও যশোদার প্রস্থান। ভারবাহীগণের প্রবেশ)।

উপনন্দ। বেটারা যেন সব মেকুড়-বাচ্ছা
খালি সার গাল্‌পাট্টা আর মালকোচা।

আস্‌ছে দেখ গুটি গুটি
আজ বার করবো ভিরকুটি।
পেলে ডাল রুটি
গেড়ে বসে যেন খুঁটি।
বার করে সিকন্দরী পেট,
আর কাজের বেলা মাথা হেঁট।
জন্ম নিয়ে গয়্‌লার ঘরে,
নড়্‌তে নারিস ভারের ভরে?
তো বেটাদের হয়েছে কি?

প্রঃ গয়লা। ছোট রাজা মশায় কি আর বল ব'লবো তোমায়,
খুব যা হোক্ আক্কেলখানা,
ভারের চোটে ভাঙ্গছে ঘাড়
তবু তুমি ঝাড়্‌ছ গাল—
এ ভার নয় ত, যেন মন্দর পাহাড়।

দ্বিঃ গয়লা। উনি গরীবের যম
একটু খানি নিতে দেন্‌না দম।
একবার ভাই এই খানে ওলা—

উপনন্দ। খবরদার বেটা নড়েভোলা—

তৃঃ গয়লা। ছোট রাজা মশায়,
আমার ঝিন্‌ঝিনি ধরেছে পায়—

উপনন্দ। সব সেরে যাবে ঘা' কত পড়্‌লে গায়।

চঃ গয়লা। বলি ছোট মশায়,
আপনি একটু আগু নিন্
র'য়ে ব'সে আমাদের যেতে দিন

এ তাড়াতাড়ির কাজ নয়।

গয়লা। ঠিক্ বলেছ মোর ভাই ?
তোর বালাই নিয়ে ধুয়ে খাই।
এই কত্তে গিয়ে তাড়াতাড়ি
ভেঙ্গে ফেলেছি ক্ষীরের হাড়ি।
বেটক্করে ঠোক্কর খেয়ে
রক্ত ছুটেছে ফিন্‌কি দিয়ে,
গা কচ্ছে রিমি ঝিমি,
বুঝি বা যাই ভিরমি,
লাগে বুঝি দাঁতকপাটী—

নন্দ। তাইত, তাইত, একেবারে সব করেছিস মাটি, এক ধার একেবারে চুরমার, কেমন করে বইবি ভার।

গয়লা। আজ্ঞে তার আর ভাবনা কি, পাষাণ ভেঙ্গে নেবো।

নন্দ। বেটা হেঁয়ালি ছেড়ে সাফ কথা বল্।

গয়লা। এই সোজা কথাটা বুঝলেন না ?
এই বাঁক যেন দাঁড়িপাল্লা,
ফাঁকের ঘরে গুঁজে ঢেলা
দুধার সমান করা,
গয়লা জেতের আছে ধারা।
উপনন্দ মশায় করোনা রাগ,
এখন ও ঘুচেনি কাঁধে বাঁকের দাগ,
আজ না হয় সুখের দশা,
তা' বলে ভুলে যেও না জাত-ব্যবসা !

নন্দ। রাখ্ বেটা তোর লম্বা কথা,

প্রঃ গয়লা। হক্ কথা বল্লেই গায় লাগে!

উপনন্দ। তোল্ বেটারা ভার তোল,
ফের যদি করিস গোল,
মারের চোটে ভাঙ্গবো হাড়,
আরো দেবো দুনো ভার!

প্রঃ গয়লা। আজ্ঞে মাপ করবেন,
এর উপরে দিলে চাপান,
হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে যাবে প্রাণ।

দ্বিঃ গয়লা। আজ্ঞে চেপ্টে চিঁড়ে হয়ে যা'ব—

তৃঃ গয়লা। ছোটরাজা মশাই একটা কথা সুধাই—

উপনন্দ। আজ্ঞে করুন মশাই!

তৃঃ গয়লা। জানছিলুম কতদূর সেই যজ্ঞি-বাড়ী?
শুনছি নাকি খুব লম্বা পাড়ি—

উপনন্দ। কেন কি হয়েছে?

তৃঃ গয়লা। আজ্ঞে ছিঁড়ে গেছে আমার সিকের দড়ি—

উপনন্দ। যত বেটা আনাড়ি মরতে এসেছিস্ আগে বাজ
কাছে চল্, পাবি এর প্রতিফল। তোর বাঁক কে
খালি বল্?

ষঃ গয়লা। আজ্ঞে আমার নেই রপ্তানী, কত্তে হবে কিছু
আমদানী;—রাজা মশাই খালি বাঁক নিয়ে যাচ্ছি
তাই।

উপনন্দ। বেটারা হাতে বহরে লম্বা চৌড়া কথা শিখ্লি
কোত্থেকে, বেটারা যেন কেষ্ট বেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে—

ষঃ গয়লা। আজ্ঞে ঐ যা নাম কল্লে—ঐ বটে, এই খালি বাঁকের

এক দিকে সেই রামাকে, আর এক দিকে সেই গোপালকে চাপান দিয়ে, একেবারে সটান্ গোকুলে এনে হাজির করবো।

পনন্দ। দূর বেটা বক্কেশ্বর, গয়লার বুদ্ধি কি না! কত হবে!

গয়লা। গয়লা গয়লা করেন কেন? নিজে কি? আকাশে ঢিল ফেল্লে নিজের গায়ে পড়ে আমার কাছে বাবা সত্যি কথা!

পনন্দ। আরে মূর্খ, গোপাল এখন রাজা—তাঁর ধনুকাঁধরা, আসে পাশে ফিরে তার পাহারা, কেন মিছে যাবি মারা।

ঃ গয়লা। আরে ঠাকুর থামনা,
আমি এম্নি হাবা ছেলে কি না,
ব্রজে আছে যত চোয়াড়,
সব কটাকে করেছি যোগাড়,
তুড়িলাফ্ খেয়ে যা'ব,—
আর ধরে আন্‌বো।

উপনন্দ। কোন্ কোন্ বীর পুরুষ তোকে এতে সহায়তা করবে? তা'দের নাম ধাম গুণগ্রাম একবার শুনি।

ষষ্ঠ-গয়লা। এক ধার থেকে শুনে যান,—
সেই ডাংপিটে, আক্‌কাটা,
দাঙ্গাবেজে মুখফাটা,
"ভুঁয়ে মামা" নাদাপেটা,
দেখেছেনত তা'র দেহের বহর,
দিন দিন বাড়ছে যেন তিলভাণ্ডেশ্বর।
তার পর "রেজো ভদ্দর",
গ্যাঁটা গোঁটা লম্বোদর,

খ্যাটে কুম্ভকর্ণকে মানায় হার,
সেটি ভুঁয়ে মামার জুড়ীদার,
পাশাপাশি থাকলে—কে কোনটী চেনা ভার।
এসেছে কোঁকড়াচুলো মস্ত কবি,
আদি রসের জ্যান্ত ছবি,
নামটি তার শৈলেশ্বর
গোঁতোমির অবতার।
আর হচ্ছে কম্‌বক্তার "সীতেনাথ,"
সবজান্তা বেজায় ওস্তাদ্‌,
সে একা করতে পারে বাজীমাত।
ঘোরে বন্‌ বনাবন্‌ যেন চরকা,
এয়েছে তড়বড়ে বেঁটে "কন্‌কা,"
তাই করে যা ধরে কোট্‌,
"কাঙ্গালী" তোথড় লোক সে সবলোট্‌।
নিষ্কর্ম্মা বারমাস,
জুটেছে মাথা পাগ্‌লা "চণ্ডেদাস"।
নাছাড়বন্দা ছিনে জোঁক,
এয়েছে 'সুজ্জি' আছে যার বেজায় রোক্‌।
এয়েছে "ভোলা দাদা" মাথার চুড়ো,
এয়েছে সেই রসের গুঁড়ো
আক্‌ড়াধারী "শিবুখুড়ো"।
যে যেথায় ছিল এসেছে সব
এয়েছে সেই গণার ভাই "গুড়ুক ভৈরব"।

উপনন্দ। আচ্ছা চল্‌, অত হেঙ্গামা করতে হবে না। গোপাল

আপনা হতে গোকুলে আসবে, গোপালের কাছে ওসব গুণ্ডামী খাটবে না। কত তা-বড় তা-বড় অসুর তার কাছে তল হয়ে গেল, এখন ভার নিয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল্, আর দেরি করিস্ নি।

সকলে। দিবানিশি কেঁদে কেঁদে ফেলে চোখের জল,
দেহে আর নাহি বল।

উপনন্দ। আচ্ছা, আচ্ছা, আর দুঃখ কর্‌তে হবে না; এবার গোপালকে নিশ্চয় পাবি।

সকলে। সত্যি নাকি, সত্যি নাকি? এ কথা শুনে প্রাণটা আহ্লাদে আট্‌খানা হয়ে গেল; এখন তুমি হুকুম দাও, ভার তো তুচ্ছ কথা—চন্দ্র সূর্য্যি দু'বেটাকে, দু' বগলে করে নিয়ে যেতে পারি।

উপনন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ খুব বাহাদুর! এখন যে কাজের জন্য এয়েছিস্ সেই কাজ কর্।

রাগিণী মিশ্র কালিঙ্গড়া—তাল কারফা।

হো—হো—হো।

আবার আসবে গোকুলে ফিরে নন্দের পো।
ধু ধু ধু, জোরে লাগাও ফুঁ
বাজুক শিঙ্গে ভোঁ ভোঁ ভোঁ।
সূর্য্যি মামা বস্‌লে পাটে,
পসরা নিয়ে বউ যাবে হাটে,
আয়েস্ করে শুয়ে খাটে,
গুড়ুকে ওড়াব ধোঁ—
কানাই বলাই নাচবে দু' ভাই
খেতে দেব মুড়ির মো।

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, মহাদেব, ব্রহ্মা, দেবগণ, বসুদেব,গর্গ, ভাট্‌গণ, ঋষিগণ ও নারদ ইত্যাদি।

ভাট। ধন্য! ধন্য! বসুদেব ধন্য অতিশয়,
ত্রিভুবনময় উঠে তব জয়।
তব যশোভাতি
নিন্দিয়া কৌমুদী শুভ্র নিরমল—
ধরাতল করিল উজ্জ্বল।
গিরিমাঝে যথা মেরু—
কল্পতরু যথা মহীরুহ মাঝে,
দেবের সমাজে যথা পুরন্দর,
তেজমাঝে যথা বৈশ্বানর,
আদিত্যমণ্ডলে যথা প্রভাকর—
রুদ্রমাঝে যথা মহেশ্বর,
নরমাঝে তুমি তথা নরবর।
তব যশ মুক্তাবলী সম,
নিরুপম মনোরম,
নিয়া গুণরজ্জু তব—অন্ত নাহি যা'র,
সাধ হলো বিধাতার—
গাঁথিবারে দিব্যহার,

অছিদ্র তোমার যশ—অছিদ্র মুকুতা,
তাই বিধি হয়ে নিরুপায়,
নিয়ে সব মুকুতায়
দিলা ফেলি গগণের গায়!
গুণরজ্জু তব
ধরিয়া বিজলীরূপ নয়ন ধাঁধায়।
তব যশ স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী সম—
প্লাবিল গোলকধাম,
আকুল শ্রীপতি লয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আইলেন তব ঠাঁই,
তুমি তাই—
হরিকে হৃদয়পদ্ম করিলে প্রদান,
কমলায় অন্তঃপুরে দিলে স্থান,
বাণী-কণ্ঠে তব হইলেন অধিষ্ঠান,
যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব-কিন্নর,
সুরাসুর নাগ নর, যে বসে যথায়,
সবে সম্মিলিত আজি এ সভায়—
সত্য ত্রেতা দ্বাপর অবধি
হেন যজ্ঞ করিয়াছে কোন নরপতি?
হয়নি'—হবার নয়,
ধন্য ধন্য বসুদেব, ধন্য অতিশয়,
ত্রিভুবনময় উঠে তব জয়!

বলরাম। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) ওহে ওহে ভাট্,
স্তুতিপাঠ রাখ তব।

আজি এই সভাস্থলে
ত্রিভুবনবাসী নিরখি সকলে,
কহ কহ তপোধন
কেন নাহি দেখি মম প্রিয় ব্রজবাসীগণ?
বল বল একি হ'ল,
ব্রজবাসীগণ যজ্ঞে কেন নাহি এলো?
অন্তর অশুভ গায়, হায়! হায়!
যা' ভেবেছি বুঝি ঘটিয়াছে তাই,—
ব্রজবাসী কেহ বেঁচে নাই!
গেছ মুনি সব ঠাঁই দিতে নিমন্ত্রণ,
বল বল বিবরণ—
যজ্ঞে কেন নাহি দেখি মম প্রিয় ব্রজবাসীগণ?

নারদ। শুন রেবতীরমণ!
ব্রজপুরে দিতে নিমন্ত্রণ,
মোরে করিল বারণ কমললোচন।
হে হলপাণি! ব্রজের বরতা জানি,
ভয় নাই—কেহ তারা মরে নাই—
কিন্তু বলিতে ডরাই,
যে দশা হয়েছে সেথা সবাকার,
মৃত্যু শ্রেয়ঃ তার চেয়ে শতবার!
অনিবার সবে করে হাহাকার,
হা রাম, হা কৃষ্ণ, বলি অশ্রুজলে ভাসি
দিবানিশি কাঁদে ব্রজবাসী।

বলরাম। কি কহিলে তপোধন,

ব্রজে দিতে নিমন্ত্রণ কৃষ্ণ করিল বারণ ?
কি শুনি —কি শুনি—
শ্রবণ, বধির হও—
গ্রহতারা—হয়ে গতিহারা
শূন্যপথে স্থিরভাবে রও !
জ্যোতিষ্কমণ্ডল জলদে লুকাও—
কোটী কোটী বজ্রপাত হ'ক একসাথ।
এস এস অন্ধকার—
দশদিক্ কর গ্রাস
বাজুক বিষাণ, বিশ্ব হ'ক নাশ,
উঠুক জ্বলিয়া প্রলয় অনল,
শন্ শনে ধাও মত্ত বায়ুদল,
উঠ গর্জ্জি সপ্তসিন্ধু জল,
সৃষ্টি যাক্ রসাতল।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য ! স্থির হও, স্থির হও।

বলরাম। ধৈর্য্য নাহি মানে মন,
ত্রিভুবন নিমন্ত্রণ, বিনা বৃন্দাবন !
শৈশবের সাথী সেই সখাগণ,
যাহাদের সনে, ফিরি' বনে বনে
করিতাম গোধণচারণ,
যা'দের সখ্যতা
আছে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা,
পিতা নন্দ, মা' যশোদা,
যাঁদের সমান স্নেহ জগতে জানেনা কেহ,

যেই স্নেহনীরে বর্দ্ধিত এ দেহ,
যেই ব্রজবাসী মনে জ্ঞানে ধ্যানে,
রামকৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে,
ছিনু মোরাযা'দের নয়নতারা,
রামকৃষ্ণ হ'য়ে হারা,
যারা দিবানিশি কেঁদে কেঁদে সারা,
রে কৃষ্ণ! এ তোর কেমন ধারা না পারি বুঝিতে,
সেই বৃন্দাবনে নাহি দিলি নিমন্ত্রণ দিতে!
সবে ক'বে কৃষ্ণ যেন শিশুমতি;
কিন্তু অপরূপ অতি!
কে জানে কেমনে,
ব্রজবাসীগণে ভুলিল বলাই!
এ দুঃখ রাখিতে ঠাঁই ত্রিভুবনে নাই।
সমাগত ত্রিভুবন,
বিনা ব্রজবাসীগণ,
শূন্যময় তবু সব করি দরশন।
ব্রজবাসীসনে আজ বলাই বর্জ্জন!
কেন হেথা থাকি অকারণ,
যা'ব যথা যা'বে দুনয়ন।

(গমনোদ্যত।)

বসুদেব। কি কর—কি কর রাম, রহ—রহ—রহ।
যজ্ঞ ছেড়ে কোথা যাহ?
নিমন্ত্রিত ত্রিসংসার,
সমাগত সবাকার

অভ্যর্থনা ভার আছে উপরে তোমার।
তুমি মম বংশধর,
জেষ্ঠপুত্র সর্ব্বগুণাকর,
পাইয়া আশ্বাস তব পাশ
আসিয়া প্রভাস যজ্ঞে হ'নু ব্রতী।
কৃষ্ণ! কি কর্ম্ম করিলি
ব্রজে নিমন্ত্রণ কেন নাহি দিলি?
গোপরাজ মোর মিতা,
পিতা সম পালিলেন তোমা দোঁহাকায়
নন্দ যশোদার,
ভাল শুধিলে স্নেহের ধার!
বলভদ্র হইল বিমুখ,
যজ্ঞে মম নাহি সুখ।
হ'ল অনর্থ ঘটন,
কহ কৃষ্ণ কি করি এখন?

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা—পিতা—দাদা—দাদা!
ত্যজ ক্রোধ—শুন কথা,
নিজগণে নাহি নিমন্ত্রণে প্রথা।
নিজগণে নিমন্ত্রণে নিজত্ব বিনাশ,
পায় পরত্ব প্রকাশ।
আর্য্য মনে দেখ ভেবে,
পিতৃদেবে কি গো করি' নিমন্ত্রণ—
তুমি কিম্বা আমি যদি—
হই কোন কার্য্যে ব্রতী?

পিতা নন্দ, যশোদা জননী—
পিতা মাতা হ'তে দোঁহে সমধিক গণি।
একে ব্রজবাসীগণ সবে শোকে নিমগণ
তাহে দিলে নিমন্ত্রণ,
রাম কৃষ্ণ আমা সবে করে পরজ্ঞান—
এই ভেবে হ'য়ে সন্দিহান
অভিমানে বিসর্জ্জিত প্রাণ।
স্থির হও ভাই—
ব্রজবাসী আসিবে সবাই।

বলরাম। যুক্তিযুক্ত কথা বটে।
শুনিলাম আসে ব্রজবাসী,
একি সত্য কথা?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ দাদা,
পাইয়াছি সমাচার—
নিয়া দধি দুগ্ধ-ভার, নানা উপহার,
আসে ব্রজবাসীগণে।

বলরাম। তবে আর কোন দ্বিধা নাহি মোর মনে।

শ্রীকৃষ্ণ। হের হের মহাবাহু
রাহু রবি করে গ্রাস—
শুভক্ষণ হইল উদয়!
আর্য্য! সমাগত সবাকার লহ অনুমতি,
কুলাচার্য্য! কর কার্য্য যথা রীতি।

বলরাম। হে সপ্তর্ষিমণ্ডল,
দেব আখণ্ডল আদি দেবদল,

হে দিক্‌পালগণ,
দেব দেব পঞ্চানন,
দেহ সবে অনুমতি—
পিতা হউন্ যজ্ঞে ব্রতী।

র্ণ। কৃষ্ণ সহ ধারি,
পূত বারি পূরি'
আচমন করি',
ব'স বসু পূর্ব্বাস্য হইয়া—
বল যোড়করে গলে বস্ত্র দিয়া,
"নম সর্ব্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর হরি,
নম নম সদাশিব অশিব নাশন,
নম নম সর্ব্বশুচী দেব হুতাশন,
নম নম হে আদিত্য আলোক আধার,
পাপ পুণ্য—তুমি সাক্ষী সবাকার!
আজ শুভদিনে শুভক্ষণে—
হ'য়ে শুচী শুদ্ধমনে
পুণ্যময় স্থান,
গঙ্গা সন্নিধান—প্রভাসের কূলে,
যথাশক্তি রজত কাঞ্চনাদি—
দ্বিজে করি' দান
যজ্ঞ করিলাম সমাধান"।

সকলে। "স্বস্তি—স্বস্তি"—

মহাদেব। হে বসু! হেন বিরাট ব্যাপার—
তিনযুগে কভু হয় নাই আর;

হ'ল পুণ্য-শ্লোক নাম,
অন্তে পা'বে দিব্য ধাম!

শ্রীকৃষ্ণ। হে কৈলাসপতি!
চরণে প্রণতি করে দাস।
মন আশ পূর্ণ হ'লো।
সমাগত আর আর
নমস্কার চরণে সবার।

(সহসা শ্রীকের হস্ত হইতে ঝারিপতন।

বলরাম। কৃষ্ণ! একি, একি—
ভাবান্তর কেন দেখি?
একি! একি!
অশ্রুময় আঁখি পড়ে না পলক্,
থাকি' থাকি' যেন ভাঙ্গিছে চমক,
টনক্ নড়িল ভাই কহ কা'র ডাকে?

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ ডাকে—ঐ ডাকে
দাঁড়া, দাঁড়া, যাই, যাই!

বলরাম। কৈ? কৈ? কে ডাকে, কে ডাকে?
কোথা ডাকে, কা'কে ডাকে?
ও কিছু নয়,
জয় জয় রবে ঐ পূরিছে গগন,
ভিক্ষুকের দল করে কোলাহল।

শ্রীকৃষ্ণ। কোলাহল নয়—
করুণামাখান গান, মর্ম্মভেদী তান,
কাঁদে—কাঁদে প্রাণ!

ঐ শুন—ঐ শুন—
ডাকে পুনঃ "আয়! আয়!" বলি
যাই—যাই—
নইলে কেঁদে ফিরে যা'বে চলি'।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### প্রথম তোরণ।

দ্বারবানদ্বয়।

ম দ্বারী। এ তেয়ারী!
আরে জান্ নিকাল্ যাতা হামারি;
খুব্ হুঁসিয়ার—
ঘাবড়াও মৎ খবরদার!
মুরদকা মাফিক খাড়া কেঁও?
কৈ কো ভিতর নাহি যানে দেও।
কিষণ্জীকা কড়া হুকুম,
লেকেন্ আদ্মি লোক্কা এ কেয়া জুলুম?
হল্লা করকে হিঁয়া আকে—
সব্ কৈ ভিতর যানে মাংতে,
কিস্তরেসে দেউড়ী রোকে?

২য় দ্বারী। আরে পাঁড়েজী, পর্‌ওয়া কেয়া ?
তোম্‌কো তো হাম্‌ ক'য় দিয়া—
যব্‌ তামিল কর্‌নে মাঙ্গ' কাম,
শুন বাত্‌ যো বোলে হাম—
বেদম্‌ লাগাও ডাণ্ডা,
সব হো যাগা ঠাণ্ডা !

১ম দ্বারী। তোম বাওরা বন্‌ গিয়া,
মালুম হোতা—বহুৎ ভাঙ্‌ পিয়া।
দুনিয়া ভর রাজা নেওতা দিয়া,
দান্‌ লেনেকো সব আতা হিঁয়া
ও লোক্‌কা কেয়া কসুর ?
মারপিট বেদস্তুর—
এসা হোনেসে গোসা কিয়েগা কিষণ ঠাকুর্‌।

২য় দ্বারী। দেখেতো ভালা—
কিস্তরেসে রোখো হল্লা।

১ম দ্বারী। ঠারো ঠারো কাহে বনো টেড়া ?
ঝুট্‌ মুট্‌ ছোড়ো বখেড়া।
আরে ভাইয়া ভাগো কাহে ?
আইয়ে—আইয়ে—
এক দফে ইধার দেখিয়ে !
শিরমে ছত্তর, হাতমে ডোরি
কৈ কালা, কৈ গৌরী—
বাছুরি লেকে আওয়ত,
কভি আবা আবা ফুকারত।

মালুম হোতা এ লৌক রাখাল ;
রোখো, রোখো, সাঁমাল, সামাল!

(ধেনুবৎস লইয়া রাখাল বালকগণের প্রবেশ)।

১ম দ্বারী। হিঁয়া নেই, হিঁয়া নেই জেরা আগাড়ি
যাও যাঁহা দানবাড়ী ;
থানে চাও, দৌলত চাও—
সব কুচ মিলেগা—হুঁয়া যাও।

শ্রীদাম। দ্বারী! দ্বারী! নহি মোরা ধনের ভিখারী,
যাব বংশীধারি যথা—
শুন কথা, ছাড় দ্বার, নহি রে কাঙ্গালী
বনমালী হেরি' নয়ন জুড়া'ব।

১ম দ্বারী। আরে এ যজ্ঞিবাড়ী
হিঁয়া কাঁহা মিলেগা তেরা বনেয়ারী ?
বন্ বাগিচা ঢোঁড়' যাকে,
ঝুট্ মুট্ হল্লা কর্তা হিঁয়া আকে।

শ্রীদাম। এখন কানু ব্রজছাড়া,
নাহি পরে পীতধড়া,
চূড়া নাহি বাঁধে শিরে,
নাহি ফিরে ধেনু-বৎস নিয়ে।
রাজা হ'য়ে গেছে ভুলে,—
গোকুলে আছিল যবে,
নিতি নিতি আমাদের সনে,
যেত-গো'চারণে।
দ্বার ছেড়ে দেরে দ্বারী,

যাই যথা বংশীধারী।

১ম দ্বারী। ফিন্ ঐ বাত ?
ওস্‌কো সাথ হিঁয়া নেহি হোগা মুলাখাৎ।
বড়ে বড়ে আদ্‌মী বইঠা হিঁয়া,
আরে কাঁহা তেরা রাখালিয়া ?
ভাগো, ভাগো—
দানবাড়ী যাকে ভিক্ মাঙ্গো।

শ্রীদাম। শুন শুন দ্বারি,
মোরা কিসের ভিখারী—
সেই গিরিবরধারী,
আছে ভুলে আমা' সবে ছাড়ি' ;
এসেছি প্রভাসে—
তা'র দরশন আশে,
কানুহারা হ'য়ে,
আছি প্রাণহারা—প্রাণ ল'য়ে।
কহি আর বার,
ছাড়—ছাড় দ্বার,
প্রাণ রাখ সবাকার।

২য় দ্বারী। জোরাবোরী মেরা সাৎ ?
আভি কর দেঙ্গে ইয়াদ্,
বেকুব লোক্ যাও তফাৎ—যাও তফাৎ।

সুবল। দুরাচার !
বার বার বাক্যবানে
দাও প্রাণে নিদারুণ ব্যাথা ?

আয় ভাই দ্বারীগণে নাশি',
পশি গিয়া যজ্ঞস্থল !
শ্যামলী ধবলী কালী,
সবে তোরা কোথা গেলি ?
দ্বার নাহি ছাড়ে দ্বারী—
বংশীধারী দেয়না দেখিতে !
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ তুলি',
সঘণে ফুকারি',
আয় দ্বারীসনে রণে যোগ দিবি আয় !

শ্রীদাম। না ভাই—না—
ধেনুগণে কর মানা,
যেন হানা নাহি দেয় দ্বারে।
রণে ভাই নাহি কাজ,
ব্রজরাজ করিবেক রাগ,
পণ্ড হ'বে যাগ।
সবে ক'বে দুষ্ট বড় কৃষ্ণসখাগণ—
কলঙ্ক ঘোষণা হ'বে ভরিয়া ভুবন !
ঘোর দাবানলে যে করিল ত্রাণ—
বিষজলে যে রাখিল প্রাণ,
সেই জীবনদাতার,
সেই জীবনসখার,
শুধিবারে চাহ ধার—যজ্ঞ পণ্ড করি ?
রাগ দ্বেষ ভুলে—
প্রাণখুলে সখা ব'লে আয় সবে ডাকি,

দেখি দেখি কি করে কানাই—
ডেকে দেখি—সাড়া পাই কি না পাই।

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

হা কানাই, হা কানাই, দেখা কি দিবি না ভাই,
দাঁড়িয়ে আছি এসে পথে, দ্বারে দ্বারী দেয়না যেতে,
সারা চ'নু কেঁদে কেঁদে, সাড়া কেন নাহি পাই ;
(তাই বলে ভাই ডাকছি এত) সাড়া কেন নাহি পাই।
ডাক্‌লে কেঁদে কানু ব'লে, ধেয়ে এসে ধর্‌তে গলে,
যাচ্ছি ভেসে নয়নজলে, তবু কেন তোর দেখা নাই ;
একবার দেখা দে, দেখা দে, দেখে ফিরে চ'লে যাই—
প্রাণ যায় রাখ্‌বি আয়, নিদয় দ্বারীর ঠাঁই।

শ্রীকৃষ্ণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

রাগিণী ললিত ভঁয়রো—তাল ফেরতা।

ডাক্‌লে কি গো থাক্‌তে পারি,
কি যেন কি করে প্রাণ,
সে বিষম টান সইতে নারি
ছুটে ছুটে আসি তাই।

রাখাল-বালকগণ। "ঐ দেখ ভাই কানাই এসেছে,
ঐ দেখ ভাই কানাই এসেছে!"

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম সুদাম বল্‌রে বল্‌,
কেমন তোরা আছিস সবাই।
সখা ব'লে ভাই কোলে নে,
আমার ধেনু আমায় দে,
একবার হেথা গোঠে গে,
তেম্নি করে চল্‌ ধেনু চরাই।

দাম। ভাই হেথা গোঠ কোথা?
বল্ বল্ কোথা যা'বি,
কোথা গিয়া ধেনু চরা'বি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই সব হেথা ক'রেছি গঠন—
নব বৃন্দাবন!
আনিয়া রোপেছি হেথা
বৃন্দাবনে যথা
বনশোভা তরুলতা সহ ফলফুল,
যমুনাপুলিন হেথা ভাগিরথী-কুল।

দাম। ভাই তুই এখন ধেনু চরাস্?

শ্রীকৃষ্ণ। কই না।

সুদাম। নিতি নিতি গোঠে যাস্?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

সুবল। বনফল তুলে খাস্।

শ্রীকৃষ্ণ। না।

শ্রীদাম। ভাই কানু! এখানে কারুর সঙ্গে সখা পাতিয়েছিস্?

শ্রীকৃষ্ণ। না।

সুবল। ওহো! বুঝেছি, তুই এখন রাজা হ'য়েছিস্!

শ্রীকৃষ্ণ। তো'দের কাছে, আমি কিন্তু ভাই চিরকাল সেই ব্রজের কানাই থাক্‌বো।

সুদাম। না রে ভাই রাজাকে রাখাল বলিস্‌নি তা'হ'লে রাগ ক'রবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই সব ক্ষমা দে, আমাকে আর লজ্জা দিস্‌নি।

বসুদাম। ভাই আমাদের সখা ব'লে কি মনে ছিল?

শ্রীকৃষ্ণ। হুঁ, খুব ছিল।

শ্রীদাম। কানাই, কানাই,
একটা কথা বল্ না ভাই—
বহু দিন ব্রজছাড়া,
কোথা পেলি পীতধড়া,
কে দিল বাঁধিয়া চূড়া,
কোথা পেলি মোহন মুরলী ?
কে দিল গাঁথিয়া গলে বনফুল মালা,
মুখখানি ক'রে আলা
অলকা তিলকা দিয়া,
সাজাইয়া কেবা দিল হেথা ?
সাজাইত যথা ব্রজে মা যশোদা !

শ্রীকৃষ্ণ। সব বল্‌ব আগে গোঠে চল।

সকলে। হাঁ—হাঁ, ভাল কথা,
বলাই দাদা কোথা ?

শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গেছেন আগুসারি সেথা।
চল ভাই—চল সবে যাই,
দেরি ক'রে কাজ নাই।

সকলে। চল—চল—ভাই—

(সকলের প্রস্থান।)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

### দ্বিতীয় তোরণ।

দ্বারবানদ্বয়।

১ম দ্বারী। ওরে বীরবল, কি দেখ্‌ছিস্‌ নয়ন মুদিয়া ?

২য় দ্বারী। আঁধার দেখি দুনিয়া।

১ম দ্বারী। তা' দেখ্‌বি বইকি ?
অমন ক'রে এক চোখে,
সূয্যির পানে চেয়ে খেখে,
ঝাপ্‌সা ধ'রেছে চোখে।

২য় দ্বারী। দেখ্‌বার জিনিস বটে ;—
নিত্যি নিত্যি কি গ্রহণ ঘটে ?
ক্রমে ক্রমে ছায়ার বিকাশ,
একটু—একটু—শেষে পূর্ণগ্রাস।

১ম দ্বারী। বাস্‌ বাস্‌ নে, নে,
ভাবের খেলা রেখে দে।
কেন যে গ্রহণ লাগে—তা জানিস্‌,
জ্যোতিস্‌ টোতিস্‌ কিছু পড়িচিস্‌ ?

২য় দ্বারী। ক্ষমা দে না বিদ্যেবাগীশ,
আর কেন কর্‌না ইতি,
রেখে দে তো'র পণ্ডিতি।

১ম দ্বারী। না—না—সত্যি,
আমি হাত গুণে সব বলি ঠিক্ ;
শেখা আছে সামুদ্রিক,
জ্যোতিস্ শাস্ত্রও কি কম জানি ?
রাশিচক্র সব চিনি ;
চিনি অশ্লেষা, মঘা, তেরস্পর্শ,
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ, তিথি, মাস, বর্ষ।
গুরুজীর অকালে হ'লো কাল,
তাইতে আমার এই হাল।

২য় দ্বারী। আহা হা, কি নাকাল !
স্বর্গ ছেড়ে পড়্লি পাতাল ;
পুঁথি খুলে কোথা বাছ্‌বি কালাকাল ;
তা' না হ'য়ে হ'লি দ্বারপাল।

১ম দ্বারী। কপাল—কপাল—

২য় দ্বারী। ঐ আসল কথা।

১ম দ্বারী। দেখ্ আজ গঙ্গাস্নানে ভারি পুণ্যি ;

২য় দ্বারী। পুণ্যির কোটায় আমার সারি সারি শূন্যি।

১ম দ্বারী। ধাঁ করে একটা ডুব দিয়ে আস্‌ব ?

২য় দ্বারী। আমি বুঝি একা নাকানি চোবানি খা'ব ?

১ম দ্বারী। কই—ভিড় ভাড়ত নেই এখন।

২য় দ্বারী। হ'তে কতক্ষণ ?

১ম দ্বারী। দেখ্ দেখ্ চেয়ে—
ধেয়ে আসে ওই কারা,
জ্ঞানহারা পাগলের প্রায়,

রমণী পুরুষে যেন আনিছে ধরিয়া!
বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
কভু করুণা করিয়া কাঁদে,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে কত কি সুধায়,—
এই দিকে আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

(নন্দ, উপানন্দ ও যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। কোথায়—কোথায়—জিজ্ঞাসি সবায়,
সবে বলে দূরে—আরো দূরে।
ঘুরে ঘুরে সারা—
দিশেহারা হইয়ে বেড়াই।
কোথা যাই—কোথা যাই,—কাহাকে সুধাই,
কিরূপে সন্ধান পাই?
মহোৎসবে সবে মত্ত,
কেহ কার তত্ত্ব নাহি রাখে;
দুঃখিনীর ডাকে কেহ ফিরে নাহি চায়।
ওগো আঁখিতারা হারা আমি,
ফিরে চাও, ফিরে চাও, বলে দাও কোন পথে যাই!
দেখি' দেখি' মনে করি',
ধেয়ে যাই দু' বাহু প্রসারি',
ধরি—ধরি—ধরিতে না পাই,
কোথা যাই—কোথা যাই, কাহাকে সুধাই?
ও কি! বাজে তুরী, বাজে ভেরী,
দিব্যপুরী দূরে হেরি বিচিত্র গঠন!
রবির কিরণ জিনি' ঝলসে নয়ন!

দেখ দেখ গোপরাজ,—
কত ধনে ধনী হইয়াছে নীলমণি
ভাল ভাল, ধনের উপরে ধন হউক বাছার।
ঐ ঐ যজ্ঞাগার, ঐ সিংহদ্বার,
দ্বারে দ্বারে দ্বারী, ফেরে অস্ত্রধারী ;—
এস এস ত্বরা করি,
হারানিধি হৃদে ধরি' জুড়া'ব জীবন।

১ম দ্বারী। ওগো বাছা, ওগো বাছা,
হেথা নয়, হেথা নয় ;
যা কিছু গিয়াছে হারা,
শত গুণে ফিরে পাবে তাহা,
দুঃখ জ্বালা দূরে যা'বে
দান-বাড়ী ছাড়ি,
হেথা কেন এলে তাড়াতাড়ি ?

যশোদা। দ্বারি, দ্বারি ! নাহি চাহি অন্য ধন—
বিনা সে নীলরতন ;
মিছার ধনের আশে আসিনি প্রভাসে,
রাজরাণী আমি রাজার ঘরণী
ছিল মোর সোনার সংসার,
আহা এবে হয়েছে আঁধার বিনা নীলমণি,
সব তুচ্ছ গণি তার কাছে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! করি', শত ব'র্ষ ধরি',
কাঁদিয়াছি দিবস শর্ব্বরী
নিদয় হ'ওনা আর ছাড় ছাড় দ্বার,

যেতে দাও নিকটে তাহার।

ম দ্বারী। কোথা যাবি মা, কার কাছে যাবি মা, তুই কার কথা বলছিস্ মা, সে কে মা? তাকে দেখ্‌তে কেমন মা?

শোদা। ওগো তার রাখালের বেশ,
চূড়া ক'রে বাঁধা কেশ।
পীতবাস পরা, অধরে মুরলী ধরা,
ও গো কালরূপ তার
তবু আলো করে ত্রিসংসার।
ননী খেতো—গোঠে যেতো,
ছায়াসম পাছে পাছে সতত ফিরিত,
নাচ—নাচ বলি', দিলে করতালি,
বাঁকা ছঁাদে কতই নাচিত।

১ম দ্বারী। মা, তার নাম কি মা?
তাকে কি ব'লে ডাক্‌তিস্ মা?

যশোদা। ছিল যবে ব্রজধাম—
ছিল নাম নন্দের দুলাল,—
ছিল নাম যশোদাদুলাল, ব্রজের রাখাল।
ভূপাল হয়েছে এবে,
আমা সবে গেছে ভুলে,
প্রভাসের কূলে আসিয়াছি তাই।
ছাড় ছাড় দ্বারী, তার কাছে যাই,
হারানিধি হেরি' নয়ন জুড়াই—

১ম দ্বারী। মা, তুই কার কথা বল্‌ছিস্ মা?

যশোদা। ত্যজিয়া ব্রজের সাজ,

এবে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ মোর নীলমণি,—
এদুখিনী তাহার জননী।

২য় দ্বারী। সে কি সে কি ?
দেবকীরে রাজমাতা ব'লে জানি,
নাহি বোলো আর হেন অসঙ্গত বাণী,—
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হইবে তোমার।

যশোদা। দ্বারি, দ্বারি, দেবকীরে নাহি ডরি
কুহকিনী মায়াবিনী মোহিনী মায়ায়
আমার বাছারে রেখেছে ভুলা'য়ে।
সমাগত ত্রিসংসার,
আজ সন্মুখে সবার
করা'ব বিচার
দেখে লব কৃষ্ণধন কা'র :—
ছাড় ছাড় দ্বার—
বাছার নিকটে যাই জীবন জুড়াই।

১ম দ্বারী। আ মর্ মাগী, ভাল মানুষের কাল নেই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখেছিলি বুঝি—রাজার মা হয়েছিস্, বেরো বেরো—দূর হ।

২য় দ্বারী। ওগো ভাল মানুষ, এ ভিড়ের দিনে পাগল ছেড়ে দিলে কেন? এখন ঘরের পাগল্ সামলাও, নইলে তুমি ত ফেঁসাদে পড়্বে ; আমরা যেন কিছু বলিনি ; কিন্তু আর কেউ শুন্লে রক্ষে রাখ্বে না, কোতয়ালিতে নিয়ে কয়েদ করবে, মশানে নিয়ে বলি দেবে! আচ্ছা হুজুক তুলেছ!

যাও, ভালয় ভালয়, গা ঢাকা দাও।

নন্দ। রাণি, রাণি!—
না শুনি, নিষেধ বাণী,
জ্ঞানহারা হ'য়ে
এলে ধেয়ে প্রভাসের কূলে
দ্বারীকরে অপমান;—বিদরে—পরাণ
বিষমাখা বাক্যবাণ করিয়া সন্ধান।
মরমের ব্যথা করিতে প্রকাশ,
তুমি ফেল দীর্ঘশ্বাস,
উপহাস্ করে সবে ভাবিয়া প্রলাপ।
গোপাল গোপাল! কোথা বাপ্
মনস্তাপ কত দিবি আর?
তো'র শোকে উন্মাদিনী,
মরে তোর দুঃখিনী জননী,
দ্বারে এসে করি'ছে রোদন,
কুবচন কহে দ্বারী, সহিতে না পারি।
সাড়া কি দিবি নি?
দেখা কি দিবি নি?
কোথা বাপধন, কোথা নীলরতন?
প্রভাসে আসার কথা করিয়া শ্রবণ,
রবিকর শিরে ধরি',
ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিহরি',
ছাড়ি' ব্রজপুর, এনু এত দূর,
আয় আয় বাপধন বাপের ঠাকুর!

কৈ রাণী, কৈ এলো নীলমণি?
কি করি, কি করি?
দ্বারে দ্বারী, প্রবেশিতে নারি,
বংশীধারী নাহি দিবে দেখা,
কেন মিছে প্রাণ রাখা?
চল রাণী, চল ফিরে, গিয়া গঙ্গাতীরে
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ—বলি' দিয়া ঝাঁপ,
হৃদয়ের তাপ জুড়াব দু'জনে।

১ম দ্বারী। এক পাগলে রক্ষা নাই, এ যে দেখ্‌ছি সাত পাগলের মেলা। তোমার ত দেখি ফস্‌ করে রাজার বাপ হতে সাধ গেল, বাপু হে! ভাল চাও ত পাগ্‌লামি ছেড়ে দাও, ভিক্ষে নিয়ে এই বেলা মানে মানে পাশ কাটিয়ে স'রে পড়।

উপনন্দ। শুন শুন গোপপতি,
শুন রাণী যশোমতী মম নিবেদন,—
গোকুলে যখন খেলাছলে
কৃষ্ণ কভু দূরে যেত চ'লে—
হাতে ননী নিয়া, দুয়ারে আসিয়া
আকুল হইয়া,
বিষম স্নেহের ভরে, ডাকিতে যেমন স্বরে,
গোপাল—গোপাল ক'রে,—
শুনি যেই ধ্বনি
ধেয়ে এসে নীলমণি
মা! মা! বলে উঠিত তোমার কোলে।

কৃষ্ণে মন রাখি';
স্থির হ'য়ে মুদে আঁখি,
তেম্নি ক'রে ডাক একবার,
দেখি দেখি আসে কি না গোপাল তোমার।

যশোদা। হে উপনন্দ,
একে শোকে তনু জর জর,
তাহে খরতর রবিকর—
বড় ক'রেছে কাতর,
কণ্ঠে নাহি সেই স্বর,
বদনে সরে না বাণী—
ডাকিব কি করি'—
ডাকিতে না পারি।
আরো আছে কথা,
কোথা কৃষ্ণ—আমি কোথা!
বহুদূর ব্যবধান
অনুমান হয় মনে,
কোটী কোটী লোক করে কলরব,
অসম্ভব—মম রব শুনিতে সে পা'বে।

উপনন্দ। নন্দরাণী,
গোপাল সামান্য নয় জানিও নিশ্চয়;
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বারতা সে রাখে,
ব'সে থাকে এক স্থান!
কিন্তু কাণ থাকে সবার কথায়!
আমার বচন রাখ,

'তেম্নি ক'রে তুমি ডাক'।'

নন্দ। বড় কথা হ'ল মনে—

বৃন্দাবনে,

বাথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া,

ডাকিতাম আগে গোপাল বলিয়া,

হাসি' হাসি' ছুটে আসি

মাথা হ'তে বাধা কৃষ্ণ নামাইয়া নিত,

মুছাইয়া দিত ঘর্ম্মরাশি।

আহা গিরিধারী কত করিত যতন—

আনি' শীতল জীবন,

মুখে করিত সিঞ্চন।

রহ রহ রাণী আমি ডাকি,

আসে কিনা দেখি—দেখি—

কোথারে গোপাল—কোথারে দুলাল

কোথা কালীয়-দমনকারী,

কোথা—গিরিধারী,

কোথা—কোথা মোর ব্যথাহারী?

আয় বাপ মরি মরি,

কেমনে পাসরি' র'য়েছিস্ বল্

কোথা বাপধন! কোথা ব্রজের জীবন!

আয় বাপ—শীঘ্র আয়

প্রাণ যায়—প্রাণ যায়।

(ক্ষণবিলম্বে)

কৈ রাণী, গোপাল কোথায়?

আসিবেনা আসিবেনা
দেখা দেবে না—দেবে না।
(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন।)

১ম দ্বারী। দেখ ভাই মনে লয়,
এরা মহারাজের কেউ না কেউ হয়।

২য় দ্বারী। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

যশোদা। অঁ্যা, এলোনা—এলোনা!
কি করি বলনা?
রহ—রহ—যেও না—যেও না;
মরি বাঁচি
আমি এক বার ডাকি।
গোপাল! গোপাল!
আঁখির আড়াল এক তিল হ'লে,
"কোথা গেলি"—কোথা গেলি" ব'লে,
জ্ঞানহারা হয়ে
ধেয়ে আসিতাম পথে;
কেঁদে পাড়া করিতাম মাথে,—
চরাচর সমুদায়
হেরিতাম শূন্যময়!
আজ শত বর্ষ ধরি' সেই সুধার লহরী,
আধ আধ স্বর—মা! মা! রব
শুনিনি শ্রবণে,
দেখিনি নয়নে
ঙনি' নবঘন মুরতীমোহন,—

মুখে আধ আধ হাস,
পরা পীতবাস।
কোথা নীলমণি,
কোথারে বাছনি,
ডাকিছে জননী তোর, আয়—আয়—আয়,
ভুলিয়া আমায় রহিলি কোথায় ?
আয় বাপ—ননী খাবি আয়।
আছি বাহু প্রসারিয়া,
কোথা নয়নপুতলি
বাহু দুটী তুলি' মা—মা—বলি'
কোলে এসে পড় ঝাঁপাইয়া—
জুড়াই তাপিত হিয়া—
বহু দিন পরে—তোরে হৃদয়ে ধরিয়া!
আয় নীলরতন,
আয় আয় অঞ্চলের ধন,
আয় আয় অন্ধের নয়ন,
আয় আয় যশোদাজীবন।

নন্দ। একি শুনি! একি শুনি!
এ কার কণ্ঠস্বর ?
হের হের রোমাঞ্চিত হ'ল কলেবর!

(নেপথ্যে গীত)

শুন শুন রাণী,
সেই মধুমাখা মা—মা ধ্বনি।

যশোদা। কই—কোথা—কোথা ?

স্বপ্নে শুন—মা—মা—মা,—
আমি শুধু শুনি—মা—মা—মা !

নন্দ। না—না—না,
শুন শুন রাণী,
মা—মা রবে পূরিল অবনী,
দিক্ দিগন্তরে হয় প্রতিধ্বনি,
রাণী—রাণী, আসে নীলমণি—

(শ্রীকৃষ্ণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

রাগিণী সাহানা—তাল ফেরতা।

কত ভাবে কত খেলা,
কত যে নামের মেলা,
মনে মনে সব গেঁথে রাখি।
তাই স্নেহ দিয়ে, স্নেহ নিয়ে,
স্নেহডোরে বাঁধা থাকি।
মা মা ক'রে গলা ধরে, কাছে কাছে সদা থাকি,
'ওমা ওমা কোথা গেলি,
ডেকে এনে একা ফেলি',
দেখ্ মা তারে আখি মেলি'
কেঁদে সারা যা'র লাগি'—
কোলে নে, ননী দে, ও মা সারা হ'নু ডাকি' ডাকি'।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন মা অমন ক'রে,
আছিস্ ব'সে ধরাপরে ?
এত কাঁদি ননীতরে,
মার তবু সাড়া নাই ?
মা; বহুদিন ননী খাই নাই,

কোলে কি নিবিনি আর,—
মুছাবিনি অশ্রুধার,
ননী কি দিবিনি আর ?
বার বার এত ডাকি,
তবু কেন মুদে আঁখি ?

যশোদা। সেই স্বর, সেই স্বর, কিছু ভিন্ন নয়,
কিন্তু হতাশ হৃদয়,
তবু করে না প্রত্যয়,
অন্য কেহ পাছে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। না মা' না মা, আর কে হ'বে মা।

যশোদা। তোর শোকে হ'য়ে জ্ঞানহত,
ছিনু মূর্চ্ছাগত একদিন,
তোর রব অনুকারি',
মা—মা—করি—
ঋষিরাজ শ্রীনারদ ডাকিল আমায়,
প্রাণ পেনু তায় ;
তাই মনে ভয় পাই,
পাছে তোরে নাহি পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, সে ভয় নাই, তুই চোখ্ চা'—

যশোদা। তবে চোখ্ চাই,
গোপাল—গোপাল ! তুই কৈ ?
হাঁ, হাঁ—এই যে,
গোপাল, গোপাল, ম'জে আশার ছলনে,
কভু ভাবি নাই মনে,

ফিরে পা'ব তোমা ধনে।
দাঁড়া—দাঁড়া, দেখি—দেখি,
জুড়াই দু'আঁখি—
কি ভাবে—কি বেশে,
ফিরে এলি মোর পাশে।
হাঁ, হাঁ—এই সেই বাঁকাচূড়া,
এই সেই পীতধড়া,
করে কনকের বালা,
গলে বনমালা,
বাজে মধুর মধুর—
রাঙা পায়ে সোনার নূপুর।
আয় আয় নীলমণি,
যত পার খাও ননী,—
মা' ব'লে অমৃতধারা ঢালিয়া শ্রবণে।
গোপাল, গোপাল, তোর অদর্শনে,
কিরূপে ধরেছি প্রাণ,
অন্তর্যামী ভগবান জানেন তা' শুধু,—
সে কষ্ট কহিবারে নারি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোর কষ্ট কি মা?
কষ্ট তো' আমার।
মা তো'র ইচ্ছা হ'লে,
নয়ন মুদিলে
পেতিস্ আমার দেখা।
আমি হেথা ছিনু একা,

ঘুমঘোরে "মা—মা" করে কতই ডেকেছি,
খেতে ব'সে কতই কেঁদেছি,
অনিদ্রায় বসিয়া শয্যায়,
কত নিশি গেছে জাগরণে,
সব কথা নাহি মনে।
তোর কাছে ছিল প্রাণ,
তোর স্নেহময়ী মূর্ত্তীখানি,
হৃদয় মন্দিরে আঁকি',
দিবানিশি শুধু করিয়াছি ধ্যান।

যশোদা। ছেঁদো কথা রাখ্ বাপ্!
সত্য যদি—
আমা' সবা লাগি' তোর কাঁদিত পরাণ—
ব্রজে কোন্ ফিরে গেলি ?
না বাপ, তা' নয়,—
পিতা মাতা গিয়াছিলি ভুলি'।

শ্রীকৃষ্ণ। না মা;
পিতা পিতা দেহ পদধূলি,
লহ লহ কোলে তুলি,
কহ কহ ব্রজের কুশল!
হে পিতৃব্য!
মঙ্গল তোমার তো সব?

নন্দ। কি কব, কি কব, গোপাল,
পথের কাঁঙাল মোরা সর্ব্বজন,
বৃন্দাবন হইয়াছে বন।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা—পিতা, শত অপরাধে অপরাধী
হয় পুত্র যদি, জনক জননী নয় বিমুখ তাহার প্রতি;
পিতা হয় যদি অনুমতি,
মহাযজ্ঞে করি তোমা ব্রতী।

নন্দ। বসুদেবে কর কর্ম্মভাগী
নাহি কাজ যজ্ঞ করি' আমা লাগি'।
আমি শুধু তোরে চাই,
অন্য সাধ কিছু নাই,—
তুই মোর ধর্ম্ম, তুই মোর স্বর্গ,—
তুই মোর কর্ম্ম, তুই মোর চতুর্ব্বর্গ।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা, হেথা করেছি গঠন,
গোকুলে যেমন—
তোমার আবাস হেতু বিচিত্র ভবন।
চল চল সেথা যাই—
শ্রান্তিদূর চল করিবে সবাই।

যশোদা। একটী কথা আছে,—
গিয়া মথুরায়, বসি কংসের সভায়,
ব্রজবাসীগণে যবে করিলি বিদায়,
ব'লেছিলি সেই কালে—
নন্দ পিতা নয়, আমি নহি মাতা;
হাঁ রে একি সত্য কথা?

শ্রীকৃষ্ণ। না মা,—
শুন কহি সত্যবাণী—
নন্দ পিতা মোর, যশোদা জননী।

যশোদা। চল বাপ্ তবে যাই,
আর হেথা থাকি' কাজ নাই,
হারানিধি পাছে আবার হারাই!
আজ থেকে চোখে চোখে তোকে সতত রাখিব,
কোথা নাহি ছেড়ে দিব।

শ্রীকৃষ্ণ। যা খুসি তাই করিস্।

(সকলের প্রস্থান।)

১ম দ্বারী। কিরে! দেখ্লি কি? বুঝ্লি কি?

২য় দ্বারী। ঠিক্ যেন আমাদের মহারাজ—

১ম দ্বারী। ঠিক্ সেই বাঁকা ধাঁজ।

২য় দ্বারী। খালি আলাদা রকমের সাজ।

১ম দ্বারী। আর চেহারা কিছু কাঁচা কাঁচা।

২য় দ্বারী। যা হ'ক মাগী ও মিন্সে সত্তি কথা ব'লেছিল।

১ম দ্বারী। ছোঁড়ার বাহাদুরী আছে, কি ক'রে আমাদের চখে ধুলো দিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল?

২য় দ্বারী। ছোঁড়ার ভাই কি সাফ্ কাণ! এই হৈরৈএর ভিতরে ডাক্ শুনে কেমন ঝাঁ ক'রে বেরিয়ে এল।

১ম দ্বারী। আরে মূর্খ, ডাক শুন্বার কারণ আছে।

২য় দ্বারী। কি বলুন না—পণ্ডিত মহাশয়?

১ম দ্বারী। ওরে! মা ডাকে যদি,
ভেদি' গিরিনদী,
সে ডাক তনয়ে টানে,
কোলের ছেলে কোলে আনে।

২য় দ্বারী। আজ তা চাক্ষুস্ দেখ্লেম্ বটে।

(পট পরিবর্ত্তন।)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## চতুর্থ-গর্ভাঙ্ক।

### তৃতীয় তোরণ।

দ্বারবানদ্বয়।

১ম দ্বারী। দেখ রঘুবীর!
এই যে রাজা যুধিষ্ঠির,
লোকে যাকে বলে ধর্ম্ম-অবতার,
আমাদের ঠাকুরের সঙ্গে খুব ভাব যাঁর,
দেখেছি তাঁ'র রাজসূয় যাগ,
তাতেও হয়ে ছিল খুব জাঁক,
লোক এয়েছিল লাকে লাক,
হয়েছিল খুব নাম ডাক্।

২য় দ্বারী। আরে থাক্ থাক্—কিসে আর কিসে!
আরে——
সে জলের বুদ্‌বুদ্ গেছে জলে মিশে;
কার সঙ্গে কার তুলনা?
এ হচ্ছে বিরাট কারখানা
এমন্টী হয়নি – হবে না।

১ম দ্বারী। ওরে আমিও বল্‌ছিলেম তাই—
আমাদের ঠাকুরের মত দুটী নাই—
সব্ কাজে ওঁ'র হয় জিত।

২য় দ্বারী। তার আর কথা আছে—নিশ্চিত—নিশ্চিত !

১ম দ্বারী। কিন্তু আমাদের কিছু দেখা হ'ল না।

২য় দ্বারী। হাঁ, সে গুড়ে বালি,
ভিড় ঠেলে মলুম্ খালি।

১ম দ্বারী। এই বার কিছু ঠেকা ঠেকি,
সে সব ছিল মেকী,
এসব আসল চাঁদী !
বাপ্ ! লাগ্‌লো এবার রূপের গাঁদী !

২য় দ্বারী। বিড় বিড় করে বক্‌চিস্ কি ?
হাঁ করে দেখচিস্ কি ?

১ম দ্বারী। দেখ্ দেখ্ সারি সারি কত নারী আসে।
দেখ্ দেখ্ ভাই—
হেন অপরূপ কভু দেখি নাই।

২য় দ্বারী দেখি—দেখি—কই—কই ?
হাঁ, হাঁ—তাইত—তাইত,
আসে পথ ক'রে আলো !
চোখ জুড়াল হেরে সবায়।
কুরতি—কাঁচরী গায়,
পরণে ঘাগরী,
সবে পরমা সুন্দরী
হবে বিদেশিনী—
কি ভাবে না জানি সবে আসে !

(গীত গাহিতে গাহিতে রাধিকা, সখিগণ ও বৃন্দার প্রবেশ)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল খেম্‌টা।

শ্যাম যে সুধার খনি,
প্রেমের পরেশ মণি,
তাই প্রাণ দিয়েছি তা'র চরণতলে।
কালরূপে জগত আলো,
কে না কাল বাসে ভাল,
কেলে সোনা তাই পরেছি গলে।
ভালবাসি বাঁকা চাঁদ,
ভালবাসি কালাচাঁদ,
(ওগো) পাতে না সে প্রেমফাঁদ,
অবলা ভুলাতে ছলে—
গুণময়ের গুণে ভুলে,
মন বেচেছি বিনিমূলে,
হ'তে শ্যামসোহাগিনী ভাল বাসিনি বাসিনি,
প্রেম দিইনি দিইনি, প্রেম ফিরে পা'ব ব'লে।

২য় দ্বারী। ঠাকুরাণীগণ, রও—রও,
কোথা যাও—কোথা যাও—দাঁড়াও—দাঁড়াও,
বৃন্দা। যাব যজ্ঞস্থলে,
মহোৎসব হেরিব সকলে।
১ম দ্বারী। ঠাকুরাণীগণ!
শুন সবিনয় নিবেদন,
তোমা সবে হেরি,
মনে মনে বড় ডরি,
দেবী কি মানবী, বুঝিবারে নাহি পারি;
সবাকার দিব্যবেশ;

কহ, থাক সবে কোন দেশ ?
মধ্যভাগে যিনি
লক্ষ্মী সরস্বতী জিনি' রূপরাশি তাঁর ;
মনে ভাবি উনি প্রধানা সবার।
কিবা নাম, কোথা ধাম—কহ সবাকার—

। মর মিন্সে, আস্পর্দ্ধা ত ভারি !
সবে মোরা কুলনারী ;
পরিচয় দিতে নারি—
যেমন রাজা—তার তেম্নি দ্বারী।

শ্রীরাধা। রহ রহ সহচরী !
শুন শুন দ্বারী,
লোকমুখে যজ্ঞ কথা করিয়া শ্রবণ,
যজ্ঞ-দরশন আশে আসিয়াছি সর্ব্বজন ;
কেন কর নিবারণ ?

বৃন্দা। আর এসেছি দেখিতে তোর রাজার মহিষী,
শুনি নাকি তারা সবে বড়ই রূপসী,—
জিনি' পূর্ণশশী রূপরাশি সবাকার,
নয়ন—শ্রবণ,
বিবাদভঞ্জন আজি করিব দোঁহার।

২য় দ্বারী। এলে সবে ছদ্মবেশ ধরি,
নিবারণ তাই করি,
আগে পরিচয় দেহ,
কাহার কামিনী সবে—কোথা তোমাদের গেহ ?

শ্রীরাধা। সবে মোরা দুঃখিনী রমণী,

দিবস রজনী কাঁদিয়া কাটাই,
দূর বনভূমে আমাদের ঠাঁই,
আপনা বলিতে আর কেহ নাই।
যদি তাঁ'র দেখা পাই—
সেই আশে এ প্রভাসে এসেছি সবাই।
ছাড় ছাড় দ্বার, নিদয় হয়ওনা আর।

১ম দ্বারী। ভায়া, ঠিক্ যা' করেছ সন্দ,
গতিক বড় মন্দ
দ্বারী গিরি ক'রে গেলুম পেকে,
ধুলো দিতে চায় মোদের চোখে,
সোনা দানায় গা ঢেকে
বল্‌ছেন কি না দুঃখিনী—খেতে পান্ না,
ও সব নাকে কান্না।

২য় দ্বারী। সত্য কথা,
দেখ ঠাকুরাণীগণ,
সাধু কি চোর—কিছু বুঝিতে না পারি,
পরিচয় বিনা দ্বার না ছাড়ি!

বৃন্দা। আ মলো যা, চোরের চাকর কি না, তাই সকলকে চোর দেখে।

২য় দ্বারী। ওগো ঠাকুরাণী,
কটুবাণী নাহি কহ মহারাজে;
রাজনিন্দা প্রাণে বড় বাজে,
রাজনিন্দা সহিতে না পারি;
সবে কুলনারী

কিছু করিবারে নারি,
অন্য কেহ হ'লে—
পাপ জিহ্বা কাটি' খণ্ড খণ্ড করি'
ফেলিতাম কর্ম্মনাশা-জলে।
নারী বলে ভারি ত'রে গেলে।

বৃন্দা। দ্বারী রাজা তোর
বড়ই বিষম চোর,
শৈশবে—
গোকুলে আছিল যবে,
ঘরে ঘরে ফিরি'
নবনী করিত চুরি,
ব'লে ব'লে হার মানি'
নন্দরাণী—
রাখিত বাঁধিয়া করে দিয়া ডুরি।
করিত বসন চুরি যত গোপীকার;
কত ক'ব আর—
বাঁশীতে সন্ধান পুরি'
মনপ্রাণ চুরি করেছে সবার।
তোর মহারাজে নাহি করি ভয়,
একবার দেখা পেলে হয়,—
রাই রাজার চরণে লুটায়ে চূড়া
গুঁড়া ক'রে দিব গর্ব্ব তা'র।
দাসখতে লেখা আছে যাহা—
করিয়া মসীল

তশীল ক'রে ল'ব তাঁহা।
গলায় কাপড় দিয়া আনিব বাঁধিয়া,

২য় দ্বারী। ওরে—ওরে মাগী এত অহঙ্কার!
বার বার নিন্দা কর মহারাজার!
বুঝেছি—বুঝেছি—
সবে তোরা নিশাচরী,
মায়া করি' দিব্য রূপ ধরি'
এলি সবে যজ্ঞ ভঙ্গ তরে।
নারী ব'লে উপরোধ না রাখিব আর;
মার—মার—মার!

১ম দ্বারী। মেরে কাজ নাই,
অন্য কিছু শাস্তি দাও, নোক কান কেটে না'ও
বিগড়ে দিয়ে রূপের বাহার,
গর্‌দানা দিয়ে কর বার।

(প্রহার করিতে উদ্যত।)

বৃন্দা। আরে আরে মূঢ়মতি,
এত শক্তি তোর?
যেই আদ্যাশক্তি
সৃষ্টিস্থিতি ইচ্ছাতে যাঁ'হার,
যিনি ত্রিগুণ আধার,
স্থাবর জঙ্গম আদি এ বিশ্বসংসার
চরণে যাঁহার সদা করে নতি,
পেতে যাঁহার সন্ধান,
যোগীঋষি যুগ যুগ করে ধ্যান,

কর তাঁ'র অপমান?
নাহি রাখ তাঁর উপরোধ?
গুরু লঘু নাহি বোধ!
পতঙ্গের প্রায়—
পশিলি আসিয়া জ্বলন্ত শিখায়!
নাহি অব্যাহতি—
হ'বে গতি শমন সদনে।
দেখি দুরাচার,
মম ক্রোধে তোরে কে করে নিস্তার।

শ্রীরাধা। (বৃন্দার চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া)
বৃন্দা! বৃন্দা! কি কর, কি কর?
সম্বর সম্বর ক্রোধ।
তুমি ক্রোধান্বিতা হ'লে,
ছার ছার দ্বারিগণ,
ত্রিভুবন যা'বে রসাতলে,
হ'বে সব ভস্মরাশি তব নয়ন অনলে।
অল্পবুদ্ধি দ্বারীগণে,
আমা সবে নাহি চিনে।
ধর ধর সখী, আমার বচন,
কর কর ক্রোধ সম্বরণ,
বিনাশিলে দ্বারী সবে,
কৃষ্ণযজ্ঞ নষ্ট হবে।
আর এক কথা সখী গেছে ভুলে,
তমগুণে কৃষ্ণ নাহি মিলে।

এস এস সহচরী,
তমগুণ পরিহরি,
ডাকি সবে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ করি ;
দেখি কি করেন শ্রীহরি।
কৃষ্ণপদে মন রাখি,
সবে মিলে এস ডাকি ;
হ'য়ে এক মন,
করিলে স্মরণ,
শ্রীনন্দের নন্দন দিবে দরশন।

১ম দ্বারী। বাপ্ মাগী কি রাগী !
যেন উল্কামুখী আগুণখাগী,
গিয়েছিল বেজায় খেপে,
ভাগ্গিসথ্ চো দু'টো ধরে ছিল চেপে,
নইলে হয়ে ছিলেম্ খুন,
মাগীর চোখের কোণে বেরোয় আগুণ।

২য় দ্বারী। ভায়া ! ঝল্‌সে গেছে আমার গা,
গলা কর্‌ছে "টা টা"।

১ম দ্বারী। চেপে যা—চেপে যা,
নিকেশ করবে রাগলে এবার।

ললিতা। হে প্রেমের গুরু,
প্রেম-কল্পতরু ধর নাম,
কেন বাম গোপীকায় ?
চরণে ঠেলিছ কি লাগি সবায় ?
হে বংশীধারি,

প্রেম নাহি জানে গোপের কুমারী ;
কিন্তু প্রেমময়,
তা'দের হৃদয় প্রেমে তোমাতে তন্ময়।
হে প্রেমিক প্রবর,
প্রেমময়ী ব'লে যারে করিতে আদর,
যে থাকিলে মান ভরে—
সাধিতে চরণ ধ'রে,
সেই ব্রজেশ্বরী কমলিনী—
কাঙ্গালিনী সম এসে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
ভাসে অশ্রুধারে,
কেন ফিরে নাহি চাও তারে ?
এস—এস—দেখ বনমালী,
সেই সোনার কমল হইয়াছে কালি !
প্রেমময়, করি প্রেমদান
শ্রীরাধার রাখ প্রাণ।

শ্রীরাধা  কোথা মুরলীবদন,
কোথা নীরদবরণ,
কোথা গোপীকারঞ্জন,
কোথা হৃদয়রতন,
কোথা কমললোচন,
দাও, দাও দরশন !
কোথা নবঘন শ্যাম,
কোথা ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
কত দিন র'বে বাম আমা সবা প্রতি ?

তুমি গোপীকার পতি,
শতবর্ষ তোমাহারা,
শতবর্ষ কেঁদে সারা,
তোমার বিরহে তনু দহে,
অবলার প্রাণে আর কত সহে ?
রেখেছি হৃদয় পাতি'
তুমি হে হৃদয়নিধি—
হাসি' হাসি'—
হৃদি' সিংহাসনে ব'স আসি।

কীর্ত্তনের সুর।

প্রেমময় প্রাণ রাখ রাখ, (প্রেমদানে প্রেমিকার প্রাণ রাখ)।
কাছে আসি' হাসি' হাসি' দাসী ব'লে ডাক ডাক॥
গোপী বাঁধা রাঙ্গা পায়, গোপী শুধু চরণ চায়,
ভুলে আছ গোপীকায়, এসে একবার দেখ দেখ॥
দেখা কি গো নাহি পা'ব, দেখে শুধু ফিরে যা'ব,
প্রেম-ব্রত উদ্যাপিব, শ্যামনাম জপি এ তনু ত্যজিব ;—
নবপ্রেমে নব নাট ,পড় নব প্রেমের পাঠ,
নিয়ে নব চাঁদের হাট, সুখে তুমি থাক থাক॥

শ্রীকৃষ্ণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ফেরতা।

তেমন ধারা যদি পাই—
প্রেম নিয়ে তা'রে প্রেম বিলাই,—
প্রেমে বাঁধা থাকি তা'র ঠাঁই।
আমি প্রেমে কভু আপনি কেঁদে
তারে কাঁদাই,

আবার কভু সেধে সেধে তার পায়ে লুটাই,
এই যে শুনিনু কথা,
এই ছিল গেল কোথা,
জীবন রূপিনী রাই ;
প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী
ওঠ শোক পরিহরি
ক্ষমা কর পায়ে ধরি, প্রেমের দোহাই ;
বল সখি বল বল
সবাকার সুমঙ্গল, শুনে জীবন জুড়াই।

কীর্ত্তনের সুর।

বৃন্দা। রাধে কি কর কি কর।
হারানিধি হৃদে ধর ধর।
পড়িয়া চরণ প্রান্তে
নীলকান্তে হের হের—
এ ধনী এ ধনী শিরোমণি তুলে পর পর।

শ্রীরাধা। ছি ছি হরি,
সেধোনা চরণ ধরি' ;
রূপসী মহিষীগণ
ঘরে আছে অগণন
এ কথা শুনিলে তা'রা অনর্থ ঘটা'বে,
বড় তুমি লজ্জা পা'বে।
ভাল হ'লো—দেখা হ'লো ফিরে যাই চলি'।
থাকুক কুশলে রাণীরা সবাই,
আমি দাসী—মরি বাঁচি ক্ষতি নাই।

বৃন্দা। রাই, রাই,

কালশশী চরণে লুটায় ;
মজিয়া মানের দায়,
থেকো না থেকো না আর,
কর মান পরিহার।

শ্রীকৃষ্ণ। মানময়ী, ক্ষম অপরাধ, ত্যজহ বিষাদ
ছিল শ্রীদামের শাপ,
তাই মনস্তাপ হ'ল দু'জনার।
হেরি' হাসিমাখা মুখখানি
জুড়াই পরাণী।
রাধাশ্যাম এস হই একঠাম।

(শ্রীরাধার হস্তধারণ।)

শ্রীকৃষ্ণ। হে রাধা,
তুমি লো তনুর আধা,
তুমি মোর বাঞ্ছাকল্পলতা
তুমি আমি দোঁহে নিত্য বাঁধা।
নারী আছে যত যেথা
সবে তব অংশভূতা,
হে রমা
পূর্ণতমা তুমি শুধু।
তুমি পরমা প্রকৃতি,
তুমি মোর শক্তি মূর্ত্তীমতি,
স্বভাব স্বরূপ এক, এক মতি গতি,
একাঙ্গ ভিন্ন মূরতি ;
তুমি মম ধ্যান, তুমি মম জ্ঞান,

করি সদা তব গুণগান,
আমি রাধাময় সব দেখি,
জীবনের সখী তুমি পরাণপুতলী,
তব অনুরাগে আমি বাজাই মুরলী ;
তব সহ কাহার তুলনা ?
তুমি আমি একপ্রাণ দু'জনা।

ললিতা। দেখ্‌লে পরে আঁটা আঁটী, কেঁদে ভেজান মাটী ;
সে রোগটী এখনও যায় নি।

বিশখা। ও লো ! ও মনরাখা কথা ;
এখন দেখ্‌ছেন ভারি প্রমাদ,
তাই ধরে দিতে চাচ্চেন চাঁদ ;
হ'নু দেখি চোখের বার,
নাগাল পাওয়া হ'বে ভার।

শ্রীকৃষ্ণ। সখীগণ ! আর কেন—নিগ্রহ করিছ হেন ?
আমি মাগি পরিহার সবাকার ঠাঁই
বিধিলিপি ছিল—কা'রও দোষ নাই।
শুন শুন কমলিনী
বৃন্দাবনে যমুনার পুলিনে যেমন,
হেথা ক'রেছি গঠন
কেলিকুঞ্জবন তোমার কারণ,
চল চল যাই সেথা ভুলিব বিরহ ব্যথা,
প্রেম আলাপনে সবাকার সনে।

সকলের প্রস্থান।

## পট্—পরিবর্ত্তন।

রাধা—কুঞ্জ।

বিশখা। হ্যাঁ লা বৃন্দে,
স্নানে যাই বলি', রাধা নিয়ে গেলি,
রাধায় কোথায় ফেলি'—
একা তুই ফিরে এলি?

বৃন্দা। রাধা—রাধা করি' তুই যে অবশ হ'লি?

বিশখা। তোর ঠাট্টা থা'লি!

বৃন্দা। আজ যুগল চাঁদ পূর্ণ কলায়,
খানিক পরে উঠবে হেথায়।

বিশখা। আসি যখন কুঞ্জবনে,
সে কালো কালারমনে,
হ্যাঁল', গোপনে কি কথা হ'লো?

বৃন্দা। বল্‌ব কেন?
ছিনু বিরহিণী,
একা পেয়ে গুণমণি,
দেখা'নু মরম ব্যথা,
কহিনু প্রাণের কথা।

বিশখা। না না সখি বল্ না ভাই।

বৃন্দা। তোকে বলি? তুই দেখেছিস্;
সত্যভামার নাম শুনেছিস্?
গরবের তার সীমা নাই
বড় তার রূপের বড়াই!

রাধারূপ শুনে
ঈর্ষাগুণে মরি'ছে পুড়িয়া
দেখিতে রাধায় আসিবে হেথায় ;
আজ তা'র চূর্ণ হ'বে অহঙ্কার।
ঐ শুন, ঐ শুন—ঐ বাজে বাঁশী
আসে কালশশী,
আয় সবে সুখে ভাসি', প্রেমামোদে মাতি।
তুলিয়া সুতান
আয় সবে করি গান।

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

হাসি' হাসি' সুধারাশি, ঢাল রে শশী,
সারানিশি আজ অমি কোরে।
মৃদু মৃদু মলয় বা, সুবাস হরে ব'য়ে যা
সুখে পাখী গান গা', মনমাতান মধুর স্বরে।
শ্যামের রাধা শ্যামে দিয়ে
মনের ব্যথা ভুলে গিয়ে,
সারা নিশি শ্যামে নিয়ে
মাত্‌বো আজ প্রেমের ভরে ;
শ্যামের বামে বসিয়ে রাই,
যুগল চাঁদের পানে চাই,—
নাচবো সবাই প্রেমের ভরে।

(শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রবে

শ্রীকৃষ্ণ। শুন সুলোচনে,
এই কুঞ্জবনে, সখী সনে—
শ্রীমতি করেন বসতি।

হাসে নিশীথিনী, চন্দ্রমাশালিনী,
আমোদিনী—তাই ব্রজের রঙ্গিনী—
সুধার লহরী তুলি' তান্ তরঙ্গিনী,
সবে সুখে যাপি'ছে যামিনী।

সত্যভামা। (স্বগতঃ) তাইত—তাইত—একি ?
এযে দেখি সবে পরমা সুন্দরী !
জিনি স্বর্গ-বিদ্যাধরী, অঙ্গে খেলিছে মাধুরী—
রূপে রমা তিলোত্তমা, স্থিরা সৌদামিনী সমা
রাধা কে—না পারি চিনিতে ;
(প্রকাশ্যে) কহ কহ কমললোচন
এসব নাগরীমাঝে রাধা কোন জন ?

কৃষ্ণ। প্রাণেশ্বরি !
এরাসব শ্রীরাধার সহচরী ;—
রাধা হেথা নাই,—
শুন কহি পুনঃ তব ঠাঁই,
ধরিতে নারিবে চক্ষে শ্রীরাধার রূপ,
জানিও স্বরূপ ;
কর কর সুবদনী—যাহা তব লয় মনে।

সত্যভামা। (স্বগতঃ) এরা সহচরী ?
শুনি রাধা গোপীর ঈশ্বরী,
নাহি জানি কত তা'র রূপের মাধুরী !
কতই সে রূপের সাগরী।
রাধারে দেখিতে এসে ভাল করি নাই,
দেখিয়া দাসীর রূপ মনেতে ডরাই।

(প্রকাশ্যে) নাথ! রাধার রূপের কথা শুনি যত
কৌতূহল বাড়ে তত দেখিতে তাঁহায়,
দেখিব—দেখাও রাধায়।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে ক্ষণকাল রহ হেথা,
আমি গিয়া আনি রাধা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

বৃন্দা। সত্যভামা দেবি!
রাধাপদ সেবি' দিবারাতি,
রূপজ্যোতি শ্রীমতীর—
নয়নে ধরিতে নারি,
রাধারে দেখিবে ব'লে, কেন মিছে এলে?
দেখিব রাধার রূপ?—
চরাচরে যত রূপ নিলে সমুদয়,
শ্রীরাধার পদনখ তুল্য নয়!
ঐ দেখ—ঐ দেখ!
আধ নব-নীরদ-বরণ,
আধ-হিরণ-কিরণ,
রাধাশ্যাম এক ঠাম।

[ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও যুগলরূপে অবস্থান। ]

সত্যভামা। কৈ,—কৈ?
জিনি' কোটী মধ্যাহ্ন তপন,
ঝরে জ্যোতি—ঝলসে নয়ন;
কৃষ্ণঅঙ্গ হ'তে জ্যোতি বাহিরায়,
কৃষ্ণঅঙ্গে পুনঃ সে জ্যোতি মিশায়!

কৈ—কৈ, রাধা কোথা ?

কৈ—মোর কৃষ্ণ গেল কোথা ?

দা। হে কৃষ্ণ-সোহাগিনী।

হে কৃষ্ণাভিমানিনী !

বল্‌নো—বলোনা আর,

কৃষ্ণ আমার—আমার !

কৃষ্ণ গোপীকার,

কৃষ্ণ শ্রীরাধার,

কৃষ্ণ নন্দ-যশোদার,

কৃষ্ণ নয় কা'র, কৃষ্ণ সবাকার—

কৃষ্ণপ্রেমে বাঁধা ত্রিসংসার।

অভিমানে সদা মত্ত থাক,

কিছু না সন্ধান রাখ।

শুন কৃষ্ণ একা পূর্ণ নয়,

রাধা-কৃষ্ণ মিলে' তবে পূর্ণ হয়।

কৃষ্ণ দেখিয়াছ, রাধা দেখ নাই—

আজ রাধাকৃষ্ণ হের এক ঠাঁই ;

দেখ দেখ প্রেমের ছবি,

প্রেমের মাধব, প্রেমের মাধবী,

অঙ্গে অঙ্গে হেলা-হেলি,

রাধাকৃষ্ণ মেলামেলি !

শুন দেবী তোমা' কই,

গোলোকের রূপ এই,

এইরূপে রাধাশ্যামে,

নিয়ে নিত্য ব্রজধামে, সবে মেলি'
মোরা করিতাম কেলি।
হের হের আঁখি ভরি',
হের হের ভাল করি',
বংশীধারী বামে ঐ রাইকিশোরী।

রাগিণী টোরিভৈরবী—তাল ফেরতা।

হেরে যুগল রূপ চোখ জুড়া'ল জুড়া'ল।
বাঁকার বামে বিনোদিনী, কিবা হেলে দাঁড়া'ল দাঁড়া'ল।
চূড়ায় চূড়ায় দেখ্ রে দোলনী,
চোখে চোখে কত চলি'ছে চাহনী,
শ্যাম নীলমণি, রাই সুধার খনি :
লাবণি হেরে চাঁদ লাজে লুকা'ল লুকা'ল।

যবনিকা পতন।